সুবর্ণবণিক্।

অর্থাৎ, এই জাতির পুরাবৃত্ত, বৈশ্যত্ব, নির্য্যাতন, সংস্কারব্যবস্থা
ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ক গ্রন্থ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দেয় মল্লিকাখ্য
শ্রীকুঞ্জলাল ভূতি কর্ত্তৃক
বিরচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত।

১৩১০।

গ্রন্থোৎসর্গ।

অন্নসত্রপ্রতিষ্ঠাতা, দীনহীন পরিত্রাতা,
সুকুমারশিল্পোৎসাহী, স্বদেশহিতানুরাগী,
যশোমান-ধন্য, বদান্যাগ্রগণ্য,
সুবর্ণবণিগ্‌বরেণ্য,
দিব্যধামগত
সেই
প্রাতঃস্মরণীয়
রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের
পিতৃভক্তিপরায়ণ, পিতৃপথাবলম্বন
সুযোগ্য পুত্ররত্ন
শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্র মল্লিক মহোদয়ের
স্বজাতিবৎসলতা ও বিদ্যোৎসাহিতা
গুণের নিদর্শন স্বরূপ
এই গ্রন্থখানি
তদীয় শ্রীকরকমলে
সাদরে সমর্পিত
হইল।

সূচীপত্র।

ভূমিকা ... ... পৃষ্ঠা ১
ভৈরবচন্দ্র দত্ত বির চত পুস্তক ... ... „ ১৩
নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামিপ্রভুর বক্তৃতা ... ... „ ৪০
বলাইচাঁদ সেন রচিত পোতবাণিজ্য বিষয় ... „ ৫৬
সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে রাধিকাকিশোর বসুর বিচার „ ৬০
„ „ নিমাইচাঁদ শীল রচিত পুস্তকের
প্রতি বিবিধ সমালোচনা „ ৮৪
„ „ দুইজন হাইকোর্ট জজের মন্তব্য „ ৯২
হারাধন দত্ত প্রণীত "শ্রীমদ্দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুর" „ ৯৩
'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত "সপ্তগ্রাম" বার্ত্তা ... „ ১১২
সত্যপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য রচিত "সুবর্ণবণিকের ব্রাহ্মণ" „ ১১৮
বরদাকান্ত মজুমদার রচিত "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম" সম্বন্ধে
কিয়দংশ ... ... „ ১১৯
প্রমথনাথ মল্লিক রচিত ইংরাজী পুস্তকের মর্ম্ম
ও সমালোচনাদি ... ... „ ১২৭
সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে বিবিধ অধ্যাপকাদির সমালোচনা „ ১৪৫
„ „ ইং ১৯০১ শালের সেন্সস্ রিপোর্ট্
ও তদ্বিষয়িকী সমালোচনা „ ২৩১
চট্টগ্রামনিবাসিগণের যত্ন ও উদ্যম ... ... „ ২৬৬

উপসংহার ... . পৃষ্ঠা ২৭৬
দৈবসাধন ... . „ ২৮৫
সূর্য্যাকবচম .. .. „ ৮৭
সূর্য্যমন্ত্রাঃ .. .. .. „ ২৮৯
আদিত্যমন্ত্রঃ .. .. „ ২৯০
আদিত্যহৃদয়-স্তোত্রম .. „ ২৯১

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শোধন
২৮	৪	যথা	যথা
৩৪	৬	স্খালনার্থ	স্খলনার্থ
৩৫	৬	ষে	যে
৩৭	১	দোষে	দোষে
„	১৮	প্রযুক্ত	পযুক্ত
৩৯	১৪	ষে	যে
৪০	১	বিদ্বদ্বর	বিদ্বদ্বর
৪২	৪	ভাষায	ভাষায
৪৫	৫	মূর্খ	মূর্খ
৪৮	২	ইচ্ছাত্যাত্মত্বং	ইচ্ছাত্যাত্মত্বং
৪৯	২	যথা	যথা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শোধন
৪৯	৩	মুশ	মুখ
৫১	৫	ষায়	যায়
৫৫	৪	সুবণ-	সুবর্ণ-
৬৩	১	মন্বাদি	মন্বাদি
৬৭	১২	শোক	শ্লোক
৬৬	১১	পুরণানি	পুরাণানি
৭২	১২	পুর্ব্ব	পূর্ব্ব
”	১৮	মুর্খ	মূর্খ
৭৯	৩	দ্রবিড়	দ্রবিড়
৮০	৯	প্রসিদ্ধ	প্রসিদ্ধ
৮৯	১৯	esscy	essay
৯০	১২	developement	development
”	১৫	me	we
৯২	৩	শ্রীযুক্ত	শ্রীযুক্ত
৯৮	৬	সন্মান	সম্মান
১০৬	৮	করেণ	করেন
১১২	৯	সন্মুখ	সম্মুখ
১১৯	১৭	সন্মত	সম্মত
১৩৪	১৪	ব্যয়সায	ব্যবসায়
”	১৭	প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রতিদ্বন্দ্বী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শোধন
১৪৩	৩	Mullicks	Mullick's
১৪৪	৮	mnch	much
১৫২	৭	তস্মাাং	তস্মাং
১৫৬	১৪	পরস্পরায়	পরম্পরায়
১৫৭	১০	কোষের	কোষের
১৬০	১২	বহ্নি	বহ্নি
১৬১	১১	রাগদ্বেষেয়	রাগদ্বেষের
১৭৫	১২	শ্রীযুত	শ্রীযুত
১৭৭	১০	দেখিলাম	দেখিলাম
১৮০	২০	অপনার	আপনার
১৮৪	৪	বধুর	বধুর
২০৫	৩	গুলিয়	গুলির
২০৮	১৪	শ্রীযুক্ত	শ্রীযুক্ত
২১০	১৪	যে	যে
„	২০	যন্ত্রকোষ	মন্ত্রকোষ
২১২	৪	শ্রীযুক্ত	শ্রীযুক্ত
২১৫	১৭	বণিজং	বণিজং
২৩১	৫	সংঙ্কলন	সঙ্কলন
২৭৬	১৩	বিযয়	বিষয়
২৮০	৪	শাস্ত্রের	শাস্ত্রের
২৮৭	১২	ঋষি	ঋষি
২৯৫	১৪	মূর্দ্ধি	মূর্দ্ধি
৩০১	১০	এষ	এষ
৩০২	১৫	ধনঞ্জয়ঃ	ধনঞ্জয়

সুবর্ণবণিক্

দ্বিতীয় খণ্ড।

ভূমিকা।

'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকের প্রথমখণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া কলিকাতার প্রায় সকল সুবর্ণবণিকের গৃহে প্রেরিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ও আগ্রহবান্ ব্যক্তির সাহায্যে হুগলি, চুঁচুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি মফস্বলের অন্যান্য বহুতর স্থানের সুবর্ণবণিকের নিকট ইহা প্রেরিত ও বিতরিত হইয়াছে। আবার, ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক মহাশয়গণের নিকটেও ইহা 'দুর্গাসপ্তশতী চণ্ডী' ও 'গঙ্গাস্তোত্রাদি-সংগ্রহঃ' নামক দুইখানি পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ক সানুবাদ পুস্তকের সহিত [illegible] বিনা [illegible] প্রেরিত হইয়াছে। তাহাতে অনেক অধ্যাপক মহোদয় সন্তোষজনক মন্তব্য ও আশীর্ব্বাদের সহিত সুবর্ণবণিকদিগের বৈশ্যত্ব স্বীকার বা অনুমোদন করিয়াছেন। এবং অনেক-গুলি অধ্যাপক উক্ত পুস্তক সকলের বিনিময়ে তাঁহাদের লিখিত [illegible] জানিতে পারিয়া তাহার প্রকাশপূর্ব্বক [illegible]

প্রার্থনাও করিয়াছেন। ফলতঃ পণ্ডিতসমাজে পুস্তক কয়খানি সাদরে গৃহীত হইতেছে। কলিকাতাবাসী সুবর্ণ-বণিক্‌গণ, বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে ধনাঢ্য মহাশয়গণ, অত্রত্য সকল সমাজেই সমাদর ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন বলিয়া দুরন্ত বল্লালনিগ্রহের শোচনীয় ফলের আস্বাদ বিষয়ে তাঁহারা একেবারে অনভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহারা স্বজাতিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে ততটা সমর্থ বা অভিলাষী নহেন। কিন্তু কলিকাতাবাসি-গণের মধ্যে যাঁহাদিগকে কার্য্যোপলক্ষে মফস্বলে থাকিতে হয়, এবং যাঁহারা তদ্বৎ স্থানের নিবাসী, তাঁহারাই প্রত্যক্ষ জানিতেছেন যে, তথায় সুবর্ণবণিক্‌গণের কি দুরবস্থা ও ও লাঞ্ছনা! সেখানে কোথাও বা তাঁহাদিগের জন্য ভৃত্য ও পাচক মিলে না, কোথাও বা অপর জাতীয়গণের সহিত তাঁহারা একাসনে উপবেশন করিতে পারেন না, কোথাও বা তাঁহাদিগের প্রদত্ত পান ও তামাক গ্রাহ্য হয় না, এবং কোথাও বা তাঁহাদিগের স্পৃষ্ট জলও আচরণীয় হয় না। সুতরাং তাঁহারাই ঐ সকল স্থানে নির্য্যাতিত ও অপদস্থ হইয়া জাতীয় মর্য্যাদার মূল্য ও জাতীয় সংস্কারের অবশ্যকর্ত্তব্যতা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। অথচ, যাঁহারা সুবর্ণবণিক্‌দিগকে এই প্রকারে ধিক্কৃত করেন, তাঁহারাই তাঁহাদিগের সেই বিসদৃশ ব্যবহারের প্রকৃত তথ্যও জানেন

না। বহুদিনের প্রচলিত অযথা প্রথাই তাঁহাদিগকে এই কুৎসিত সংস্কারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। এদিকে যাঁহারা জ্ঞানালোকসম্পন্ন এবং বল্লালচরিত বিষয় শ্রুত ও পরিজ্ঞাত, তাঁহাদিগের অন্তরে জাতিবিদ্বেষবুদ্ধি স্থান পাইতে পারে না। তাঁহারাই সুবর্ণবণিক্‌গণের শৌচ সদাচার ভক্তি ও ভগবন্নিষ্ঠা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করেন, এবং উঁহাদিগের এত অযথা নির্যাতন জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

এই সকল কারণ বশতঃ সুবর্ণবণিক্‌গণের সামাজিক অবস্থা সংস্কারের জন্য চেষ্টা ও যত্ন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু

"ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলম্।
যদি কার্য্যবিপত্তিঃ স্যাৎ মুখর স্তত্র হন্যতে॥"

অর্থাৎ, কোন কার্য্যে কাহারও অগ্রসর হওআ উচিত নহে, কারণ কার্য্যটি সিদ্ধ হইলে সকলেরই ফল সমান, কিন্তু সেই কার্য্যে কোন বিঘ্নবিপত্তি ঘটিলে অগ্রসর ব্যক্তিরই লাঞ্ছনা সর্ব্বাধিক হইয়া থাকে। এই অশ্রেয়স্করী নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই, পাছে জাতীয় সংস্কার বিষয়ে লিপ্ত হইলে অভীষ্ট সাধন না হইয়া, প্রত্যুত অপর পাঁচ জনের নিকট নিন্দা ও কটূক্তিভাজন হইতে হয়, এই আশঙ্কায় আবার অনেক নিরীহ সুবর্ণবণিক্ এই অযথা ও অন্যায় অপমান-

সূচক পতিত অবস্থায় থাকিতেই সন্তোষ প্রকাশ করিতে-ছেন। ঐ নীতিকে শ্রেয়স্করী বোধ করিলে, এবং সকলেই উহার অনুসরণ করিলে, সংসারে আর 'উন্নতি' শব্দের অস্তিত্ব থাকে না, অথচ উন্নতিই এই জগৎ সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য। শাস্ত্রে এই জন্যই আলস্যের নিন্দা ও উদ্যোগপরায়ণতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেও স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মের অনুবৃত্তিই শাস্ত্রসকলের একমাত্র উপদেশ। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাভারতের সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধের উপক্রমকালে, যখন আত্মীয়গণ-বিনাশা-শঙ্কায় অর্জ্জুনের অক্ষত্রিয়োচিত মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বধর্ম্মে প্রবোধিত করিবার জন্য কতই না উপদেশ দিয়াছিলেন এবং উপসংহারে বলিয়াছিলেন, যে

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

অর্থাৎ, পরকীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সুন্দর বোধ হইলেও এবং স্বজাতীয় ধর্ম্ম তদ্রূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান না হইলেও, ইহা পরধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মানু-ষ্ঠানে নিপীড়িত হওয়াও ভাল, তথাপি পরধর্ম্মকে ভয়ের কারণ বলিয়া জানিবে। সুতরাং শাস্ত্র ও যুক্তিমতে

জাতীয় গৌরব রক্ষার্থ সকলেরই বদ্ধপরিকর হওআ উচিত, ইহাতে পুণ্য ও যশঃ ভিন্ন পাপ বা নিন্দা নাই। অথবা,

"ক্লেশঃ ফলেন হি পুন র্নবতাং বিধত্তে"

অর্থাৎ, অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াও যদি কোন কার্য্যে সফল হওআ যায়, তাহা হইলে, সে ক্লেশকে আর ক্লেশ বলিয়া বোধ হয় না, তাহা তখন সুখের নিদান হয়। ইংরাজী ভাষাতেও তদ্রূপ একটি প্রবাদ আছে যে, "There is nothing like success" অর্থাৎ, কার্য্যের সফলতার নিকট আর কিছুই তুলনীয় হয় না। সুতরাং, হে সুবর্ণবণিক্ মহোদয়গণ, আপনারা একবার অধ্যাপক মহাশয়দিগের পত্রগুলি পাঠ করিয়া দেখুন, যে আপনাদিগের জাতীয় গৌরবের পুনরুদ্ধার চেষ্টা ফলোন্মুখী হইতেছে কি না? সেই সকল পত্র আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিবার জন্যই 'সুবর্ণবণিক্' গ্রন্থের এই দ্বিতীয় খণ্ডের অবতারণা। কিন্তু, এখনও সমগ্র অধ্যাপকমণ্ডলীতে এই সকল পুস্তক বিতরিত হয় নাই। ক্রমে বঙ্গদেশের সমগ্র অধ্যাপকমণ্ডলীতে উক্ত পুস্তক সকল বিতরিত হইলে, আর কিছু না হউক, তাঁহারা সকলে নিঃসন্দেহে সুবর্ণবণিক্ জাতির প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন, এবং সহজেই তাঁহাদের এই জাতির প্রতি সহানু-

ভূতির উদয় হইবে। সুতরাং ত্বরায় সুবর্ণবণিকের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার পথ প্রশস্ত হইয়া আসিবে।

এই পুস্তকের প্রথমখণ্ড খানি যে সকল পুস্তকের অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল, তাহা সেই খণ্ডের ভূমিকায় সম্যক্ বিবৃত রহিয়াছে। সুবর্ণবণিকের সেই প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার কিয়ৎকাল পরে আর কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও পত্রাদি দৃষ্টিগোচর হয়, সেগুলির বিষয় অতঃপর বর্ণিত হইতেছে।

১ম। শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দত্ত বিরচিত সুবর্ণবণিক্ বিষয়ক পুস্তক, শকাব্দা ১৭৮০ বা সন ১২৬৫ শালে মুদ্রিত।—কলিকাতা সহরে যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল সুবর্ণবণিকের জাতীয় সংস্কার সম্বন্ধে নানা প্রকার আন্দোলন চলিতেছে, পরলোকগত শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয় প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এই সময়েই এই পুস্তকখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ইহাতে সুবর্ণবণিকের ইতিহাস ও বৈশ্যত্ব বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগে বর্ণিত আছে, এবং আনন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য রচিত 'বল্লালচরিত্র' গ্রন্থোদ্ধৃত সুবর্ণবণিকের নির্যাতন বিষয়ের বঙ্গানুবাদ প্রকটিত রহিয়াছে। এই 'বল্লালচরিত্র' গ্রন্থখানি 'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় উল্লিখিত চারি প্রকার বল্লালচরিতের মধ্যে কোন একখানি, বা

সে সকল হইতে ভিন্ন আর একখানি, তাহা গবেষণাপ্রিয় পাঠকগণেরই বিবেচ্য। যাহা হউক, সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে এতাবদ্ যতগুলি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, এইখানি সে সকলের প্রথম, এবং ঐতিহাসিক সম্বন্ধে ইহার পাঠও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এক্ষণে এই পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এইজন্য এই পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত হইয়া সুবর্ণবণিকের দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত হইল।

২য। এই সময়ে কলিকাতায় যোড়াসাঁকো নিবাসী ৺ শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে সুবর্ণবণিক্‌গণের জাতীয় সংস্কার জন্য মধ্যে মধ্যে যে সভা হইত, সেই সভায় এক সময় বিদ্বদ্বর শ্রীনিত্যানন্দ বংশাবতংস শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামিপাদ কর্ত্তৃক পঠিত একটি সারগর্ভ বক্তৃতা।—ইহাতে সুবর্ণবণিকের প্রতি বল্লাল-নিগ্রহ এবং তাহার গূঢ় কারণ অতি সুচারুরূপে বর্ণিত আছে, নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সুবর্ণ-বণিকের বৈশ্যত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এবং জাতীয় সংস্কার সাধন জন্য বণিক্‌গণকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাক্য দ্বারা উত্তেজিত করা হইয়াছে। বঙ্গদেশের ইদানীন্তন রাজকীয় পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী রায় বাহাদুর মহাশয় এই 'সুবর্ণবণিক্' গ্রন্থের সমা-লোচনায় এক স্থানে বলিয়াছেন, যে "বল্লালচরিতাদি

পাঠ করিলে আপনাদের জাতির বৈশ্যত্বে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু বল্লালের বিসদৃশ ব্যবহারের যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা জাতিগত বিদ্বেষের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না।" শাস্ত্রি মহাশয়ের এই শেষোক্ত সন্দেহের মীমাংসা গোস্বামি প্রভুর বক্তৃতায় উক্ত বল্লাল-নিগ্রহের গূঢ় কারণ উদ্‌ঘাটনে সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এত সকল কারণ জন্য গোস্বামি প্রভুর সেই সারবতী বক্তৃতাটিও এই দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত হইল।

৩য়। সন ১২৭৬ শালে, যখন 'এডুকেশন গেজেট' 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'সোমপ্রকাশ' নামক পত্রে পরলোক-গত পণ্ডিতবর ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও নিমাইচাঁদ শীল মহাশয়দ্বয়ের সুবর্ণবণিক্ বিষয়ে নানাপ্রকার তর্কাবতর্ক চলিয়াছিল, তখন কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "সুবর্ণবণিক্" পুস্তক।--এই পুস্তক খানেতেও পূর্ব্ব পুস্তকের সকল বিষয়ই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, বিশেষের মধ্যে বণিক্‌গণের বাণিজ্য জন্য সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে 'কহ্লন রাজতরঙ্গিণী' হইতে দুই একটি উপাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র। এইজন্য অনাবশ্যক বোধে এ পুস্তক খানি আর ইহাতে সমগ্র উদ্ধৃত করা হইল না।

৪র্থ। সন ১২৯০ শালে সত্যান্বেষী কায়স্থকুল ধুরন্ধর শ্রীযুক্ত রাধিকাকিশোর বসু বর্ম্মণ রায় চৌধুরী মহাশয় কবি-

ভূষণোপাধিক শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ কবিরাজ মহাশয়ের সহিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও সুবর্ণবণিক্ জাতি সম্বন্ধে বিবিধ সংবাদ-পত্রে যে সকল সুযুক্তি পূর্ণ তর্কবিতর্ক করেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত সুবর্ণবণিক্ জাতি বিষয়ক প্রবন্ধ।—ইহাতে অনেক তথ্য বিদ্যমান আছে, এবং উহা একজন কায়স্থ জাতীয় পক্ষপাত বিহীন ব্যক্তির লেখনীপ্রসূত বলিয়া আরও হৃদয়-গ্রাহী ও স্পৃহণীয় পাঠ্যবস্তু হইয়াছে এজন্য ইহাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

৫ম। ১২৯১ শালে পরলোকগত নিমাইচাঁদ শীল মহা-শয়ের সুবিস্তৃত 'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে, অনেক গুলি ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদক-গণ সুবর্ণবণিক্ জাতি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করেন। প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় বোধে সেগুলিও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

৬ঠ। সন ১৩০১ শালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের 'জন্মভূমি' পুস্তকে শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত মহাশয় সঙ্কলিত "শ্রীমদ্দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুর" শিরস্ক প্রবন্ধ।—ইহাতে সুবর্ণ-বণিক্ জাতির জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় আছে।

৭ম। সন ১৩০৯ শালের চৈত্র মাসের "বঙ্গবাসী" হইতে উদ্ধৃত "সপ্তগ্রাম" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ, এবং সন ১৩০৮ শালের ভাদ্র মাসের "ভারতী" পুস্তকে শ্রীযুক্ত সত্য-

প্রকাশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রচিত "বাঙ্গালীর শ্রেণীবিভাগ" নামক প্রবন্ধে বিবৃত "সুবর্ণবণিকের ব্রাহ্মণ"।

৮ম। কৃতবিদ্য ও গবেষণাপ্রিয় কায়স্থ-কুলতিলক শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মজুমদার মহাশয় রচিত "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" নামক একখানি সারবান্ ও উপাদেয় পুস্তকের কিয়দংশ।—এই কয়েকটি বিষয়ও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।

৯ম। পূর্ব্বোক্ত কতিপয় অধ্যাপক মহাশয়ের সমালোচনা ও পত্র।—তন্মধ্যে দুই একখানি বিরুদ্ধবাদ পত্র ও তদুত্তর প্রথমে সন্নিবেশিত হইল। কারণ মধুর রস আস্বাদনের পূর্ব্বে তিক্ত ও কষায় রস সেবনই বিহিত।

১০ম। ইং ১৯০১ সালের রাজকীয় সেন্সস্ রিপোর্ট্ ও তাহার সমালোচনা।

এই সকল বস্তুর সন্নিবেশনে "সুবর্ণবণিক্" পুস্তকের এই দ্বিতীয় খণ্ড সঙ্কলিত হইল। এতদ্দ্বারা বণিক্ সমাজের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলেও সমুদয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ২৩শ পৃষ্ঠায় বৈশ্য জাপ্য গায়ত্রীটি অনুবাদ সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং মূলপুস্তকের আদেশ ও শাস্ত্রীয় সাধারণ বিধি অনুসারে তথায় এই গায়ত্রী মন্ত্রটির আদি ও অন্তে প্রণব (বা ওঁ বীজ)

সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরন্তু "মহানির্ব্বাণ" তন্ত্রের অষ্টম উল্লাসের ৮৭ সংখ্যক শ্লোকে দেখা গেল যে, বৈশ্যগায়ত্রীর আদিতে বাগ্‌ভব (বা ঐং) বীজই এই কলিকালে প্রশস্ত; যথা—

"তারাদ্যা কমলাদ্যা চ বাগ্‌ভবাদ্যা যথাক্রমাৎ।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সাবিত্রী কথিতা কলৌ॥"

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণজাপ্য ক্ষত্রিয়জাপ্য ও বৈশ্যজাপ্য গায়ত্রী-মন্ত্রত্রয়ের আদিতে যথাক্রমে "ওঁ" "শ্রীং" ও "ঐং" বীজ উচ্চারণ করিতে হয়। সুতরাং বৈশ্যগণের জাপ্য গায়ত্রীর আদিতে বাগ্‌ভব বীজটি প্রণবের পরিবর্ত্তে বা তাহার পরে উচ্চার্য্য, তাহা তাঁহাদিগের স্ব স্ব গুরূপদেশ সাপেক্ষ।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩১০
৯০ চুণাগলি, ফিয়ার লেন
কলিকাতা।

সঙ্কলয়িতা।

শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র দত্ত বিরচিত

সুবর্ণবণিক্ বিষয়ক

পুস্তক।

শকাব্দা ১৭৮০

সন ১২৬৫

ওঁ তৎ সৎ।

গণেশ শেষ ব্রহ্মেশ দিনেশ-প্রমুখাঃ সুরাঃ।
কুমারাদ্যাশ্চ মুনয়ঃ সিদ্ধাশ্চ কপিলাদয়ঃ।
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা পরা।
ভক্ত্যা নমন্তি যং শশ্বৎ তং নমামি পরাৎপরম॥

গণেশ অনন্ত ব্রহ্মা মহেশ্বর সূর্য্য ইত্যাদি দেবতারা ও কুমারাদি মুনিসকল ও কপিল প্রভৃতি সিদ্ধলোকসকল, লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা এবং ভক্ত সকল যাঁহাকে নিরন্তর নমস্কার করেন, সেই পরাৎপর অর্থাৎ পরমেশ্বরকে নমস্কার করি।

—০—

এতৎ বঙ্গদেশস্থ সমূহ মহামান্য সুবর্ণবণিক্‌দিগের প্রতি পশ্চাৎ লিখিত উক্ত কুলোদ্ভব জনগণের সবিনয় নিবেদন।

শ্রীমধুসূদন পাইন	শ্রীকাশীনাথ ধর
শ্রীরাধাবল্লভ ধর	শ্রীরাজনারায়ণ রায়
শ্রীকিশোরলাল দত্ত	শ্রীদীনবন্ধু দে
শ্রীক্ষেত্রমোহন মল্লিক	শ্রীগোকুলচন্দ্র দে
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত	শ্রীনীলমণি দত্ত
শ্রীদ্বারীকানাথ দত্ত	শ্রীমাণমোহন মল্লিক
শ্রীব্রজমোহন পাইন	শ্রীগৌরগোপাল দত্ত
শ্রীকৃষ্ণদাস দত্ত	শ্রীদ্বারিকানাথ দত্ত
শ্রীকেশবলাল চন্দ্র	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত	শ্রীচণ্ডীচরণ ধর
শ্রীকেশবলাল মল্লিক	শ্রীবৈকুণ্ঠচরণ পাল
শ্রীনীলমণি মল্লিক	শ্রীবদনচন্দ্র দত্ত
শ্রীকালিদাস ধর	শ্রীজয়নারায়ণ মল্লিক
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নন্দী	শ্রীমুলুকচাঁদ দত্ত
শ্রীশিবচরণ দত্ত	শ্রীনীলমণি রায়
শ্রীভবানীচরণ দে	শ্রীহরচন্দ্র দত্ত
শ্রীসাতকড়ি দত্ত	

এই ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্ত স্থানে বর্ণি অর্থাৎ হিন্দু জাতিদিগের বাস, এই স্থানে বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম প্রচলিত; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণ। (ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিববর্ত্তযৎ। মনুঃ)। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, চার আশ্রম; ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ এই চারি বেদ; (ঋগ্বেদং যজুর্ব্বেদং সামবেদ মথর্ব্বানঞ্চতুর্থং। ছান্দগোপনিষৎ)। আর্য্যাবর্ত্তবাসিদিগের মধ্যে অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত বহু সংখ্যক লোক স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছেন। বৌদ্ধধর্ম্মমতাবলম্বি ব্যক্তিগণ ভিন্ন, হিন্দুমাত্রের শাস্ত্রসকল এক, ভিন্ন ভিন্ন নহে, কেবল বাসস্থান ভেদে সংজ্ঞার প্রভেদমাত্র হইয়াছে। বঙ্গদেশে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারাই বাঙ্গালি, উৎকল দেশে যাঁহারা বসতি করিয়াছেন তাঁহারাই উড়িয়া, মৈথিল দেশে যাঁহাদিগের বাস, তাঁহাদিগকে মৈথিলি কহে, তৈলঙ্গে বাস প্রযুক্ত তৈলঙ্গী, দ্রাবিড় দেশে বাস হেতু দ্রাবিড়ী, কর্ণাট দেশে বসতি হেতু কর্ণাটিক কহা যায়; আর কাশ্মীর দেশে যাঁহারা বসতি করেন, তাঁহাদিগকে কাশ্মীরী কহা যায়। উক্ত স্থানে বসতি ভেদে নামের ভেদ হইয়াছে, বাস্তবিক শ্রুতি স্মৃত্যাদি শাস্ত্র মান্যকারি হিন্দুমাত্রেরই এক মত। মহাভারতে লিখিয়াছেন, প্রথমতঃ সকল মনুষ্য একবর্ণ ছিলেন, পরে স্ব স্ব গুণ কর্ম্মানুসারে বিশেষ বিশেষ বর্ণে

বিভক্ত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মণময় জগতে বর্ণের কোন বিশেষ নাই, ব্রহ্মদ্বারা পূর্ব্বসৃষ্ট মনুষ্য সকল কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্ম মিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম॥"

কামভোগে প্রিয়, উগ্রস্বভাব, ক্রোধী, সাহসী, রজোগুণ বিশিষ্ট দ্বিজসকল স্বধর্ম্মত্যক্ত প্রযুক্ত ক্ষত্রিয় হইলেন।

"কাম-ভোগ-প্রিয়া স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্ত-স্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥"

রজোগুণ ও তমোগুণে মিশ্রিত প্রযুক্ত যে সকল দ্বিজ পাভী এবং কৃষি হইতে উপজীবিকা সংস্থান করিলেন, স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেন না, তাহারাই বৈশ্য হইলেন।

'গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি * তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ।'

হিংসা মিথ্যা কুক্রিয়াসক্ত লুব্ধ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী অশুদ্ধচিত্ত যে সকল তমোগুণবিশিষ্ট দ্বিজ, তাহারা শূদ্র হইলেন।

* স্বধর্ম্মং নাধিতিষ্ঠন্তি—ইতি বা

"হিংসাহনৃতক্রিয়া * লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ-পরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥"

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, সারল্য, তপস্যা এবং করুণা যাঁহাতে দৃষ্ট হয়, হে নাগেন্দ্র! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

"সত্যং দানং ক্ষমা শীল মানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়ে রত, শুচি এবং কাম ক্রোধ বশে রাখিয়াছেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

"জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়-নিরতঃ শুচিঃ।
কাম-ক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

যে ধর্ম্মজ্ঞ এবং প্রশস্তচিত্ত ব্যক্তি সকল লোককে আত্মতুল্য দেখেন, এবং যিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়েন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

"যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চরত স্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

ভগবান্ মনু ১০ম অধ্যায়ে কহিয়াছেন, শূদ্র ব্রাহ্মণপদ

---

* ক্রিয়া—ইতি বা।

বিভক্ত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মণময় জগতে বর্ণের কোন বিশেষ নাই, ব্রহ্মদ্বারা পূর্ব্বসৃষ্ট মনুষ্য সকল কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম॥"

কামভোগে প্রিয়, উগ্রস্বভাব, ক্রোধী, সাহসী, রজোগুণবিশিষ্ট দ্বিজসকল স্বধর্ম্মত্যক্ত প্রযুক্ত ক্ষত্রিয় হইলেন।

"কাম-ভোগ-প্রিয়া স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্ত-স্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥"

রজোগুণ ও তমোগুণে মিশ্রিত প্রযুক্ত যে সকল দ্বিজ গাভী এবং কৃষি হইতে উপজীবিকা সংস্থান করিলেন, স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেন না, তাঁহারাই বৈশ্য হইলেন।

"গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি * তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ।

হিংসা মিথ্যা কুক্রিয়াসক্ত লুব্ধ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী অশুদ্ধাচার যে সকল তমোগুণবিশিষ্ট দ্বিজ, তাহারা শূদ্র হইলেন।

* স্বধর্ম্মং নাধিতিষ্ঠন্তি—ইতি বা।

"হিংসাহনৃতক্রিয়া * লুব্ধঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥"

সত্য, দান ক্ষমা, শীল, সারল্য, তপস্যা এবং করুণা যাঁহাতে দৃষ্ট হয়, হে নাগেন্দ্র! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

"সত্যং দানং ক্ষম শীলা মানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়ে রত, শুচি এবং কাম ক্রোধ বশে রাখিয়াছেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

"জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়-নিরতঃ শুচিঃ।
কাম-ক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

যে ধর্ম্মজ্ঞ এবং প্রশস্তচিত্ত ব্যক্তি সকল লোককে আত্মতুল্য দেখেন এবং নিজে ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়েন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

"যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চরত স্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

ভগবান্ মনু ১০ম অধ্যায়ে কহিয়াছেন, শূদ্র ব্রাহ্মণপদ

* ক্রিয়া—ইতি বা।

প্রাপ্ত হয়েন, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রপদ প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসন্তানের বিষয়েও এই প্রকার জানিবে।

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণ শ্চেতি শূদ্রতাম।
ক্ষত্রিযাজ্জাত মেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥"

এবং মহাভারতে হরিবংশে ২৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে, বৎস হইতে বৎসভূমি, আর ভার্গব হইতে ভার্গভূমি জন্মে; ভার্গব বংশোদ্ভব অঙ্গিরসের পুত্রসকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, চারি বর্ণেতে বিভক্ত হয়েন।

"বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশে হথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ।"

এবং ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র চিত্রয়ু রাজা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র মৈত্রায়ণ এবং সোম, তদ্বংশে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণসকল উৎপন্ন হয়েন।

"দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষি শ্চিত্রয়ু র্নৃপঃ।
মৈত্রায়ণ স্ততঃ সোমো মৈত্রেয়া স্তু ততঃ স্মৃতাঃ॥"

লোক বৃদ্ধির নিমিত্ত মুখ বাহু উরু পদ এই চারি অঙ্গ হইতে ব্রহ্মা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ উৎপন্ন করিয়াছেন। যথা—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখ-বাহূরু-পাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য। তাহা বণিক্‌জাতি। এক পিতার তিন পুত্র; প্রথম পুত্র স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয়কারি স্বর্ণবণিক্, দ্বিতীয় মণিমুক্তাপ্রবালাদি ক্রয়-বিক্রয়কারি মণিবণিক্, এক্ষণে যাহারা আগরওয়ালা বণিক্ নামে উত্তরপশ্চিম রাজ্যে বিখ্যাত, তৃতীয় কর্পূরাদি গন্ধ-দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়কারি গন্ধবণিক্। যাঁহার যে ব্যবসায় হইল, কালক্রমে তাহার সেই নামে সংজ্ঞা হয়। এবং উত্তরপশ্চিম রাজ্যে সংজ্ঞান্তর আছে, (যথা, আগরওয়ালা, আগরহরি, মাহেশ্বরি, উমর, ডেবউমর, খান্দওয়াল, ওসওয়াল, হত্যাদি বাণিয়া অর্থাৎ বণিক্)।

ভগবান্ রামচন্দ্র নির্ম্মিত দুর্গ, অর্থাৎ গড়, যাহাকে লোকে রামগড় কহে, (জয়পুর হইতে প্রায় চত্বারিংশৎ অর্থাৎ চল্লিশ ক্রোশ পশ্চিম লছমনগড়, অর্থাৎ লক্ষ্মণ-গড়। এবং জয়পুর হইতে প্রায় পঞ্চাশৎ অর্থাৎ পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরপশ্চিম রামগড়)। এই পুণ্যভূমি নিবাসি বৈশ্যকুলজাত কুশলচন্দ্র নামক কুবেরের তুল্য ধনবান্, পুত্রার্থে পুত্রেষ্টি যাগ করিয়া ক্রমশঃ রত্নতুল্য তিন পুত্র প্রাপ্ত হয়েন। পরে নিজ কুমারগণের নামকরণ করিলেন, প্রথম পুত্রের নাম সনক রাখিলেন, দ্বিতীয় পুত্রের নাম সনাতন রাখিলেন, সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম সনৎকুমার রাখিলেন। ইহারা বিদ্যাভ্যাস করিয়া সর্ব্ব-

বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া, পশ্চাৎ নিজজাতির বৈশ্যবৃত্তি যে বাণিজ্য তাহাই করিতে লাগিলেন। সনক কনকব্যবসায়ী, সনাতন মণিব্যবসায়ী, সনৎকুমার গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী হইলেন ইহার এক প্রাচীন শ্লোক আছে, তাহা ধারাবাহিক প্রযুক্ত অনেকে জ্ঞাত আছেন, তথাপি তাহা নিম্নে লেখা গেল।

"জাতা স্তুরা যে কুশলস্য পুত্রা
বাণিজ্যকারী সনকস্তু হেম্নঃ।
আসন্মণেস্তেষু সনাতনো বৈ
গন্ধাদি-রসো সনৎকুমারঃ।"

এক্ষণে বঙ্গদেশে বৈশ্যজাতির যে প্রকারে সুবর্ণবণিক্ উপাধি হয় তাহা লিখিলেছি। সুবর্ণবণিক্গণ যে আপন জাতিকে কনকক্ষত্রিয় কহেন, এই কথা বহুকালাবধি প্রচার আছে, তাহা সুবর্ণবণিক্ মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। কনকক্ষেত্রি শব্দ ক্ষত্রিয় জাত নহে, কিন্তু বৈশ্য জাতি হয়েন, "কনকো যস্য ক্ষেত্রো হভূৎ স এব কনকক্ষত্রিয়ঃ।" অর্থাৎ, কনক যাঁহাদিগের ক্ষেত্র কিনা ক্ষেত হইয়াছে, তাঁহারাই কনকক্ষত্রিয়, কনক যে স্বর্ণ, তাহার ব্যবসায়ী যাহারা, তাঁহারাই কনকক্ষত্রিয়। ইহার সংস্কৃত লিখিত অর্থ যথা—"পূর্ব্বস্মিন্ কালে এতেষাং সুবর্ণবণিজা আদিপুরুষো বরেণ্যঃ সর্ব্বগুণাকরঃ সনকনামা

কনকক্ষেত্রী এক আসাৎ। কনকস্থ ক্ষেত্রং বিদ্যতে যস্থ, স তথা। যথা কৃষকস্থ ক্ষেত্রকর্ষণাদিনা ক্ষেত্রী সংজ্ঞা, তথা হিরণ্যাদ্যপ-ক্ষেত্র-ব্যবহারেণ কনকক্ষেত্রীতি সংজ্ঞা"।

"সনক নাম্না কনকক্ষেত্রী, তস্থ ভার্য্য রত্নাটিকেতি"

এবং আর এক শ্লোকে লিখিত আছে, যথা

"যা পদ্মগন্ধাঙ্গ-সুবর্ণবর্ণা।
রত্নাটিকাস্তে সনকশ্চ বস্তে।
জায়াপতী বৈশ্যকুলে হি জাতৌ
শ্রীমাধবৌ বৃষকুলে বভূবাতাং

সুবর্ণের কয়েক নাম, সোনা, স্বর্ণ, হেম, হিরণ্য, কাঞ্চন, কনক ইত্যাদি। সুবর্ণবণিক্ যে বৈশ্য, তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন, এবং কেহ কেহ জ্ঞাত না থাকা প্রযুক্ত পূর্ব্বপ্রমাণ আর কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। কুশলচন্দ্র নামক বৈশ্যের তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্র সনক, ইনি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পরমধার্ম্মিক এবং সুবুদ্ধি ছিলেন। (সুবুদ্ধি-বিত্তের অর্থ, নিজজাতীয় বৈশ্যবৃত্তি উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন, মণি মুক্তা প্রবাল বস্ত্রাদি এবং কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, আর লবণ এবং উত্তম মধ্যমাধম সকল দ্রব্যের দেশ কালানুসারে ন্যূনোৎকর্ষ এবং বীজসকলের রোপণজ্ঞ অর্থাৎ এই বীজ এইকালে রোপণ করিলে এইরূপ কাণ্ডাদি হয়,

এ সমস্তই তিনি জানিতেন)। সনকের নিজ পিতৃব্য গণপৎ অর্থাৎ গণপতি আচা এবং অন্যান্য জ্ঞাতিরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত হইবাতে, (বৌদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত সম্প্রদায়ের নাম জৈন, এই সম্প্রদায় অতি বৃহৎ এবং উহাদিগের গ্রন্থও বিস্তর। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য যৎকিঞ্চিৎ এস্থলে লেখা গেল। হিন্দুদিগের সহিত জৈনদিগের বিভিন্নতা এই, যে ইহারা বেদকে শাস্ত্র স্বীকার করে না, সুতরাং বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপেরও অনুষ্ঠান করে না। অহিংসাকে প্রধান ধর্ম্ম বলে, বেদোক্ত যজ্ঞ বিশেষে পশুহিংসার বিধি আছে, এবং বহু কীট পতঙ্গ হোমাগ্নিতে পতিত হইয়া দগ্ধ হয়, এ নিমিত্ত বৌদ্ধেরা বেদের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত বেদের যে যে অংশে ঐক্য আছে, তাহা গ্রাহ্য করে, এবং তদন্তর্গত বচন সমুদায় প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত করে। ইহারা জগতের সৃজন পালন সংহারকারণ কোন স্বতন্ত্র নিত্য পদার্থ স্বীকার করে না। এই জগৎকেই অনাদি নিত্য বস্তু কহে, এবং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণকে উৎকৃষ্ট জীব বলিয়া অঙ্গীকার করে। কিন্তু ইহাদিগের মতে মনুষ্য তপঃকাষ্ঠা ও ইন্দ্রিয়সংযমাদি দ্বারা দেবতাদিগের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই উপাস্য ও শ্রদ্ধাস্পদ। তাঁহাদিগের নাম তীর্থঙ্কর ও জিন। প্রতিযুগে চব্বিশ জন করিয়া তীর্থঙ্কর জন্মিয়া থাকে। হিন্দুস্থানের জৈনেরা বর্ত্তমান

যুগের এয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও মহাবীরকে মান্য করেন।) সনক আঢ্য অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ও জ্ঞানচন্দ্র মিশ্র নামক সারস্বত ব্রাহ্মণ, যিনি সনকের যজ্ঞসূত্রদাতা গুরু এবং কুলপুরোহিত, তাঁহার সঙ্গে, এবং অনেক গৌড় ব্রাহ্মণের সঙ্গে, এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব ও সুহৃদগণ। আর সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা বরাটিকা নাম্নী নিজ প্রিয়তমা ভার্য্যা, এই সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন, যে আর এস্থানে বাস করা উপযুক্ত নহে। পরে তীর্থযাত্রা উপলক্ষ করিয়া উপরোক্ত ব্রাহ্মণগণ প্রভৃতি সকলকে এবং বহু সংখ্যক অস্ত্রধারি সৈন্যাদি সমভিব্যাহারে লইয়া কিয়ৎ বৎসর অযোধ্যাতে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে বহু তীর্থ ভ্রমণান্তর কামাখ্যা তীর্থ দর্শন করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূরকে বহুবিধ মণিমুক্তাদি বহুমূল্য সামগ্রী উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইয়া নিজ বৃত্তান্ত সুগোচর করত বঙ্গদেশে বাস করণের প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে রাজা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অতি সমাদরে কহিলেন, এই বিস্তারিত বঙ্গদেশের মধ্যে যেস্থানে তোমার বাস করিতে ইচ্ছা, তথায় নির্ভয়ে পরম সুখে বাস করহ। পরে সনক আঢ্য লোহিত অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের তীর সুরম্য ও পুণ্য তীর্থ এবং

পূৰ্ব্বকালাবধি বাণিজ্যের স্থল জানিয়া স্বর্ণগ্রাম নামক স্থানে এক অত্যুত্তম পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিলেন। একে পূৰ্ব্বকালাবধি ঐ স্থান বাণিজ্যের স্থান ছিল, তাহাতে সাধাব সনক আঢ্যের স্বর্ণ রজত ব্যবসায় করণে বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে চীন ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অন্যান্য অতি দূরস্থিত বাণিজ্যকারী বণিকেরা বাণিজ্যার্থে তথায় গমনাগমন করাতে পূর্ব্বাপেক্ষ সমধিক বাণিজ্যের স্থল হয়। ইতি তদ্দর্শনে মহা রাজ আদিশূর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সনক নামক বণিকের মর্য্যাদা সূচক স্বর্ণবণিক উপাধি প্রদানপূর্ব্বক সম্বোধন করিলেন, এবং নিজকৃত এক সংস্কৃত শ্লোক তাম্র পত্রিকায় খোদিত করিয়া সনক নামক বণিককে অর্পণ করিলেন শ্লোক যথা

"স্বর্ণবাণিজ্যকারিত্ব দর্শিস্থিত-বিশাং ময়া।
সুবর্ণবণিগাখ্যা দত্তা সম্মান বৃদ্ধয়ে"

অস্যার্থঃ—অদ্যাবধি এইস্থানবাসি বৈশ্যগণের স্বর্ণ বাণিজ্যকারিত্ব প্রযুক্ত সম্মানার্থে স্বর্ণবণিক্ সংজ্ঞা প্রদান করিলাম।

অতএব সনকাঢ্যের স্বর্ণাদি ক্রয় বিক্রয় জন্যই আদিশূর রাজা কর্ত্তৃক স্বর্ণবণিক উপাধি অর্থাৎ সংজ্ঞা হয়। সনকাঢ্যের সংশ বামশে আদিশূর রাজা কান্য-

কুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া এই বঙ্গ রাজ্যে বেদাধ্যয়নের চতুষ্পাঠিকা সংস্থাপন করিলেন, এবং সনককে নিজপুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া সমস্ত বিষয় সনকের সহিত পরামর্শ করিয়া করিতেন।

সুবর্ণবণিকগণ যে বৈশ্যজাতি, তাহা মন্বাদি শাস্ত্র সকলের দ্বারা প্রতিপন্ন আছে। তবে যে কোন কোন শাস্ত্রমতে বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন, তাহা মন্বাদি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, দ্বেষপযুক্ত বিপক্ষগণে জাতিমালা রচনা করিয়া শাস্ত্রান্তর্গত করাইয়াছেন। ইহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, যে কোন সঙ্কীর্ণবর্ণ হউক তাহার উৎপত্তি যে প্রকার হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রকর্ত্তারা লিখিয়াছেন, যথা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় কন্যাতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত নামক সংকীর্ণবর্ণ হইয়াছে, আর ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ জাতির জন্ম হইয়াছে, বৈশ্য দ্বারা শূদ্র স্ত্রীর গর্ভে করণ অর্থাৎ কায়স্থ জাতির জন্ম হইয়াছে, ইহা মন্বাদি প্রাচীন শাস্ত্র কর্ত্তারা লিখিয়াছেন।

কিন্তু যদি কোন সংহিতা কিম্বা পুরাণে এমত লিখিত থাকে যে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এবং বৈশ্যকন্যাগর্ভে মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির জন্ম, এবং ক্ষত্রিয় ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে অম্বষ্ঠ জাতির জন্ম এবং শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে করণ জাতির জন্ম, তবে অবশ্যই সুবিচার দ্বারা ইহা জানা যাইবে,

যে এক জাতির জন্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কোন মতে হইতে পারে না অবশ্যই বিপক্ষদিগের দ্বারা একরূপ ঘটনা হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যকন্যার দ্বারা স্বর্ণবণিকের জন্ম কহিয়াছেন, এবং অন্যত্র তদ্বিপরীত। অতএব এক শাস্ত্রমতে যে জাতিরে উত্তম কহিয়াছেন, আরবার অন্য শাস্ত্রমতে সেই জাতিকে অধম করিয়া লিখিয়াছেন, ইহাতে একব্যক্তি উত্তম ও অধম দুই প্রকার জাতি হইবে এমত নহে। ইহাতে যদি এক শাস্ত্র মান্য, অন্য শাস্ত্র মান্য নহে এমত যে ব্যক্তি কহিবেক, তাহার বাক্য পণ্ডিতগণ মান্য করিবেন না, কারণ, যেসকল শাস্ত্র ঋষি প্রণীত বলিয়া খ্যাত, তাহা না মানিলে গোলযোগ উপস্থিত হয়। অতএব ইহার সর্ব্বসিদ্ধান্ত মীমাংসা এই যে সকল শাস্ত্রই মান্য কিন্তু তদন্তর্গত জাতিমালা মাত্র কল্পিত। এবং মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে ও তৎপরে যে কয়েকখানি পুরাণ রচনা হইয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যেমন সূর্য্য উদয়কালে অন্ধকার থাকে না, যেমন অগ্নিতে দাহ্য বস্তু প্রদানে সে বস্তু সে প্রকার থাকে না, যেমন ভগ্ন কলসে জল থাকে না, তদ্রূপ নিরপেক্ষ বিচারে প্রতারণা থাকে না। পক্ষপাত রহিত শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তা জগতের সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা

পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রের সময় যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তদনুসারে জানা যাইতেছে, যে কয়েকখানি পুরাণ যে সময়ে রচনা হইয়াছে তাহা বিচারের সময় লিখা যাইবে।

ভগবান মনু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারেরা অনেক জাতির অনুবৃত্তান্ত করিয়াছেন, কিন্তু স্বর্ণবণিক্ যে বৈশ্য ভিন্ন পৃথক্ এক জাতি, এমত লিখেন নাই, কারণ তৎকালে বৈশ্যদিগের সুবর্ণবণিক্ বলিয়া পৃথক্ সংজ্ঞা ছিল না। অধিক প্রমাণ কি করা যাইবে, অমরসিংহ কৃতাভিধানে ব্রহ্মবর্গ, ক্ষত্রিয়বর্গ, বৈশ্যবর্গ, শূদ্রবর্গ, এই চতুর্বর্গের মধ্যে তৃতীয় বৈশ্যবর্গে সামান্যতঃ বণিক্ জাতির এই কয় নাম লিখিত হইয়াছে, যথা —

"বৈদেহকঃ সার্থবাহো নৈগমো বাণিজো বণিক্।
পণ্যাজীবো হ্যাপণিকঃ ক্রয়বিক্রয়িকশ্চ সঃ॥"

সুবর্ণবণিক্ যে বৈশ্য ভিন্ন এক পৃথক জাতি ইহা উল্লেখ করেন নাই। অমরকোষ গ্রন্থকর্ত্তার সময়ে স্বর্ণবণিক্ সংজ্ঞায় কোন জাতি ছিল না, বৈশ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বর্ণের বাণিজ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বর্ণবণিক্ উপাধি যুক্ত হইয়াছেন। মন্বাদি শাস্ত্র বিরুদ্ধ যে শাস্ত্র, তাহা অগ্রাহ্য ইহা বৃহস্পতি স্বয়ং মুক্ত কণ্ঠে কহিয়াছেন; যথা

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থ- বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে॥"

অস্যার্থঃ—মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব তিনিই প্রধান, মনুর বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নহে।

এবং স্বয়ং বেদে কহিয়াছেন যথা—

"যৎ কিঞ্চিন্মনু ববদৎ তদ্বৈ ভেষজম"

অস্যার্থঃ—যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন, তাহাই পথ্য

বৈশ্যজাতির সম্বন্ধে ব্রহ্মা পশ্বাদির পালন এবং দান, ইজ্যা অর্থাৎ যজ্ঞ, অধ্যয়ন, আর মণি মুক্তা প্রবাল স্বর্ণ রজতাদি এবং গন্ধাদি নানাবিধ বস্তুর বাণিজ্য এবং কৃষি এই কয় বৈশ্যের মুখ্য কর্ম্ম কহিয়াছেন, যথা

"পশূনাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়ন মেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষি মেব চ"

ইতি মনুঃ

"গোরক্ষাং কৃষিবাণিজ্যাং কুর্য্যাদ্বৈশ্যো যথাবিধি।"

ইতি হারীতঃ।

"কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।"

ইতি ভগবদ্গীতা।

সুবর্ণবণিক্ যে বৈশ্যজাতি, এই বিষয়ে যে সংস্কৃত লিখিত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদনুযায়ি তাহা এস্থানে লিখিতেছি, যথা—পূর্ব্বোক্ত সনকনামক বৈশ্যবংশোদ্ভব বল্লভানন্দ তাঁহার পিতৃদত্ত চতুর্দ্দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা

প্রাপ্ত হইযাছিলেন। মহারাজ বল্লালসেন প্রভৃতির ইনি উত্তমর্ণ অর্থাৎ মহাজন ছিলেন, এবং ইঁহাকে বাজা মান্ত করিতেন, আর রাজার সহিত ইঁহার মৈত্রতা ছিল। পরে দৈব ঘটনা কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, যাহা ঘটিবার হয় তাহা অবশ্যই ঘটে, যেমন নল রাজার এবং ভগবান্ রামচন্দ্রের এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দুঃখ হইযাছিল; তদ্রূপ এই ঘটনা জানিবে ।

"অবশ্যংভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেৎ যদি।
তদা দুঃখৈ ন লিপ্যেরন্ নল রাম-যুধিষ্ঠিরাঃ ॥"

মগপুরের যুদ্ধ সময়ে ২৫ পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রা বল্লালসেন বল্লভানন্দ আঢোর নিকট ঋণ লয়েন, তৎপরে ৫ পঞ্চ লক্ষ মুদ্রা লইবার সময়ে বল্লভানন্দ কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইবাতে রাজ বল্লভানন্দের সহিত এই নিয়ম করিযা উক্ত পঞ্চলক্ষ মুদ্রা লইলেন; নিয়ম যথা, যদি স্বল্প দিবসের মধ্যে যুদ্ধ শেষ না হয়, তবে সন্ধি কিম্বা উপাযান্তর করিব, আর তোমার নিকট ঋণ লইব না, ইহা সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম। কিন্তু যুদ্ধের শেষ না করিযা পুনঃ ৫ পঞ্চলক্ষ মুদ্রার কারণ বল্লভানন্দকে পত্র প্রেরণ করেন।

বল্লভানন্দ উক্ত পত্র প্রাপ্তে বিরক্ত হইয়া মুদ্রা প্রেরণ না করিযা রাজাকে লিখেন যে সত্যপালন করা কর্ত্তব্য, আর অম্বষ্ঠ জাতির ধর্ম্ম যুদ্ধ নহে, অম্বষ্ঠ বংশীয়েরা যে রাজা

হইয়াছেন, সে প্রালব্ধ বশাৎ। রাজ্যের কিয়দংশ বন্ধক রাখিতে চাহিয়াছিলেন, এবং বহুবিধ নীতিশাস্ত্র প্রমাণের সহিত রাজাকে পত্র দ্বারা উত্তর প্রদান করেন। বল্লভানন্দের পত্র পাইবাতে রাজা বল্লালসেন সাতিশয় ক্রোধী হয়েন। প্রথমতঃ বল্লালসেনের বণিক্‌দিগের প্রতি ক্রোধের স্বত্র এই হয়। পরে বল্লালসেনের পুত্র লক্ষণ সেন যৎকালে গোড়দেশের রাজা হইয়াছিলেন, সেই সময়ে রাজা বল্লালসেন ডোম জাতীয় এক পদ্মিনী কন্যাকে হরণ করিয়াছিলেন। এই কথা প্রকাশে রাজা বল্লাল সেনের সর্ব্বত্র অত্যন্ত অপ্রতিষ্ঠা হইল, এত সময়ে কোন কোন চাপল্যস্বভাবযুক্ত অজ্ঞান দাম্ভিক নববয়স্ক স্বর্ণ-বণিকেরা রাজা বল্লালসেনকে ব্যঙ্গকরণচ্ছলে এক নাট্য সম্প্রদায় করিয়া নাটাশালায় বংশচ্ছেদনীয় অস্ত্র কক্ষে ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিল, আমাদিগের রাজা ডোম জাতি, আইস আমরা বনে গিয়া বংশচ্ছেদন করিয়া আনিয়া রাজাকে প্রদান করিব, নূতন রাজমহিষী চুপড়ী, চেঙ্গারী, সূর্প প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিবেন কিয়দ্দিবস পরে এই নাট্য বিষয়ক কথা রাজার কর্ণ-গোচর হওবাতে মহারাজের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল।

রাজার ডোম কন্যা হরণ বিষয়ে তৎপুত্র লক্ষণসেনের সহিত পত্র দ্বারা যে উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছিল, তাহা

সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত প্রযুক্ত অনেকে জ্ঞাত আছেন। তথাপি মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা বিদিত নহেন, তাঁহাদিগের সুগোচরার্থে এস্থানেও লেখা গেল।

"এতস্মিন্ ডোমকন্যা-হরণ-বিষয়ে সুপ্রকাশিতে বল্লালসেন-সুতঃ লক্ষ্মণসেনঃ শুশ্রাবৈতৎ সর্ব্বং, ধার্ম্মিকো লক্ষ্মণসেনঃ পিতানিন্দা শ্রবণেন সকাতরং যথা পিতরং প্রতি শ্লোকৈরেকেন পত্রং লিখিত্বা প্রেরয়ামাস। শ্লোকো যথা—

'শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তু শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চাতঃ পরমস্তি তে স্তুতিপদং ত্বং জীবিনাং জীবনং
ত্বং চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ'

এতদুক্ত-শ্লোক-পাঠানন্তরং অপমানিতঃ সন্ বল্লালসেন-স্তস্যোত্তর রূপ শ্লোকান্তরং প্রেরয়াম্বভূব, যথা

'তাপো নাপগতস্তৃষা নচ কৃশা ধৌতা ন ধূলী তনো-
র্ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা।
দূরোৎক্ষিপ্ত-করেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কার কোলাহলঃ

অস্যাপ্যুত্তরং লক্ষ্মণসেনেন দত্তং, যথা—

'পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং
তথাপ্যুচ্চৈর্ব্বাচ্যং হরতি মহিমানং জনরবঃ।

ভুলোকীর্ণস্যাপি প্রকট-নিহতাশেষ তমসো
ববে স্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ ।'

অস্যাপ্যুত্তরং বল্লালসেন-কৃতং, যথা—

'সুধাংশো র্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা
বিধাতু র্দোষোহয়ং নচ গুণনিধে স্তস্য কিমপি।
স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চন-মণি র্
নবা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিংবা ন বসতি ॥' ”

রাজা বল্লালসেনের পুত্র গৌড়দেশের রাজা ধার্ম্মিক লক্ষ্মণসেন পিতার ডোমকন্যা হরণ বিষয়ে সর্ব্বত্র নিন্দা শ্রবণে কাতর হইয়া পিতাকে লিখন প্রেরণ করিলেন, যথা—

“জল। শৈত্যরূপ যে গুণ, সে তোমার সহজ, আর নির্ম্মলতা তোমার স্বাভাবিক, আর তোমার পবিত্রতা কি বলিব, কেন না, তোমার স্পর্শেতে অপর লোকেরা পবিত্র হয়, আর তোমার স্তুতির পদ কিবা এসংসারে আছে। এমত তুমি যদি নীচগামী হও, তবে তোমাকে রোধ করিতে কে সমর্থ হয়?” ইতি।

রাজা বল্লালসেন পুত্রের এই পত্র পাঠ করিয়া পুত্রকে পত্রদ্বারা উত্তর লিখেন, যথা, “তাপ অপগত হয় নাই, তৃষাও কৃশা হয় নাই, শরীরের ধূলিও ধৌত হয় নাই, এবং স্বচ্ছন্দমতে কন্দের গ্রাসও হয় নাই, ইহাতে ক্রীড়ার কথা

কার নষ্ট করিতে পারেন না, কিম্বা মনুষ্য লোকের উপরে তিনি কি বাস করিতে পারেন না ?" এইরূপে পিতাপুত্রে পরস্পর সংস্কৃত শ্লোকে উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছিল।

পরে মহারাজ বল্লালসেন ডোমকন্যা হরণ জন্য পতিত হওয়াতে উক্ত কন্যাকে স্থানান্তর করিয়া গোপনে রাখিয়া লোকসমাজে উক্ত ক্রিয়া ঘটিত নিজ কর্ম্মদোষ স্খালনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, তৎপরে এক যজ্ঞ করিলেন। এবং উক্ত যজ্ঞে লোক পরিমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি স্বর্ণধেনু গঠন করাইয়া দক্ষিণা স্বরূপে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। পরে যজ্ঞাবসানে চতুর্ব্বর্ণের আহারার্থ নিমন্ত্রণ করেন তাহাতে স্বর্ণবণিকেরা, রাজা ডোম জাতির কন্যার সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য জনসমাজে রাজাকে উক্ত দোষে পতিত করিয়া নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন। এই কারণ রাজা বল্লাল সেন মহাক্রোধে কম্পমান হইয়া ব্রাহ্মণ সমাজে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে বল্লভানন্দ প্রভৃতি স্বর্ণবণিকদিগকে যদি নীচ জাতির মধ্যে গণনা না করি, তবে গো ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রী হত্যার যে পাপ, তাহা আমার হইবে। যেমন ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র বিনাশে ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ হে ব্রাহ্মণগণ, আমার প্রতিজ্ঞা জানিবেন।

("রাজা বল্লালসেনঃ ক্রোধাবিষ্টঃ ভয়ানকং প্রত্যজানাৎ, যদি হিরণ্যবণিজো নীচজাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি,

বল্লভানন্দ প্রভৃতীনাঞ্চ কষ্টং ন দাস্যামি, তদা গো-ব্রাহ্মণ-যোষিদাঘাতেন যানি পাপানি ভবন্তি, তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। অন্ধস্য রাজ্ঞঃ শতপুত্র-বিনাশে ভীমসেনেন যাদৃশী প্রতিজ্ঞা কৃতা, স্বর্ণবণিজাং বিষয়ে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা।")

তৎপরে কয়েকজন দুষ্টের সহিত কুচক্র করিয়া যে প্রকারে স্বর্ণবণিক্‌গণকে অস্পৃশ্য এবং পতিত করেন, তদ্বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কিঞ্চিন্মাত্র লিখি। ইতিপূর্ব্বে রাজা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞের দাক্ষণা স্বরূপ যে স্বর্ণধেনু দান করেন, উক্ত স্বর্ণধেনুর মধ্যে এক ধেনুর গর্ভে অলক্ত প্রদান পূর্ব্বক সেই ধেনু সবিত্রা নামক ব্রাহ্মণ শ্রীবিন্দ পহিনী নামক (পহিনা অর্থাৎ পরিধেয় স্বর্ণাদি অলঙ্কার বিক্রেতার পদবী, তৎপরিবর্ত্তে 'পাইন' পদবী হয়) একজন স্বর্ণবণিকের বাণিজ্যগৃহে লইয়া গিয়া কহিলেন, যে এই স্বর্ণের মূল্য কত হইবে। তাহাতে উক্ত বণিক্ স্বর্ণরজত চিহ্নকারী সুলভ নামক লৌহদণ্ড দ্বারা উক্ত স্বর্ণধেনুতে আঘাত করিবামাত্র ধেনু হইতে রক্তপাতের ন্যায় অলক্ত নির্গত হইবাতে ঐ ব্রাহ্মণ কোলাহল করিয়া কহিলেক, "এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক গোহত্যা হইল, রাজা বল্লালসেন ব্রহ্মপুত্র নদের ঔরসজাত সন্তান দেবপুত্র, সাক্ষাৎ দেবতা, নররূপে মহীতলে অবতীর্ণ মাত্র। রাজদত্ত ধেনু মন্ত্র

দ্বারা জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, নতুবা স্বর্ণধেনুতে শোণিত নির্গত কিরূপে হইতে পারে"। দ্বিতীয়, ক্রূপ নামক ব্রাহ্মণ একদিবস সায়ংকালে নৃপঞ্জয় নামক পোতাদার * (পোতাদার শব্দ হইতে পোদ্দার হয়, হিন্দী ভাষায় স্বর্ণবণিককে পোতাদার অর্থাৎ উৎমর্ণ কহে) বণিকের বাণিজ্যালয়ে আসিয়া কহিলেন "এই স্বর্ণধেনুটী রাজা আমাকে দান দিয়াছেন, ইহা আমি বিক্রয় করিব। অদ্য সায়ংকাল হইয়াছে, কল্য কোন সময় আপনি ইহার যথার্থ মূল্য যাহা হয়ে তাহা দিবে" পরে যষ্ঠদিবসে রাজদূতগণ সমভিব্যাহারে অন্য একজন ক্ষুদ্রজাতি সামান্য লোক আসিয়া কহিলেক, "এই বণিকের নিকট আমি উক্ত স্বর্ণধেনু বিক্রয় করিয়া ঐ ধেনুর মূল্য তোমার হস্তস্থিত সপ্ত রজত মুদ্রা লইয়াছি"। ইহা শ্রবণ করিবামাত্র রাজদূতেরা উক্ত স্বর্ণবণিককে চোরের দ্রব্য ক্রয়কারী কহিয়া উভয়কে, অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র জাতীয় ব্যক্তিকে মিথ্যা করিয়া স্বর্ণধেনুর তস্কর সাজাইয়াছিল তাহাকে এবং সাধু স্বর্ণবণিককে এক রজ্জুতে বন্ধন পূর্ব্বক কারাগার স্থানে লইয়া বদ্ধ রাখিলেক। পরে রাজার আত্মীয় বৈদ্য-বংশীয় নৃচক্ষু নামক এক ব্যক্তি বিচারকর্ত্তা উক্ত নির্দ্দোষী স্বর্ণ-

* অথবা 'পোতদার' অর্থাৎ পোতবণিক্।

বণিক্‌কে বিচারে চৌর্য্য দ্রব্য ক্রয়কারিণী দোষে দোষী করিলেন।

তৎপরে একদিবস রাজা নিজ সভাতে সকলের নিকট এই বাক্য কহিলেন, "আমার রাজ্যে যাহাদিগের যেমন কর্ম্ম তাহাদিগকে তদনুযায়ী করিলাম; যদি উত্তমবর্ণ নীচ কর্ম্ম করে, তাহাদিগের কার্য্যানুযায়ী তাহাদিগকে পতিত ব্যবহার করা যাইবে।

"অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানাং বণিজাং যজ্ঞোপবীত ধারণং ব্যর্থং, এতেষাং ক্রিয়াভাবাৎ শূদ্রত্বং জাতং। অতোহদ্য পর্য্যন্তং ত্রয়ো বণিজঃ শূদ্রাঃ, এতেষাং শূদ্রত্বং চিরকালিকং ভবিষ্যতি। বিশেষতস্তু স্বর্ণবণিজঃ স্বর্ণচোরা গোহত্যাকারিণশ্চ, অত এতে অদ্যপ্রভৃতি পতিতাঃ, শিষ্টৈরগ্রাহ্যাঃ, এতৈঃ সহ ভোজন-বিহরণৈকাসনোপবেশন যজন পংক্তিভোজনাদিকং করিষ্যন্তি তেঽপি পতিতা ভবিষ্যন্তি। অতস্তদ্‌যাজকানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ তৎপ্রভৃতি পাতিত্যম।'

"অদ্যাবধি ক্রিয়াহীন বণিকদিগের যজ্ঞোপবীত ধারণ ব্যর্থ, ক্রিয়াহীন প্রযুক্ত বণিক্‌ত্রয় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইল। বিশেষতঃ, স্বর্ণবণিক্‌গণ গোহত্যাকারি প্রযুক্ত অদ্যাবধি পতিত, শিষ্টদিগের অগ্রাহ্য, এই জাতির সহিত অদ্যাবধি এক পংক্তিতে ভোজন এবং একাসনে উপবেশন যাহারা করিবেন, তাঁহারা পতিত হইবেন, এবং যেসকল ব্রাহ্মণগণ স্বর্ণবণিক্

দিগের পৌরোহিত্য করিবেন, তাঁহারা স্বর্ণবণিকের ন্যায় পতিত হইবেন, আর কেবল স্বর্ণবণিক্‌যাজী ব্রাহ্মণ হইবেন।”

তদবধি বল্লালসেন জাতিসকলের উচ্চনীচ এবং কৌলিন্যমর্য্যাদা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা বল্লালসেন বেদের চতুষ্পাঠিসকল একেবারে নিজরাজ্য হইতে উঠাইয়া দিলেন। তদবধি বঙ্গদেশে তন্ত্রশাস্ত্রের অত্যন্ত প্রচার হইতে লাগিল, এবং বেদাধ্যয়ন লোপ হইল। আর গোপা ছত্র পরাণ করিলেন, দাসশূদ্র, বস্ত্র ইত্যাদি গোপা, নাপিত জলপ্রকার করিলেন, অধুনা পর ইহারা মোদকের ব্যবসায়ী হইল, নাপিতেরা ক্ষৌরব্যবসায় করিবে, চাসা-কৈবর্ত্ত জালিয়া-কৈবর্ত্ত, ইত্যাদি যাহা তাহার ইচ্ছা হইল, তাহাই করিতে লাগিলেন, এবং স্বজাতীয়গণের যজ্ঞো-পবীত কাড়িয়া লইলেন। অবশেষে ব্রহ্মপুত্র নদে দৈব-যোগে ডুবিয়া মরিলেন। তাহাতে লোকেরা এত কথা কহিতে লাগিল যে তাঁহার পিতার নিকট তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক গমন করিলেন এবং কেহ কহিলেন যে তিনি আনন্দ নামক স্বর্গ কামনা করিয়া জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আনন্দগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত বল্লালচরিত্র পুস্তকে এই সকল বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

এক্ষণে যাহা উদ্দেশ্য তাহা লিখিতেছি।

হে স্বজাতীয় মহাশয়গণ। আমরা চতুর্বর্ণের মধ্যে তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যজাতি হইয়া লোকসমাজে কেন অধম বর্ণের ন্যায় হইয়া থাকিব? আমাদিগের ইহা হইতে অপমানের ও দুঃখের বিষয় আর কি আছে? অতএব সকলে ঐক্য হইয়া শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া কি আমাদের উচিত নহে? যদি শাস্ত্রসম্মত আমরাই বৈশ্যজাতি, তবে শাস্ত্রবিচার করিতে আমাদিগের কোন হানি নাই। আর পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মত ভিন্ন যে আধুনিক কল্পিত জাতিমালা, তাহা কোন রূপেই মান্য নহে।

এতদ্বিষয়ে বৈশ্যনির্ণয় নামক পুস্তক মুদ্রিত করণে, এবং যদি কোন ব্যক্তি স্বর্ণবণিকের দ্বেষী হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদিগকে যথাশাস্ত্র উত্তর প্রদান করণে যে সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইবে, আর অন্যান্য ব্যয় যে কিছু হইবে, তাহার কারণ এই স্বাক্ষর পত্রিকা প্রস্তুত হইল। * * * * * * * * *

শকাব্দা ১৭৮০	সহকারি সম্পাদক
তাং ১লা, আষাঢ়	শ্রীভৈরবচন্দ্র দত্ত।

কলিকাতা।
মির্জাপুর লেন ১০।১ ভবনে সুধার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।
সন ১২৬৫ সাল।

শ্রীনিত্যানন্দ-বংশাবতংস বিদ্বদ্বর পূজনীয় শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামিপাদকর্ত্তৃক সুবর্ণবণিক্ সভায় পঠিত বক্তৃতা।

—০—

অদ্য বিখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত সুসভ্য সুসভা স্বধর্ম্মপরায়ণ সত্যব্রত বিদ্যানুরাগী বিমলবুদ্ধিবিশিষ্ট শিষ্ট সুবর্ণবণিক্গণের আহ্বান করণের উদ্দেশ্য এই, প্রায় ছয় শত বর্ষ অতীত হইল যশঃপ্রার্থী বৈদ্যবংশোদ্ভব মহীপাল বল্লালসেন যে নিরপরাধী সহৃদয় বৈশ্যবর্ণপ্রসিদ্ধ সুবর্ণব্যবসায়ী বণিক্গণের প্রতি নরকপাতনের জন্য পাতিত্যদণ্ড প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে জাহ্নবীর পবিত্র সলিল দ্বারা শরীর ও পঙ্ক ধৌতের ন্যায় সুবর্ণবণিক্কুলজ মহোদয়গণের ঐক্যমতে যথাশাস্ত্র বিধি স্বীকার [illegible] দ্বারা সেই কিয়দ্দিন চলিত পাতিত্যদণ্ড পঙ্ককে প্রক্ষালন করিয়া সনাতনসিদ্ধ বৈশ্যজাতির আচার ব্যবহার স্বীকার পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম পালন করা অতীব উচিত হয়। এতদ্বিষয়ে সুবর্ণবণিক্ সমাজ সংস্থাপক স্বধর্ম্মতৎপর শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভাতে সুবর্ণবণিক্ জাতি যে বৈশ্যজাতি,

তদ্বিষয়ে মনু প্রভৃতি নানা ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তাদিগের প্রণীত ভূরি ভূরি প্রমাণ দর্শাইয়াছেন। তৎসভাতে যাঁহারা আগমন করিয়াছিলেন, তাহারা তৎপ্রমাণ পুঞ্জের মর্ম্মাবগত হইয়া এতদ্বিষয়ে অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সভায় যাঁহারা উপস্থিত না হইয়াছিলেন, অদ্যকার এই সভায় উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের গোচরার্থ কিঞ্চিৎ কহিতেছি। ঐক্যমতে যদি কর্ত্তব্যতা বিবেচনা করেন, তবে তৎসাধনে সকলে উদ্যোগী হউন।

বক্তব্য এই, এক্ষণে পৃথিবীর বহুভাগে তাবৎ সভ্যদেশে নানাজাতীয় মানবগুণ স্বস্বোন্নতির নিমিত্ত স্বগণ সহিত ঐকবাক্যে সংসার সাধন কার্য্যে বহুবিধ যত্ন পরিশ্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দিন দিন সিতপক্ষীয় শশধরচন্দ্রিকার ন্যায় উন্নত হইতেছেন। এবং যাঁহাদিগের স্বজাতীয় বিদ্যা বিষয়ে ও আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে প্রাচীন ও ইদানীন্তন মানব কল্পিত দোষ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা ক্রমশঃ তদ্দোষ সংশোধনে ঐক্যমতে প্রয়াস করিয়া থাকেন। কি পরিতাপের বিষয়, ভগ্নভাগ্য বঙ্গভূমির হিন্দুবৃন্দেরা কি স্বজাতীয় বিদ্যাবিষয়, কি পরমার্থ সাধন বিষয়, কি সাধারণ হিত বিষয়, যে কোন হিতকর বিষয় হউক, তাহাতে প্রযত্ন বা পরিশ্রম প্রকাশ প্রায় করেন না। বরঞ্চ, যদি কেহ কোন বিষয়ের উন্নতি সাধনে উদ্যোগ করেন, তদুদ্যমভঙ্গের নিমিত্ত বাদির ন্যায় নানা

সর্ব্বদা উপস্থিত করিয়া থাকেন। ইহাতে এতদ্দেশের ভবিষ্যৎ সুখবৃদ্ধি প্রত্যাশা কি হইতে পারে? তবে যে এতদ্দেশের অনেক স্থানে অনেকেই এক্ষণে স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্বান বুদ্ধিমান্ ধনবান সভ্য ভব্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তাহা কেবল সদ্বিবেচক রাজপুরুষদিগের প্রসাদতঃ কহিতে হইবেক। কিন্তু উভয় পক্ষে যত উচ্চ হউন, যেপর্য্যন্ত স্বদেশীয় বিদ্যাভ্যাস ও স্বধর্ম্মার্জন না করিবেন, ও স্বজাতীয় সকল কুপ্রণালীর উচ্ছেদ সম্ভব না করিবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত যথার্থ প্রশংসা ও সুখ-ভবের ভাগী হইতে পারিবেন না। বিবেচনা করুন, আমাদিগের অনেকেই দেবভাষা সংস্কৃত বিদ্যা না জানায়, যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্ম অনবগত হওয়াতে মিসনরিদিগের কল্পিত কুহকে পতিত হইয়া জাতিভ্রষ্ট ও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে। এবং অনেকেই কর্ত্তাভজাদিগের কল্পিত নীচধর্ম্মে অনুগত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের যদি যথার্থ হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা থাকিত, তবে কি সেই বিপরীত মতাবলম্বী হওনের সম্ভব? আর অপক্ষপাতী হইয়া বিচার করুন আমাদিগের ব্রাহ্মণাদি জাতিমধ্যে ধরাধিনাথ বল্লালসেনের অর্ব্বাচীনতায় যে কুপ্রণালী বদ্ধ আছে, তাহা কতদূর ক্লেশকর ও কতদূর শোকস্থান হইয়াছে। দেখুন, ব্রাহ্মণমধ্যে কেহ বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন অপ্রিয়ভাষী

অসভ্য, কেবলমাত্র ফুলে মেলের বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান ও শ্রীধর ঠাকুরের সন্তান এরূপ কল্পিত কুলের অভিমান করিয়া অনেক বিবাহ করিতেছেন। কেহ বা সদ্বংশজ বিদ্বান্ প্রিয়ংবদী সুসভ্য হইয়াও, কেবল সেনরাজকৃত বংশজ ভাবাপন্ন হওয়াতে একটীও দান গ্রহণ করিতে পারেন না। এইরূপ কায়স্থ কুলে আদিরস ঘটিত মহাদুঃখকর ব্যবহার প্রচলিত আছে। কিন্তু যদি এ সকল কল্পিত আধুনিক কুপ্রণালী পরিত্যাগ করা হয়, তবে কি এরূপ মনস্তাপ পাইবার সম্ভব? অপ্রস্তুত প্রস্তাব চর্চার প্রয়োজনাভাব। এক্ষণে যদুদ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ কহিতেছি,—হে করুণস্বভাব মহোদয় বণিকগণ! মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহা বিচার করুন। সনাতনকালসিদ্ধ প্রসিদ্ধ-বৈশ্য সুবর্ণবাণিজ্যকারী বণিক্‌গণের প্রতি সেই সেন রাজের কি পর্য্যন্ত ক্রোধমিশ্রিত কুব্যবহার প্রচার আছে, যাহা অদ্যাপি স্মরণ করিলে সাধুস্বভাব জনগণের মহা পরিতাপের উদয় হয়। ইহাতে তাৎকালিক সরলহৃদয় সুবর্ণবণিক্‌গণেরা যে কতদূর দুঃখ পারাবারে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাহা কি অন্যে বাক্যে কহিতে পারে, কি মনেই অনুমান করিতে পারে? কণ্টকবিদ্ধাঙ্গ ব্যক্তিই কণ্টকবেদনার অনুভব করিতে পারেন, সুস্থ দেহে কি তদনুভব হইবার সম্ভব আছে? অদ্যাপি এইরূপ জনশ্রুতি

জাগরূক আছে, যে যখন বল্লালসেন সুবর্ণবণিক্‌গণকে পাতিত্যদণ্ড প্রদান করিলেন, তখন তন্মধ্যে মান্যতম অনেকেই লজ্জা ভয়ে স্বগৃহে লুক্কায়িতের ন্যায় ও অনেকেই দেশপরিত্যাগপূর্ব্বক উহার জীবনকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আর কেহ বা তৎশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এবং বণিক্‌গণেরা সেই ভয়াবহ রাজদণ্ড ভাজন হইয়া এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণের সাহায্য না পাওয়ায় নীচনাচের ন্যায় বেদোক্ত স্বধর্ম্ম যাজনে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা বণিক্‌গণকে চিরকাল মান দান করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহারা ভীষণ ভূপাজ্ঞাভয়ে তাহাদিগকে অস্পৃষ্ট বলিয়া অবহেলন করিতেন। প্রতিবাসসম্বন্ধেও যাঁহারা তাৎকালিক বণিক্‌দিগকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিতেন, তখন সেনরাজের তদ্দশানুজ্ঞা প্রচার হওয়াতে অনিচ্ছাতঃ পূর্ব্বরূপ ব্যবহার প্রকাশ করিতে পারেন নাই। আর, রাজমার্গে তদানীন্তন স্বর্ণবণিকবংশীয় মধ্যে যে কোন ব্যক্তি কোন কার্য্যানুরোধে গমন করিতেন, তখন তাঁহাদিগকে পথিকেরা সোপহাস নিরীক্ষণ করায় কতই লজ্জা পাইয়াছেন। আহা কি শোকের বিষয়! তৎকালে কোন ভদ্রস্থানে শ্রাদ্ধ কিংবা কোন উৎসবকর কার্য্য উপস্থিত হইলে চিরপূজিত সুবর্ণবণিক্‌দিগের প্রতি নিমন্ত্রণ নিষেধ হইত। এবং কোন রাজসম্পর্কীয় কার্য্যে কিংবা

কোন দেশহিতকর কার্যোর পরামর্শকালে সাধারণ জনের আহ্বান আবশ্যক হইলেও সুবর্ণবণিক্‌দিগের আহ্বান হইত না। এবং তাৎকালিক সুবর্ণবণিক্‌ বালকেরা শিক্ষক অভাবে স্বপাঠ্য গ্রন্থাভ্যাস করিতে পারেন নাই, তজ্জন্যই পূর্ব্বকালে বণিক্‌শ্রেণীতে অনেকেই মূর্খ হইয়াছেন। সুবর্ণবণিক্‌ কুলে এইরূপ লজ্জাকর শোকক্ত কতই কদর্য্য ব্যবহার প্রচলিত আছে। যদ্যপি এক্ষণে এতন্নগরস্থ বণিকগণের সহিত অপর বর্ণের সম সমান্বিত স্থায় একাসনোপবেশন নিমন্ত্রণ কথোপকথনাদি ব্যবহার দেখা যাইতেছে, সত্য, কিন্তু সে কেবল ধনমহিমা কহিতে হইবেক অন্য বর্ণের মনোমত বা বণিকদিগের পক্ষে তদ্রূপ অবজ্ঞা বর্ত্তমানা আছে, পল্লীগ্রামে তাহা বিশেষরূপে অনুভূত হয়। হে সুবর্ণবণিক্‌ মহোদয়গণ। আপনকারদিগের কি রোষপরতন্ত্র নৃপতি বল্লালসেনের কল্পিত অলীক শাস্তিদণ্ড বহনের নিয়মিত সময়, অর্থাৎ মর্য্যাদ, গত হয় নাই? আপনারা কি ভবিষ্যৎ পুরুষানুক্রমে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্তই ঐক মত দণ্ড ভোগ করিবেন? হে মান্যগণ। আপনকারদিগের কি চিরপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুরূপ স্বজাতীয় আচার ব্যবহার স্বীকার করা উচিত নহে? এক্ষণেও কি আপনকারদিগের বোধভানুর উদয় হয় নাই? আপনারা কি চিরদিনই নীচ জনের ন্যায় সেনদত্ত দণ্ডপঙ্কে

স্বজাতীয় গোরবান্বিত বৈশ্যজাতিরূপ মহানিধিকে নিমজ্জন করাইবেন ? আপনাদিগের কি পরাধীন দীন পুরুষের ন্যায় সাহস সম্পর্ককে গোপন করা উচিত হয় ? হা বিধাতঃ ! তোমার স্থাপিত অনাদিকালসিদ্ধ সুবর্ণবণিকদিগের বৈশ্য-জাতিরূপ মহাধনকে নানাঅপবাদে ভূপাল বল্লালসেন ক্রোধ বশবর্ত্তী হইয়া বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে। হে পরমেশ্বর ! প্রসন্ন হউন, উপস্থিত সভাগণেরা তোমার অভিপ্রেত স্বধর্ম্ম পালনে যত্নবান্ হউক। হে সভ্যগণ! আর ভ্রান্তিশয্যায় নিদ্রিত থাকা উচিত হয় না, সকলে ঐক্যমতে গাত্রোত্থান করুন। শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের ও বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তা মনুষ্যদিগের পরিচায়ক ব্রাহ্মণাদি বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা মনোনিধান পূর্ব্বক বিচার করিলেই জানিতে পারিবেন যে, সুবর্ণবাণিজ্যকারী বণিক্জাতি যথার্থ বৈশ্যজাতি, কদাচ নীচজাতি নহে। শাস্ত্র প্রমাণ যথা—

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ভরদ্বাজ ঋষি চতুর্ব্বর্ণ উদ্দেশ করিয়া ভগবান্ ভৃগু ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

"কামক্রোধৌ ভয়ং লোভঃ শোক শ্চিন্তা ক্ষুধা শ্রমম্।
সর্ব্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ বর্ণো বিভজ্যতে॥
স্বেদ-মূত্র-পুরীষাণি শ্লেষ্মা পিত্তং সশোণিতম্।
সমং স্যন্দতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্ বর্ণো বিভজ্যতে॥"

অস্যার্থঃ—কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা, এই সকল ধর্ম্ম মনুষ্যমাত্রের একরূপ হয়, ও ঘর্ম্ম, মূত্র, মল, শ্লেষ্মা পিত্ত, রক্ত, এই সকল মানবদিগের একরূপই নির্গত হয়। তবে কি প্রকারে বর্ণের বিভাগ হইতে পারে?

ভগবান্ ভৃগু ভরদ্বাজ ঋষির এই প্রশ্ন শ্রবণান্তর উত্তর করিয়াছিলেন, যথা—

"ন বিশেষো হ্স্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টা হি কর্ম্মভি র্বর্ণতাং গতাঃ॥
কাম-ভোগ প্রিয়া স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তা স্তে দ্বিজাঙ্গা ক্ষত্রতাং গতাঃ।
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মং নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসাহনৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভি ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞঃ ক্রিয়া চৈষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥"

নিষ্কৃষ্টার্থ এই—বীজপুরুষ ব্রহ্ম হইতে পূর্ব্বকালে জীব সকলের সৃষ্টি হওয়াতে সকল জগৎ ব্রহ্মময় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, তন্মধ্যে মনুষ্যেরা বিশেষ বিশেষ কর্ম্মদ্বারা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম, অর্থাৎ

"শমো দম স্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তি বার্জ্জবম্"।
জ্ঞানং দয়াহচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥"

এই সকল ব্রাহ্মণধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজোগুণে অভি-নিবিষ্ট হইয়া ইচ্ছানুরূপ ভোগে রত ও উগ্রস্বভাব, ক্রোধী সাহসী হইলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ হয়েন। ও যে দ্বিজেরা পূর্ব্বোক্ত নিজধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া গোপালন পূর্ব্বক কৃষি ও বাণিজ্য কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহারাই বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং যাহারা হিংসায় রত ও মিথ্যাবাদী লোভী অনাচারাচার ও সকল কর্ম্মত স্বীকার পূর্ব্বক জীবন যাপন করিয়াছিলেন, এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই, সেই দ্বিজেরা শূদ্ররূপে বিখ্যাত হয়েন। হে ভরদ্বাজ! এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণেরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণের ঈশ্বরারাধন লক্ষণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও যজ্ঞক্রিয়াতে অধিকার আছে।

অপিচ শ্রীমদ্ভাগবতীয় নবমস্কন্ধান্তর্গত চতুর্দ্দশাধ্যায়ে সপ্তবিংশতি শ্লোক যথা—

"একএব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোহগ্নি বর্ণ এব চ ॥"

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বকালে সকল বাক্যের মূলস্বরূপ প্রণব-রূপ বেদ একমাত্র ছিল, ও নারায়ণই উপাস্য দেব একমাত্র এবং বর্ণও একমাত্র ছিল।

অপিচ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে লিখিত হইয়াছে, যথা—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষা শ্চাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥"

অস্যার্থঃ—প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখ বাহু উরু ও চরণ হইতে সত্বাদি গুণভেদ দ্বারা ব্রহ্মচারি প্রভৃতি চারিটি আশ্রমের সহিত চতুর্ব্বিধ বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

তাৎপর্য্যার্থ এই, পূর্ব্বকালে যে মনুষ্যেরা ব্রহ্মার মুখের কার্য্য বেদ পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হয়েন, ও যাঁহারা বাহুর কার্য্য যুদ্ধ ও রাজকার্য্যাদি করেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ হয়েন, ও যাহারা উরুদ্বয়ের কার্য্য অর্থাৎ লাঙ্গল ধারণ পূর্ব্বক কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারাই বৈশ্য সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। এবং যাঁহারা পাদসেবনাদি নীচবৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্ররূপে পরিগণিত হয়েন।

উক্ত শ্লোকে ব্রাহ্মণাদির একটী একটী কার্য্য প্রধান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অন্যস্থানে এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম ও বৃত্তি লিখিত আছে, তদ্বিস্তার বর্ণনের প্রয়োজনাভাব। উদ্দেশ্য বৈশ্যধর্ম্ম ও বৈশ্যবৃত্তি কিঞ্চিৎ কহিতেছি। যথা গরুড়পুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

"দান মধ্যয়নং যজ্ঞো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ" ইতি।

অর্থাৎ দান অধ্যয়ন যজ্ঞ এই তিন প্রকার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ ধর্ম্ম হয়। অপিচ বৈশ্যের কৃষিবৃত্তি ভিন্ন গোরক্ষণ বাণিজ্য বৃদ্ধ্যুপজীবন এই তিন প্রকার বৃত্তি কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গোরক্ষণ বিষয়ে প্রমাণ, যথা পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডের বর্ণবিভাগে ২৬ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে,

"পালয়েচ্চ পশূন্ বৈশ্যঃ [illegible] ধর্ম্ম সঞ্চয়ন" ইতি।

বৈশ্য ধর্ম্মের উপার্জ্জন নিমিত্ত [illegible] গোগণকে পালন করিবেন।

অপরঞ্চ [illegible] চতুর্ব্বিধ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নন্দ মহাশয়কে কহিয়াছেন, [illegible] ২৪ অধ্যায়ে

"কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা কুসীদং [illegible]

বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা [illegible] গোবৃত্তয়ো [illegible]"

অস্যার্থঃ। হে পিতঃ। শাস্ত্রে বৈশ্যদিগের কৃষিবৃত্তি, বাণিজ্য বৃত্তি, গোপালন, চতুর্থ কুসীদ [illegible] অর্থাৎ অন্যকে ঋণ দান পূর্ব্বক সুদ গ্রহণ, এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তি উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমাদিগের গোপালন বৃত্তি হয়।

এবং মনুগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, যথা—

"শস্ত্রাস্ত্রভৃত্ত্বং ক্ষত্রস্য বণিক-পশু কৃষি বিশঃ।

আজীবনার্থং ধর্ম্মস্তু দান মধ্যয়নং যজিঃ"

অস্যার্থঃ—ক্ষত্রিয়দিগের জীবিকা নির্ব্বাহ নিমিত্ত প্রহার সাধন শস্ত্রাদি ধারণ, ও বৈশ্যদিগের বাণিজ্য গোপালন

কৃষিকার্য্য বিহিত হয়। আর দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, এই তিন প্রকার উভয়েরই সাধারণ ধর্ম্ম।

এইরূপ নানা স্মার্ত্ত গ্রন্থ ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুরাণাদিতে যে যে স্থলে বর্ণ উদ্দেশ করিয়াছেন, সর্ব্বত্র প্রায়ই এক বাক্যতা দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত বচন সকলের তাৎপর্য্য দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, যাহারা বাণিজ্য গোরক্ষণ কৃষিকার্য্য ও কর্জ্জদান করিয়া সুদ গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ ও দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহারাই বৈশ্যরূপে পরিগণিত। আর এটাও দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের গৌড়দেশ ব্যতীত সর্ব্বস্থানে উক্ত বাণিজ্যকারি জনগণ যাহারা অদ্যাপি বৈশ্য বলিয়া পরিচিত আছেন। কেবল এতদ্দেশে মহারাজ বল্লালসেনের ক্রোধাগ্নিতে পতিত হইয়া বাণিজ্যকারি সদাচারি প্রসিদ্ধ বৈশ্যগণ সুবর্ণবণিক্‌গণ। অতিহীনবৎ সঙ্করজাতি হইয়া চলিতেছেন। এই কিংবদন্তী এক্ষণে অনেক প্রাচীন ব্যক্তির অদ্যাপিও বস্তুর ন্যায় হৃদয়ে জাগরূক আছে। এবং মান্যবর্গেতেও অনেক অপক্ষপাতী পণ্ডিত। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে কহিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, যে বল্লালসেন ক্রোধবশতঃ বণিক্‌দিগকে পতিত করিয়াছেন।

এস্থলে যদ্যপি কেহ কহেন, যে মহারাজ বল্লালসেনের সহিত সুবর্ণবণিক্‌দিগের প্রতিভাব থাকায় কোন ক্রমে

শক্রুতা সম্ভাবনা ছিল না ; তবে কি কারণে এরূপ ঘোরতর পাতিত্য দণ্ড প্রদান করিয়াছেন ? উত্তর ;—এইরূপ জনশ্রুতি আছে, প্রাগুরাজা বল্লালসেন সিংহাসনারূঢ় হইয়া যখন নিজ কুলের উৎপত্তিকালীন দোষ, এবং পুনরুক্তির ন্যায় লোকে স্বীয় জন্মেরও নিন্দাপ্রবাদ আছে, ও প্রজামধ্যে চতুর্বর্ণে কোন কুলের তাদৃশ অপবাদ নাই, তাহাতে জাতিবিষয়ে প্রজাগণ অপেক্ষা রাজকুলের দোষমিশ্রিত লঘুভাব বিচার করিলেন। তৎকালে সেই প্রসিদ্ধচতুর দীর্ঘদর্শি মহীপতি স্বকুলের মঙ্গল সাধন নিমিত্ত বহু বিবেচনা পূর্ব্বক হৃদয়ভাব প্রকাশ না করিয়া, ব্রাহ্মণকুলে কুলে খড়দহ প্রভৃতি চতুর্মেল আবদ্ধ করিয়া কুলীন, বংশজভাব, ও কায়স্থ মধ্যে কৌলীন্য মৌলিকত্ব প্রণালী সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে চিরদুঃখভাজন করিলেন। এবং এতদ্দেশে যে স্বর্ণবাণিজ্যকারি বৈশ্যগণ ছিলেন, তাহাদিগের প্রতি পূর্ব্বরূপ কোন কুলগত নিয়ম না করিয়া এককালে চিরসিদ্ধবৈশ্যত্বচ্যুতি করণাশয়ে ছল পূর্ব্বক বণিক্দিগকে ভয়ানক পাতিত্য দণ্ড প্রদান করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে এতদ্দেশস্থ সুবর্ণবণিক্দিগের বৈশ্যত্ব সত্ত্বে যদি কোন কুলগত শোকপ্রদ নিয়ম স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে লব্ধ-বৈশ্যভাব বৈদ্যদিগকেও বৈশ্যত্বের সাধারণতার জন্য তন্নিয়ম পালন করিতে হয়। এবং শুদ্ধবৈশ্য বণিক্ হইতে বৈদ্যদিগের কোন

গোরব সম্ভাবনা থাকে না। স্বকুলমানেচ্ছুক বুদ্ধিমান্ মহীপতি এতদভিপ্রায়ে প্রসিদ্ধবৈশ্য বণিকদিগকে পতিত করিয়া লব্ধবৈশ্যভাব বৈদ্যদিগের কুলগত নানাবিধ সুখকর সুনিয়ম * স্থাপন করিলেন। অন্য বর্ণেতেও যে কুলগত কুপ্রণালী রক্ষা করিয়াছেন, তাহার মূল অভিপ্রায় এই যে, সকল বর্ণের কুলানিষ্ট শোকসূচক ব্যবহার থাকিলে, কেহ বৈদ্যকুলের উৎপত্তি বিষয়ক বিশেষ দোষ উল্লেখ করিতে পারিবেক না। নরাধিনাথ বল্লালসেনের প্রজাদিগের প্রতি প্রচারিত ব্যবহার বিচার করিলে লব্ধজ্ঞান বালকেরও স্পষ্টরূপে ইহা অনুমিত হয়, যে উক্ত মহীপতি নিজকুলের দোষক্ষালন জন্য ও গৌরব স্থাপন নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদির প্রতি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম, এবং বণিক্‌দিগের প্রতি পাতিত্যদণ্ড বিধান করিয়াছেন।

যদ্যপি এমত কেহ কহেন, যে মহারাজ বল্লালসেনের মৃত্যুর পরে বণিক্ বংশীয়েরা কি কারণে নিজ পাতিত্য শোধন করেন নাই? উত্তর,—ভূপতি বল্লালসেনের লোকান্তর গমন হইলেও তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন পৈত্রিক আজ্ঞা পালন নিমিত্ত প্রজাগণকে এমত শাসন করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা রাজভয়ে কেহ সুবর্ণবণিক্‌দিগের কোন সাহায্য করণে অগ্র

* অর্থাৎ ইহাদিগের মধ্যে কুলভঙ্গের কোন আশঙ্কাই নাই।

সম্ভব হয় নাই। সুতরাং কাহারও সহায়তা না পাইয়া বণিকেরা পাতিত্য মোচনের উপায় চিন্তনে পরাঙ্মুখ হইয়া চলেন

যদি কাহারও এমত সংশয় হয় যে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর এই উপস্থিত আন্দোলনের পূর্ব্ব প্রায় পঞ্চশত বৎসরাধিক কাল মধ্যে যবনাধিকার সময় বণিকেরা কি নিমিত্ত স্বকুলপাতিত্য নষ্ট করেন নাই? উহার, বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, যে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর ক্রমশঃ অনেককাল ঐ পাতিত্য প্রযুক্ত সুবর্ণবণিকদিগের অপর বর্ণের কেহ বা সংস্রব প্রবৃত্ত, কেহ বা স্বতঃসিদ্ধ বিবাদ প্রকাশ করাতে, সুবর্ণবণিকেরা কুলগত পাতিত্য সংশোধন বিষয়ে একেবারে নিরস্ত হইয়াছিলেন। আর অধিক কথন বাহুল্য, এক্ষণে যে কিঞ্চিৎ যুক্তি কহিতেছি, তাহা চিত্তাভিনিবেশ পুরঃসর বিচার করুন। এক প্রবাদ প্রসঙ্গ আছে, যে উচ্চ বস্তুরই পতন হয়, যথা, উচ্চ পর্ব্বত পতিত, উচ্চ বৃক্ষ পতিত, উচ্চ গৃহ পতিত, উচ্চ মানের পাতিত্য, উচ্চ ধনের ধ্বংস, উচ্চ বংশের বিনাশ, উচ্চ মাথা হেট, এই প্রকার যাবৎ উচ্চ পদার্থই পতিত বলিয়া স্বীকার করা যায়। পতিত বস্তুর পাতিত্য সম্ভব নহে। অতএব এতদ্দেশে যখন সুবর্ণবণিকেরা পতিত বলিয়া চলিতেছেন।

তখন সম্পূর্ণরূপে ইহা অনুমান হইতেছে, যে সুবর্ণবণিক্-জাতি (প্রকৃত পক্ষে) উচ্চ জাতি ছিলেন। বণিক্‌দিগের আচার ব্যবহার ও সুবর্ণবাণিজ্যের প্রতি প্রতীক্ষা করিয়াও বৈশ্যোদ্দেশে লিখিত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিচার, এবং সুবর্ণ-বণিক্‌দিগের প্রতি পতিতা বিষয়ের জনশ্রুতি বিচার করিলে, অবশ্যই বোধ হয়, যে সুবর্ণবণিকেরা বৈশ্যজাতি, তাহাতে সংশয় নাই। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র ও যুক্তির তাৎপর্য্য সকলে অবগত হইয়া থাকিবেন। যদি তাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, তবে হে সভাগণ! যথাবিধি শাস্ত্রোক্ত বিধি স্বীকার পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম পালনে তৎপর হউন।

গোস্বামী মহাশয়ের এই দীর্ঘ সদ্বক্তৃতা শ্রবণানন্তর সমাজস্থ সমস্ত বণিক্‌গণের পূজ্যপাদ প্রভুকে প্রশংসার সহিত ধন্যবাদ করিলেন। তদন্তে শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজবন্ধু মল্লিক মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল শীল মহাশয়ের পোষকতায় সভাস্থ সুবর্ণবণিক মহোদয়েরা স্বীয় সনাতনকালসিদ্ধ বৈশ্যধর্ম্ম ও বৈশ্যাচার প্রচার করণ বিষয়ে স্বীকৃত হইলেন।

সুবর্ণবণিক্।

শ্রীবলাইচাঁদ সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
কলিকাতা, মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৪৯ নং।
সংবৎ ১৯২৬ (সন ১২৭৬ শাল)

ইহা হইতে 'কয়দংশ' উদ্ধৃত হইল।

* * * * *

এক্ষণে অনেকে জলপথে বাণিজ্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাহাদের মত যে কতদূর সঙ্গত তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বেই পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন যে, বণিক্‌গণ জলপথে বাণিজ্য করিতে পারেন। বাণিজ্য সুখের মূল, বাণিজ্যই ধনের আকর এবং বাণিজ্যই উন্নতির প্রধান হেতু। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়াছে। পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণেরা অধিক শাস্ত্র জানিতেন ও আমাদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণে জ্ঞানী ছিলেন। যখন তাঁহারা পুরাণের নিষেধ না মানিয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন ঐসকল আধুনিক বচনও নিষেধ বলিয়া গণ্য ও মান্য ছিল না। ভূপতি মিহিরকুল স্বীয় সুশিক্ষিত

সৈন্যের সহিত সিংহলাধিকারীকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, তৎকালে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ বলিয়া গণ্য ছিল না।

"স জাতু দেবীং সংবীত-সিংহলাংশুক-কঞ্চুকাম্
হেমপাদাঙ্কিতকুচাং দৃষ্ট্বা জজ্বাল মন্যুনা ॥
সিংহলেন্দ্রো নরেন্দ্রাঙ্ঘ্রি-মুদ্রাঙ্কঃ ক্রিয়তে পটঃ।
ইতি কঞ্চুকিনা পৃষ্টেনোক্তো যাত্রাং ব্যধাত্ততঃ
তৎসেনা-কুম্ভিদানাম্ভো-নিম্নগাকুল-সঙ্গতঃ
যমুনা সঙ্গম-প্রীতিং প্রাপদে দক্ষিণার্ণবঃ ॥
স সিংহলেন্দ্রেণ সমং সংরম্ভাদুদপাটয়ৎ।
চিত্রেণ চরণস্পৃষ্টঃ স্বপ্নালোকনজাং ক্রুধম্

কহ্লনরাজতরঙ্গিণী

(শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

রাজমহিষী সিংহলদেশীয় বস্ত্রনির্ম্মিত কাঁচুলী পরিয়াছিলেন, তাহার স্তনোপরি স্বর্ণময় পদচিহ্ন দেখিয়া রাজা মিহিরকুল কোপানলে জ্বলিত হইলেন। কঞ্চুকীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, সিংহল দেশের বস্ত্রে সেই দেশের রাজার পদচিহ্ন মুদ্রিত করে। ইহা শুনিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তদীয় সেনা সংক্রান্ত হস্তিগণের গণ্ডস্থল নির্গত মদজল নদীপ্রবাহের ন্যায় অনবরত পতিত হওয়াতে,

দক্ষিণ সমুদ্র যমুনার আলিঙ্গনপ্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। রাজা মিহিরকুল সিংহলেশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিয়া মহিষীর স্তনমণ্ডলে তদীয় চরণস্পর্শ জন্য কোপ শান্তি করিলেন।

মহীপতি জয়পীড়ের দূত সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। তৎকালীন সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত ছিল, তাহার আর এক প্রমাণ—

"সান্ধিবিগ্রহিকঃ সোহথ গচ্ছন্ পোতচ্যুতোহম্বুধৌ।
প্রাপ পারং তিমিগ্রাসাত্তিমিং স্ফুটপাট্য নির্গতঃ।"

কহ্লনরাজতরঙ্গিণী।

সেই রাজদূত গমনকালে নৌকা হইতে সমুদ্রে পতিত হন এবং মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করে পরে তিনি তিমির উদর বিদারণ করিয়া নির্গত হইয়া সমুদ্র পার হন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বণিকগণের ও [illegible] বাণিজ্যার্থ সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ আছে।

কিন্তু বহু কেহ দেশাচার বলিয়া আপত্তি করিতে পারিবেন। এক্ষণে দেশাচার যে নিকৃষ্ট প্রমাণ, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? যথা—

"ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ॥"

মহাভারত।

"ন যত্র সাক্ষাদ্‌ বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচার-কুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে॥"

স্কন্দপুরাণ।

"স্মৃতে বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবোধে পরিত্যজেৎ॥"

প্রয়োগপারিজাতধৃত স্মৃতি।

অর্থাৎ—ধর্ম্মজিজ্ঞাসু জনগণের পক্ষে বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, দ্বিতীয় প্রমাণ মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র এবং তাহার পর লোকাচার। যথায় বেদ বা স্মৃতিশাস্ত্রে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন বিধি বা নিষেধ না থাকে, কেবলমাত্র তথায় দেশাচার বা কুলাচারই ধর্ম্মাচরণের প্রমাণ হইতে পারে। স্মৃতির কোন আজ্ঞা বেদবিরুদ্ধ হইলে তাহা যেমন পরিত্যাজ্য, তদ্রূপ লৌকিক বাক্য স্মৃতিবিরুদ্ধ হইলে, তাহাও সেইরূপ পরিত্যাজ্য।

হায়! দেশাচার! কি প্রতাপ! প্রকৃত সাধু পুরুষেরা তোমার অনুগত না থাকিলে পদে পদে দোষী বলিয়া পরিগণিত হন, এবং ঘোরতর নারকীরা, যাহাদের নাম উচ্চারণ করিতেও শঙ্কা হয়, তাহারা তোমার অনুকম্পায় ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য ও মান্য হইতেছে। দেশাচারের তুল্য শাসনকর্ত্তা আর এদেশে কেহই নাই। দেশাচার যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাই শিরোধার্য্য। * *

হুগলী, কদমতলানিবাসী কবিভূষণোপাধিক শ্রীরাজকৃষ্ণ কবিরাজ মহাশয় "শিক্ষানর্ম্মসখা" নামক একখান পুস্তক রচনা করেন, তাহাতে অনেক জাতীয় বিষয় বর্ণিত হয়। 'শ্রীরাধিকাকিশোর বসু বর্ম্মণ রায় চৌধুরী' স্বাক্ষরকারী জনৈক কৃতবিদ্য কায়স্থকুলোদ্ভব ব্যক্তি "দৈনিকবার্ত্তা" "সংসার" প্রভৃতি নামক সংবাদপত্রে সন ১২৯০ শালে উক্ত পুস্তকের সমালোচনায় বিবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রতিবাদে স্বীয় শাস্ত্রদর্শিতার প্রচুর প্রমাণ দর্শাইয়াছেন। সেই সকল প্রতিবাদ হইতে সংগৃহীত উদ্ধৃত কয়েকটি বিষয়।

"সংসার' ১২৯০ শাল ১৩ই চৈত্র।

* * * * * * * * * * * *

কলি, রাজা পরীক্ষিতের নিকট পুনশ্চ স্থান প্রার্থনা করায়, রাজা পরীক্ষিত সুবর্ণে কলির স্থান দিয়াছিলেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতীয়—

"পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপ মদাৎ প্রভুঃ"

এই প্রমানদৃষ্টে (কবিরাজ মহাশয়) সুবর্ণ অতি অপবিত্র ধাতু, তাহার ব্যবসা করে যে সুবর্ণবণিক্, তাহারাও অপবিত্র ও নিন্দিত জাতি জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু ঐ শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণোদ্ধবসংবাদে ভগবদ্বিভূতিযোগ কথনে ভগবান্ কহিয়াছেন যে, "ধাতুনাং মস্মি কাঞ্চনম্"; সমস্ত

ধাতুর মধ্যে আমি সুবর্ণ। এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে—

"কনকং ধারণেনাঽপি ধারণীয়ং, সকলবস্তু পবিত্র-দেবাত্মকত্বাৎ।

রামায়ণে মহাভারতে চ পরশুরামং প্রতি বশিষ্ঠবাক্যং—

'সর্ববস্তুনি নির্ম্মথ্য তেজোরাশি সমুত্থিতম্।
সুবর্ণমেভ্যো বিপ্রেন্দ্র রত্নং পরমনুত্তমম্
এতস্মাৎ কারণাদ্দেব গন্ধর্ব্বোরগ রাক্ষসাঃ
মনুষ্যাশ্চ পিশাচাশ্চ প্রযতা ধারয়ন্তি তৎ'
'তস্মাৎ সর্ব্ব পবিত্রেভ্যঃ পবিত্রং পরমং স্মৃতম্।'
'অগ্নি র্বৈ সর্ব্বা দেবাঃ সুবর্ণঞ্চ তদাত্মকম্
তস্মাৎ সুবর্ণং দদতা দত্তাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ'

তস্মাৎ তৎ পদাদৌ ন ধার্য্যং, দেবতাত্মকত্বাৎ" ইতি।

সুবর্ণ ধারণের শাস্ত্রীয় কারণ বশিষ্ঠমুনি কহিয়াছেন যে, সকল বস্তুকে মন্থন করিয়া, তাহাদের যে তেজোরাশি সমুত্থিত হয়, তাহা হইতে সুবর্ণ জন্মে। এই সুবর্ণ সকল বস্তু হইতে উত্তম এই হেতু দেব, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস, মনুষ্য সকলেই ধারণ করে। সকল পবিত্র দ্রব্য হইতে সুবর্ণ সাতিশয় পবিত্র। অগ্নি সমুদয় দেবস্বরূপ, সুবর্ণ অগ্নিস্বরূপ। সুবর্ণ দান করিলে, সকল দেবতাকে দান করা হয়। এই হেতু সুবর্ণ পদাদিতে ধারণ করিবে না।

অদ্যাপি স্ত্রীলোকগণ চরণে সুবর্ণ ধারণ করেন না, পদস্পৃষ্ট হইলে প্রণাম বন্দনাদি করেন। অতএব, এতাদৃশ পবিত্র ধাতুর ব্যবসায়ী সুবর্ণবণিক্‌গণকে অপবিত্র জ্ঞান করার কোন কারণ নাই। তাহারা সুবর্ণব্যবসায়ী বলিয়া সুবর্ণবণিক্ আখ্যা পাইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ জাতিতে বৈশ্য। যেমন, ব্রজের নন্দমহাশয় বৈশ্যজাতি, কিন্তু গোপালন বৃত্তি ছিল বলিয়া গোপ আখ্যা পাইয়াছিলেন, যথা হরিনামামৃতে—"নন্দো বৈশ্যো গোপালনাৎ গোপ" ইতি। তেমনি সুবর্ণ ব্যবসায়ী বলিয়া বৈশ্যদিগের সুবর্ণবণিক্ আখ্যা হইয়াছে। বম্বে, মান্দ্রাজ, উত্তরপশ্চিম প্রভৃতি প্রদেশে সুবর্ণ বণিক্‌দিগকেও বৈশ্য বলে, ও তাহারা বৈশ্যবদাচরণও করে। এই সকল প্রমাণে ইহারা কদাচই নিন্দিত জাতি হইতে পারে না।

* * * * * * *

ক্রোড়পত্র

* * * * * * * *

তাঁহার পুস্তকের স্থানে স্থানে যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার কথা পরে বলিব, তন্মধ্যে এক্ষণে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বণিক্ প্রভৃতি জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব, বিদ্রূপ, উপহাস, নিন্দা, মিথ্যাপবাদ প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। * * *
এক্ষণে সুবর্ণবণিক্‌দের কথাটা বলিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীশ্রী৺ নিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদ, তিনি অযথা কহেন নাই। তাহার অর্থ এই, ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত একজন বৈশ্য সুবর্ণ-বণিক্, (তিনি শ্রীশ্রী৺ চৈতন্য মহাপ্রভুর পারিষদ্ ও প্রেম-পাত্র ছিলেন)। ইহার মর্ম্ম কবিরাজের মত অযোগ্য পাত্রে বুঝিতে অক্ষম।

'বাচস্পত্য' অভিধানের নাম দিয়া যে সুবর্ণবণিক্‌দিগকে কতকগুলা গালি দিয়াছে ও কুৎসা করিয়াছে, তাহার সত্যতা জানিবার জন্য আমরা উক্ত অভিধান আনাইয়া, 'সুবর্ণ বণিজ' শব্দ পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে জাতিবিশেষ' লিখিয়া 'স্বর্ণজীবিকা' শব্দে বর্ণিত দিয়াছে। পরে 'স্বর্ণ-জীবিকা' শব্দ দৃষ্টে প্রকাশ যে তাহাতে শব্দকল্পদ্রুমের মত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আদির বিদ্বেষপূর্ণ কল্পিত শ্লোকদ্বারা কুৎসা করা হইয়াছে মাত্র। কবিরাজের বাহিতে যেরূপ উৎকৃষ্ট গালি আছে, অর্থাৎ "চৈঁচো চেঁড়ে বেটা" ইত্যাদি যে সকল গালি আছে, তাহা তাহাতে নাই। * * * *

সন ১২৯০, চৈত্র।

— —

জ্ঞান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বক্তব্য আছে।

(ক) প্রথম, পদ্মপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; সাত্ত্বিক, রাজস তামস।

তামস পুরাণ; যথা—

"মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥"

সাত্ত্বিকপুরাণ, যথা—

"বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥

রাজস পুরাণ, যথা—

"ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥"

অতএব এই প্রমাণমতে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত রাজসপুরাণ হইতেছে, এবং পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে, রাজস ও তামস পুরাণ লোক সকলের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত, ইহা লিখিয়াছেন। যথা, ভাগবতসন্দর্ভধৃতং পাতালখণ্ড-বচনং—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত স্তেতে পুরাণাগমাঃ"

ইত্যাদি।

অর্থাৎ, সেই সেই রাজস ও তামস পুরাণ ও আগমসকল চরাচর জগতের মোহনিমিত্ত জানিবে।

এই নিমিত্ত পরমারাধ্য পরমপূজ্যতম শ্রীমজ্জীবগোস্বামী প্রভুপাদ ভাগবতসন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে রাজস ও তামস পুরাণসকল বিষ্ণুপর না থাকায়, তাহাতে যথার্থ সিদ্ধান্ত নাই, এবং তাহা বৈষ্ণবগণের অগ্রাহ্য। যথা —

"অত স্তৎপরত্বাভাবান্ন তেষাং যাথার্থ্যঞ্চ, তথাবিধং
শিবাদি প্রতিপাদকং শাস্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবৈর্ন গ্রাহ্যমিতি।"

অতএব আমরা বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত বৈষ্ণব বিধায় ঐ সকল পুরাণ আমাদের অগ্রাহ্য।

যে [illegible] উক্ত পুরাণকে গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও উল্লিখিত 'কশ্চিৎ বণিক্‌বিশেষশ্চ" ইত্যাদি পদটী বেদব্যাসের উক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কেন না উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে গোপকন্যারূপিণী ঘৃতাচীর উদরে নয়টী পুত্র জন্মে। মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কংসকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, সূত্রধর স্বর্ণকার, চিত্রকর, এই নয় পুত্র তন্মধ্যে কোন্ পুত্র কিরূপে পতিত হইল, তাহারই বিবরণ লিখিয়াছেন। উক্ত নয় পুত্রের মধ্যে সুবর্ণবণিক্ না থাকায়, তাহাদের পতিতত্বের কারণ অপ্রাসঙ্গিকরূপে কেন লিখিবেন। অতএব উক্ত বচনটী কৃত্রিম (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

গর্ভে বৈদ্যের জন্ম, এবং বৈদ্যবীর্য্যে শূদ্রাগর্ভে বহু পুত্র জন্মে।

এই প্রকার লিখনের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমার বোধগম্য নহে কিন্তু প্রাগুক্ত কারণে উক্ত ১০ অধ্যায়ের প্রতি সম্যক্ সন্দেহ উপস্থিত হইল। পাঠক-মণ্ডলী উক্ত ১০ অধ্যায় পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

৩। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে সুবর্ণ-বণিক্‌দের উৎপত্তি যে লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অশ্রাব্য, কেননা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ আদৌ ঋষিপ্রণীত নহে। মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মলমাস-তত্ত্বে কূর্ম্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া উপপুরাণের যে নাম গণনা করিয়াছেন, তাহাতে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ নাই। যথা—

"অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতান্যপি।
আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহং ততঃ পরম্।
তৃতীয়ং নারদীয়ঞ্চ কুমারেণ চ ভাষিতম্।
চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষান্নন্দী-ভাষিতম্।
দুর্ব্বাসসোক্ত মাশ্চর্য্যং নারদোক্ত মতঃপরম্।
নন্দিকেশ্বরযুগ্মঞ্চ তথৈবোশনসেরিতম্।
কাপিলং বারুণং শাম্বং কালিকাহ্বয় মেবচ।

মাহেশ্বরং তথা শাম্বং দৈবং সর্ব্বার্থসিদ্ধিদম্।
পরাশরোক্ত মপরং মারীচং ভাস্করাহ্বয়ম।
দৈবং দেবীপুরাণং।

এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, অথবা গোস্বামিপাদ, কিংবা প্রাচীন সংগ্রহকারগণ উক্ত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত না করায় উক্ত পুরাণ যে ১০০ বৎসরের ঊর্দ্ধ ৪০০ বৎসরের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা বিরচিত হইয়াছে, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত। কেবল ইহাই নহে, এরূপ অনেক পুরাণাদি আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত জন্য কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিতেছি, যথা—বারাণসীর কমিটীর দেওয়ান দুর্গাচরণ মিত্র কাশীনিবাসী রামচন্দ্র ঘুনিয়ার দ্বারা 'দেবী ভাগবত' ও গোকুলচন্দ্র ঘোষাল কোন ব্রাহ্মণের দ্বারা 'মহাভাগবত' রচনা করান। (শুভা নিবাসী রাজা জনমেজয় মিত্র বাহাদুরের নয়নাঞ্জন গ্রন্থ দেখ) এবং কাশীখণ্ড স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত আছে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থ বেদব্যাসের প্রণীত নহে, আধুনিক কোন ব্রাহ্মণের কল্পিত কথা। হরিভক্তিবিলাসের তৃতীয় বিলাসের ৯ম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"যদ্যপি কাশীখণ্ড মাধুনিকং কল্পিতং কাব্য মিতি পুরাণতত্ত্ববিৎ সুপ্রসিদ্ধ মিত্যাদি।" এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একাদশীতত্ত্বে বিষ্ণুরহস্য ও

শিববহস্য গ্রন্থদ্বয় ঋষিপ্রণীত না থাকা, দানসাগবকার অনিরুদ্ধ ভট্টের বাক্যের দ্বারা, প্রমাণ করিয়াছেন। ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা-বিবাহ' গ্রন্থে 'বৃহৎপরাশর সংহিতা' অমূলক থাকা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইত্যাদি কাল্পনিক গ্রন্থের ন্যায় বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণও কাল্পনিক, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষ মনুসংহিতায় অতি নীচ জাতিরও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের মতে মধ্যম বর্ণসঙ্কর সুবর্ণবণিক্‌দের কেন প্রসঙ্গ করিলেন না? মনুবিরুদ্ধ বিধায় তাহা নিতান্তই অগ্রাহ্য। যথাহ ব্যাস সংহিতা—

"শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়ো দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥"

যে স্থলে বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক, তথায় বেদই প্রমাণ, আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রমাণ।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেও কথিত হইয়াছে—"মনু বৈ যৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্ ভেষজম্"। মনু যাহা কহিয়াছেন তাহাই মহৌষধ।

৪। কবিরাজ, চৈতন্যভাগবতের

"যতেক বণিক্‌বর্গ উদ্ধারণ হইতে
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে।"

বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকে যে দিল প্রেম ভক্তি অধিকার॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর করুণা অপার।
বণিক্ অধম মূর্খে যে করিল পার॥"

এই কয়েকটী পয়ার উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে অধম ও মূর্খ এই দুইটী বিশেষণেই সুবর্ণবণিক্‌দের পূর্ব্বাবস্থার অনেক দূর পর্য্যন্ত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না? ইনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, নিজে ভিতরে প্রবেশ হইয়া দেখিলেন না যে, উদ্ধারণ দত্ত পূর্ব্বে কে ছিলেন। "তথাহি অনন্ত সংহিতায়াং শ্রীচৈতন্য জন্মখণ্ডে সপ্তপঞ্চা-শত্তমাধ্যায়ে ব্রাহ্মণং প্রতি কৃষ্ণবাক্যং

"পুরাদেহে সুবাহু যঃ উদ্ধারণ মহাশয়ঃ"।

অর্থাৎ, পূর্ব্বে ব্রজগোপাল যিনি সুবাহু গোপাল, তিনিই নিত্যানন্দ-পার্ষদ উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়।

যে ব্যক্তি কৃষ্ণসখা সুবাহু গোপাল ও কলিতে নিত্যানন্দ-পার্ষদ, ও কৃষ্ণ যাহার প্রতি 'মহাশয়' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই উদ্ধারণ দত্তকে 'অধম' ও 'মূর্খ' শব্দের দ্বারা নীচজাতি ও মূর্খ জ্ঞান করা নিতান্ত মূঢ়তা। উক্ত অধম ও মূর্খ শব্দ কেবল দৈন্যতাবোধক, ও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার অর্থবাদ মাত্র। নচেৎ, উদ্ধারণ দত্ত সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ ও বৈশ্যজাতি ছিলেন। উক্ত উদ্ধারণ দত্তের

স্বহস্তে পূজিত শালগ্রাম শিলা অদ্যাবধি তাঁহার বংশোদ্ভব হুগলির বালীনিবাসী শ্রীনাথ দত্ত প্রভৃতির বাটীতে রহিয়াছেন। ইনি বৈশ্য না থাকিলে স্বহস্তে শালগ্রাম পূজা কদাচই করিতেন না আরও দেখ, উদ্ধারণ দত্ত যে ব্রজলীলার কৃষ্ণপার্ষদ ছিলেন, তাহা চৈতন্যভাগবতেও প্রকাশ ; যথা

"জন্মে জন্মে সেই নিত্যানন্দের কিঙ্কর।
জন্মে জন্মে নিত্যানন্দ স্বরং ঈশ্বর।"

অপিচ তত্রৈব

"কায়বাক্য মনে নিত্যানন্দের চরণ,
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ,
নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কর ভাগ্য তার।"

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দ প্রভুর সেবা অধিকার পাইয়াছিলেন। সেবা সামান্য শব্দ নিদায় নিত্যানন্দ প্রভুর ভোগের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাও এই সেবা শব্দের অন্তর্গত। বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দ প্রভুর ডেলে কাঠি দিতেন। বিবেচনা করুন, উদ্ধারণ দত্ত নীচ জাতি থাকিলে কদাচই তাঁহাকে এতাদৃশ অধিকার দিতেন না। অতএব, পূর্ব্বে 'অধম' ও 'মূর্খ' শব্দের যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা হইল,

তাহার স্থিরসিদ্ধান্ত। অধিকন্তু নিত্যানন্দ প্রভু যে কেবল উদ্ধারণ দত্তকেই কৃপা করিয়াছিলেন, এমত নহে। সপ্তগ্রাম নিবাসী সমস্ত সুবর্ণবণিক্‌কেই কৃপা করেন, এই কারণে সপ্তগ্রামী সুবর্ণবণিক্‌গণ যে মহা সৌভাগ্যশালী ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবেক।

তথাহি চৈতন্যভাগবতে অন্তখণ্ডে –

"সপ্তগ্রামের সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাই চাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে
বণিক্‌সকলে নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ।
বণিক্ সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পান সকল জগতে॥" ইত্যাদি।

৫। ব্যাস সংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে কায়স্থ ও বণিক্ প্রভৃতি চণ্ডালাদির তুল্য। যথা

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্ কিরাত কায়স্থ-মালাকার-কুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদ চণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম॥"

বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, বরট, মেদ, চণ্ডাল,

শ্বপচ, কোলক, ইহারাও অন্ত্যজ জাতি ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিবে। স্নান করিয়া ও ইহাদিগকে দর্শন করিলে সূর্য্যকে দেখিয়া শুদ্ধ হইবেক।

ভাল জিজ্ঞাসা করি, যে বণিক্ ও কায়স্থজাতি কি এত অন্ত্যজ যে উহাদিগকে সম্ভাষণ করিলে স্নান না করিয়া ও দর্শন করিলে সূর্য্য ঈক্ষণ না করিলে শুদ্ধ হয় না? অতএব এই সকল বচন যে আধুনিক, কল্পিত, বিদ্বেষী ও মৎসরতাবিশিষ্ট কোন পণ্ডিত রচিত, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মহামহোপাধ্যায় ভরতচন্দ্র শিরোমণি পণ্ডিত মনুসংহিতার অনুবাদে পরিশিষ্ট বচন ও পরাশরপদ্ধতি জালিমাত্র যে নিতান্ত কৃত্রিম তাহা স্পষ্ট লিখিয়াছেন * * * * * * * * *

আরও দেখুন, অন্ত্যজ শব্দের অর্থ কি কায়স্থ ও বণিক্ কখন হইতে পারে? কেন না প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে পূজ্যপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "চণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা" ইত্যাদি মনুর বচনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অন্ত্যা ম্লেচ্ছা, যবন শ্বপচাদয়ঃ। ম্লেচ্ছ যবন শ্বপচ প্রভৃতি অন্ত্যজ। যাজ্ঞবল্ক্য দীপকলিকাতেও এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা, অন্তেভবা অন্ত্যাঃ, যতোঽধম জাতয়ো ন সন্তবস্তাত্যুক্তং। অর্থাৎ, সকলজাতির শেষে যে জাতি জন্মিয়াছে ও যাহা অপেক্ষা আর অধম জাতি নাই, তাহারাই অন্ত্যজজাতি।

'বিশেষ অন্ত্যজ শব্দের বাচ্য যে যে জাতি, তাহা যম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে তথাহি, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃতং যমবচনং—

"রজক শ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড এব চ।

কৈবর্ত্ত মেদ-ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥"

এই সকল শাস্ত্রীয় মতে এবং এক ব্যাসসংহিতা ভিন্ন অন্য ১৯ খানিতে ঐপ্রকার বাক্য না থাকায়, ব্যাস সংহিতার উক্ত বচন যে কৃত্রিম, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আরো দেখুন, পণ্ডিতপ্রবর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাসসংহিতা পড়িয়া স্মৃতিচন্দ্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ব্যাসসংহিতার বণিক্‌ কর্ম্মকার কায়স্থ ইত্যাদি বচন দৃষ্ট করা সত্ত্বেও যখন 'সনাতন শাস্ত্রীয় ও ভূদেব বাবুর স্মরণ পত্র জন্য দেওয়া সভায় উপস্থিত হয়, তৎকালীন সদাচার চন্দ্রিকায় স্মরণ পত্র জাতিতে বৈশ্যজাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তখন উক্ত বচনকে তিনিও কৃত্রিমবোধে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতাগ্রগণ্য বাবু শ্যামাচরণ সরকার 'ব্যবস্থাদর্পণে' ব্যাস সংহিতার উক্ত বচন এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কৃত্রিম বচন, ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতির কাল্পনিক বচন সমূহ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শূদ্রজাতিকে ব্যাবৃত্তি জন্য দ্বিজাতি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব শূদ্রের সগোত্রা বিবাহ নিষেধ নহে। এমতে সুবর্ণ-বণিক্ জাতির যখন সগোত্রাবিবাহ প্রচলিত নাই, প্রত্যুত নিষেধ আছে, তখন যে উহারা শূদ্র নহে, বিশুদ্ধ বৈশ্যজাতি, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

৭। মনুসংহিতায় ১০ম অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোক,

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়-জাতয়ঃ।

বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

কুল্লূকভট্টঃ। "শনকৈরিতি। ইমা বক্ষ্যমাণাঃ ক্ষত্রিয়-জাতয়ঃ' উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনা-ধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদিগ দর্শনাভাবেন শনৈঃ শনৈঃ লোকে শূদ্রতাং প্রাপ্তাঃ।"

নিম্নে অর্থাৎ কতকগুলি ক্ষত্রিয় জাতিরা ব্রাহ্মণা-দর্শন ও উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত ক্রমে ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শুদ্ধিতত্ত্বে মনুর এক বচন ধৃত করিয়া নিম্নের বচনটী গোপনে 'ইমাঃ' শব্দের সার্থকতা রহিত করিয়া সমুদয় ক্ষত্রিয়, এবং উক্ত বচনে বৈশ্যজাতির প্রসঙ্গ না থাকাতেও, বৈশ্য প্রভৃতির শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হওয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিম্নের বচনটী এই—

"পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"

অস্যার্থঃ—পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ। ইহারাও কথিত ক্ষত্রিয়, ক্রিয়ালোপ বশতঃ ক্রমে ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত নহে। অপিতু শুদ্ধিতত্ত্বধৃতং বিষ্ণুপুরাণম্—

"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইব অপরো হি নিঃক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রভূপা ॥ ভবিষ্যন্তি।"

অস্যার্থঃ—মহানন্দিপুত্র শূদ্রাগর্ভজাত অতিলুব্ধ মহানন্দ পরশুরামের ন্যায় অপর ক্ষত্রিয়নিঃশেষকারী হইবেক, তদবধি শূদ্র রাজা হইবেক।

পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয়া পৃথিবী করিলে পরও যেমন ভারতবর্ষে বহু ক্ষত্রিয় থাকা দৃষ্ট হইতেছে, তদ্রূপ মহাপদ্মনন্দ নিঃক্ষত্রিয় করিলেও অনেক রাজা থাকিবেক, ইহাই 'ইব' শব্দের তাৎপর্য। স্মার্ত্ত মহাশয় তৎপ্রতি দৃষ্টি পাত না করিয়া মহানন্দের পর ক্ষত্রিয়জাতি আদৌ থাকিবেক না স্থির করিয়াছেন।

শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দনস্য বাক্য—"বৈশ্য ক্রিয়ালোপা বৈশ্যানামপি তথা" এই প্রকার ক্রিয়ালোপবশতঃ বৈশ্যজাতিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

মনুর বচনে কেবল কতিপয় দেশস্থ ক্ষত্রিয় ভিন্ন সমুদয় ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতি যে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেক, তাহার উল্লেখ নাই। এমতে সমুদয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেক যে লিখিয়াছেন, ইহা তাঁহার স্বকপোল কল্পিত সিদ্ধান্ত, অথবা ভ্রম ভিন্ন নহে। ঋষিবাক্য ভিন্ন তাঁহার মুখের কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না * * * *

৮। রাজা বল্লালসেন যেরূপ তঞ্চকতা ও প্রবঞ্চনা করিয়া বৈশ্যকুলোদ্ভব শ্রীবিন্দ পালিত এবং নৃপঞ্জয় পোতদার প্রসিদ্ধ পোদ্দারকে পতিত করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস সকলেই জ্ঞাত আছেন এতস্থলে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বল্লালসেন আদৌ বিশ্বকসেনের ঔরস পুত্র ছিলেন না, ক্ষেত্রজ পুত্র, যথা ঘটককারিকা।—

"আদিশূরো বংশ ধ্বংশ সেনবংশ ততো জাতা

বিশ্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা

আর কলৌ ক্ষেত্রজ পুত্রের পুত্রত্ব নিষেধ হইয়াছে, যথা উদ্বাহতত্ত্বধৃত আদিপুরাণের বচন

"দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বে ন পরিগ্রহঃ"।

কলিতে দত্ত ও ঔরস পুত্র ভিন্ন ক্ষেত্রজ পুত্র প্রভৃতিকে পুত্রত্বে গ্রহণ করা নিষেধ।

অতএব যে নিজে পতিত, সে আবার অপরকে পতিত করে, ইহা সাধারণ আশ্চর্য্য নহে। সে যাহা হউক,

এক্ষণে তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। অপিচ "বহুবিবাহ" গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা "যদি ধর্ম্ম থাকেন, রাজা বল্লালসেন নিঃসন্দেহ নরকগামী হইয়াছেন"।

বল্লাল যে কারণে পতিত করিয়াছিলেন, আদৌ সে কারণই মিথ্যা। তর্কানুরোধে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও উক্ত ব্যক্তিদ্বয় ভিন্ন অপরে তজ্জন্য পতিত হইতে পারে না। কেন না, কলিতে সংসর্গ দোষ নাই।

তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে ধৃতং আদিপুরাণম—

"সংসর্গদোষঃ পাপেষু" ইত্যাদি।

কলিতে পাপকর্ম্মে সংসর্গদোষ নাই।

উদ্বাহতত্ত্বে ধৃতঃ পরাশরঃ—

"কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ
দ্বাপরে ত্বর্থ মাদায় কলৌ পাতিতকর্ম্মণা॥"

সত্যযুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে ও ত্রেতায় পতিতকে স্পর্শ করিলে, ও দ্বাপরে পতিতব্যক্তির অর্থগ্রহণ করিলে পতিত হইত। কলিতে পাতিত্যের কর্ম্ম না করিলে পতিত হয় না। অতএব অপর বণিক্‌দের যখন পাতিত্যের দোষ ঘটে নাই, তখন তাহারা ইচ্ছা করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ ও ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করিতে পারে। যদি বল ব্রাত্যদোষ হইয়াছে, সত্য, যাহারা ব্যবসায় কার্য্যে নিযুক্ত

আছে, তাহাদিগকে আর অপর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক না। অন্যান্যকে তজ্জন্য কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক। তথাহি মনুসংহিতার ১১শ অধ্যায়ে ২৩৬ শ্লোকঃ—

"ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা, তপঃ শূদ্রস্য সেবনম॥"

ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের অনুবাদ— * * * * শিরোমণি মহাশয় যে অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা উক্ত অধ্যায়ের ২৪০ শ্লোকের অর্থানুসারে অতি সমীচীন অনুবাদ হইয়াছে। তথাহি মনু ১১ অধ্যায় ২৪০ শ্লোক—

"মহাপাতকিনশ্চৈব শেষাশ্চাকার্য্যকারিণঃ।
তপসৈব সুতপ্তেন মুচ্যন্তে কিল্বিষাত্ততঃ॥"

যাহারা ব্রহ্মহত্যাকারী এবং যাহারা উপপাতককারী, অকার্য্যকারী উহারা দৃঢ় তপস্যা দ্বারা প্রোক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। এক্ষণে অগ্রে ২৪০ শ্লোক পাঠ করিয়া পরে ২৩৬ শ্লোক পাঠ করিলে সুন্দর সমন্বয় হইবেক। বেদে লিখিত আছে—

"মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজম"।

মনু যাহা কহিয়াছেন তাহা মহৌষধ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান।

৯। তদয়ং সংক্ষেপঃ। এতাবতা মহামহোপাধ্যায় স্মৃতশাস্ত্রাধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের, মথুরানাথ তর্করত্ন মহাশয়ের, যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের, ও

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুসারে ও অস্মন্মতে সুবর্ণবণিক জাতিই বিশুদ্ধ বৈশ্য-জাতি। উঁহারা ইচ্ছা করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ ও ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করিতে পারেন।

লেখক শ্রীরাধিকাকিশোর বসু বর্ম্মণঃ রায় চৌধুরী।

সন ১২৯০ সাল—চৈত্র

বাবু নিমাইচাঁদ শীল মহাশয় রচিত 'সুবর্ণবণিক্' পুস্তক সম্বন্ধে সমালোচনা।

এডুকেশন গেজেট, ১৫ই চৈত্র ১২৯১।

এই সুন্দর পুস্তকখানি আমাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা এবং প্রীতি ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচাঁদ শীল প্রণয়ন করিয়া আমাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। নিমাই বাবু সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সুবর্ণবণিক্‌জাতি বর্ণসঙ্কর নহে, মূলত বৈশ্যজাতি। বস্তুতঃ, সুবর্ণবণিক্‌দিগের আকার এবং বর্ণসৌষ্ঠব দেখিলেই বোধ হয়, যে উহারা কখনই অন্ত্যজ নীচ জাতি হইতে পারে না বাঙ্গালার বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতীয় লোকদিগের যে শ্রী দেখা যায়, সুবর্ণবণিক্‌দিগের শ্রী ছাঁদ তাহা অপেক্ষা ন্যূন বোধ হয় না। যাহা সহজেই বোধ হইত, নিমাই বাবুর পাণ্ডিত্য প্রভাবে শাস্ত্র এবং ইতিহাসও তাহাই প্রমাণ করিয়া তুলিল। * * * * * * * * * *

সোমপ্রকাশ।

সন ১২৯১ শাল ২৭এ ফাল্গুন।

সুবর্ণবণিক্‌দিগের ইতিবৃত্ত বর্ণন, এ গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সুবর্ণবণিকেরা বৈশ্যজাতীয়, তাহারা রাজা বল্লালসেনের কোপে পড়িয়া সমাজবর্জ্জিত হইয়াছেন। ইহার নানা প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, রাজার কোপের কারণও নির্দেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়া গ্রন্থখানিকে পাঠোপযোগী করিয়াছেন। বিস্তর শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। নিমাইচাঁদ বাবু যে পরিশ্রম করিয়াছেন, সুবর্ণবণিক্‌দিগের উচ্চ শ্রেণীত্ব লাভ তাহার ফল না হউক, ইতিহাস পাঠে যে ফল লাভ হয়, সে ফল হইবে সন্দেহ নাই। আমরা সমাজের কার্য্যগতিতে দেখিতে পাই যে, শাস্ত্র অপেক্ষা ব্যবহার প্রধান। যে বিষয় শাস্ত্রে আছে, তাহা যদি ব্যবহার বিরুদ্ধ হয়, তাহা আদৃত হয় না। আবার যাহা শাস্ত্রে নাই, তাহা যদি ব্যবহারসিদ্ধ হয়, তাহা আদৃত হইয়া থাকে।

সোমপ্রকাশ।

১ আষাঢ়, ১২৯৩ শাল।

সুবর্ণবণিক, অথবা লেখকের মতানুযায়ী সুবর্ণবণিকেরা যে বৈশ্যবংশীয়, এই পুস্তকে নিমাই বাবু শাস্ত্রাদি সঙ্কলন করিয়া তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন আমরা পূর্ব্বে এডুকেশন গেজেটে এতৎসম্বন্ধে অনেক সমালোচনা দেখিয়া আসিয়াছি। এডুকেশন গেজেটে এই বিষয় লইয়া নিমাই বাবুর সহিত অনেকের মতান্তর হয়। ফলত ভিন্ন মতাবলম্বিদিগের যে যে আপত্তি, এই পুস্তকখানিতে তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে। ইহাতে সুবর্ণবণিকের উৎপত্তি, বাসস্থান, বঙ্গে উপনিবাস, বঙ্গরাজ আদিশূর কর্তৃক 'সুবর্ণবণিক্' উপাধি প্রাপ্তি ইত্যাদি সুবর্ণ বণিক্‌জাতির একটি সুন্দর ইতিহাস বর্ণনা করা হইয়াছে। রাজা বল্লালসেন বিশেষ কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া এই জাতিকে সমাজের ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত করেন, তিনিই সুবর্ণবণিক্‌কে অকারণে বৈশ্য হইতে শূদ্রত্বে পতিত করিয়া দেন সেই অবধি সুবর্ণবণিক্ ব্রাহ্মণ কায়স্থের নিকট অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আসিতেছেন। বাবু নিমাইচাঁদ সুবর্ণবণিকের এই ইতিহাসখানি বহু যত্নে ও বহু পরিশ্রমে প্রকাশিত করিয়া সুবর্ণবণিক্ সমাজকে এক অমূল্য রত্ন

উপহার দিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় এই পুস্তকে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, বহুদিন প্রচলিত আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিবার জন্য নব্যসমাজে যে সমুদয় আন্দোলন উঠে, আমরা তাহার সকলগুলির পক্ষপাতী নহি। কিন্তু সত্য বলিয়া যাহা প্রমাণিত হইতেছে, তাহা প্রচলন না করা দোষাবহ। বহুদিন হইতে সুবর্ণবণিক্‌জাতি যদি অকারণ একজন রাজার ক্রোধে পড়িয়া হীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সমাজে তাঁহাদের প্রাপ্যপদবী ফিরিয়া পাইবার চেষ্টায় বাধা দেওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

CALCUTTA REVIEW

July 1885

"It is the main object of the author of this work to discuss the caste status of the Subarnabaniks or as they are commonly called the Baniahs of Bengal. Evidence is adduced from various sources to prove that the Subarnabaniks belong to the Vaisya caste and that social disesteem and even scorn, in which they are now held in this

country, is wholly undeserved. We think, that the author has succeeded in proving this point, and we cannot help admiring the spirit of candour, fairness, liberality and gentlemanliness in which he has stated his views and conducted his discussion. The great moderation and decorum, with which he has done this part of his work, is indeed another proof of the perfect respectability and orderliness of the class to which he belongs and in whose behalf he has employed his pen. He is a chivalrous champion of an eminently decorous and respectable class in Hindoo Society. We are doubtful however whether this able defence of the Suburnabanik sect of Bengal will produce the desired social effect and destroy the mean and groundless prejudices, which have been generally entertained against them since the time of Ballal Sen who is considered to have been the first and greatest enemy of their class. Popular prejudice is seldom removed by a correct reading of the shastras as is shown by the utterly unsatisfactory and inadequate result of Pandit Issur Chunder

Bidyasagar's brilliant victory in the widow-marriage controversy. We must indeed look to time and the enlighting effect of popular education for the removal of strong popular prejudices; and we do not feel the smallest doubt that as time advances and education spreads the claims of the Subarnabaniks of Bengal, to the love and respect of the great Hindu community will be more and more recognised, and the absurd and ignoble prejudices which are now entertained against them, having disappeared, an eminently useful inoffensive and respectable class of men, will secure that place in the estimation of society, which they should never have lost, and which they are fully entitled to recover

Though not therefore much willing to overrate the practical value of this able work regarded as an essey on a question of Hindu Caste, we freely confess that its value as a treatise on the history of the Subarnabaniks of Bengal since their arrival in this country in the reign of Adisur is very great. That history is clearly told and we trust, do more to raise Subarnabaniks in the estima-

tion of society and dissipate the ignoble prejudice, which are entertained against them, than the most triumphant arguments based on theories of caste. Babu N. C. Seal has clearly proved that the class, to which he belongs has been always and unweariedly employed in the peaceful occupations of trade and the improvement of the material resources of Bengal, and that they have been, as well under Musulman as under English rule, important and powerful factor in the economic and political developement of the country To know Subarnabaniks in this light is to esteem and respect them and me wish that Babu N C. Seal had told us more than he has done about his caste people regarded as the leaders of the commercial industry of his country. He appears to us to know a great deal in that way, and we can assure him that he will have rendered a valuable contribution to the historical literature of Bengal and done much to set his class right in the opinion of Hindu Society, if he writes a separate treatise on the history of his caste, as the greatest trading class in

Bengal. A record of good work done is a better argument in behalf of an unjustly despised people than the theories of caste. Theories, at the best, strike the understanding, good work impresses the heart. To move the heart that is hard and hardened, you should address the heart and not the head.'

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা।

কুমারখালি, সন ১২৯১ সাল ৩০ চৈত্র।

এই বৃহৎগ্রন্থে সুবর্ণবণিকের ঐতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে প্রাচীন সমাজে জাতিভেদের অভাব, কার্য্যভেদে জাতিভেদ প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলক বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। বঙ্গে বণিক সম্প্রদায়ের আগমন, রাজা আদিশূরের পাঁচ উপাধি ও সুবর্ণবণিক জাতিভেদ প্রভৃতি পাঠকবর্গের সুবর্ণবণিকদের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিতে দুঃখ হয়। বাণিজ্যের অভাবে বঙ্গদেশের যে ঘোরতর দুর্দ্দশা হইয়াছে, সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের অধঃপতন তাহার একটি কারণ। আমরা এই পুস্তকখানি পাইয়া সুখী হইলাম।

"History of the Vaisyas of Bengal" নামক একখানি ইংরাজী ভাষায় প্রণীত গ্রন্থ পাঠান্তে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ M A, B L ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র M A, B L মহোদয়দ্বয় গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মল্লিক মহাশয়কে যে দুইখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পত্র লিখেন, তাহা হইতে যথাক্রমে উদ্ধৃত —

I have perused your book * * * with great interest and much pleasure It seems to me that there are good grounds to believe, that the Subarna baniks of Bengal were at one time Vaisyas but degenerated into the status of Sudras You have deserved well of your caste people in bringing to light their true origin So that they might consider whether steps should not be taken to regain their former position by such ways and means, as the Hindu shastras may permit

"The features and complexion the habits and tendencies, and the intelligence of the Subarnabaniks of Bengal coupled with the name itself always led me to believe that they

were of Vaisya origin. But your history has confirmed me in the belief. My impression was that in Bengal causes, which I have a desire to state fully later on, made the Kshetryas and Vaisyas adopt the practices of the Sudras (বৃষলতাং গতাঃ). The immigrants from the North-west failed to retain their caste-practices. The Subarnabaniks shared the same fate. Their further degradation in the scale of sub-castes was due either to Brahminic influence or the king's wrath"

সন ১৩০২ শালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের 'জন্মভূমি' পুস্তকে শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত সঙ্কলিত "শ্রীমদ্দত্ত-উদ্ধারণ ঠাকুর" শিরষ্ক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

ভক্তিশাস্ত্র বৃহৎ গণোদ্দেশদীপিকায় ;—

"শ্রীদামা চ সুদামা চ সুবল শ্চ মহাবলঃ।
সুবাহু র্ভদ্রসেন শ্চ স্তোককৃষ্ণ-সুরামকৌ।
ঃবঙ্গ শ্চ মহাবাহু র্গন্ধর্ব্ব-বীরবাহুকৌ ॥"

শ্রীকৃষ্ণাবতারে ব্রজভূমে এই যে, দ্বাদশ গোপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা ছিলেন, তন্মধ্যে—

"সুবাহু র্যো ব্রজে গোপো দত্ত-উদ্ধারণাখ্যকঃ"

অর্থাৎ, শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে তিনিই (সুবাহু গোপালই) উদ্ধারণ দত্ত নামে বিখ্যাত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার হইবার কিছু পূর্ব্বে এবং শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর, ১৪০৩ শকে এই মহাত্মা * * * গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মুক্তবেণীর স্থান পুণ্য তীর্থ ত্রিবেণী তীরবর্ত্তী সপ্তগ্রামাখ্য নগরে সুবর্ণবণিক কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম শ্রীকর দত্ত, মাতার নাম ভদ্রাবতী, এবং পুত্রের নাম শ্রীনিবাস। উপাধি দত্ত, ও শাণ্ডিল্য গোত্র। তত্র প্রমাণম—

তাঁহার এক সঙ্গী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর এবং কীর্ত্তনীয় সম্প্রদায় প্রধান গায়ক এবং কবি শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর (যিনি পূর্ব্বযুগে শ্রীকৃষ্ণের 'গন্ধর্ব্ব নামে সখা ছিলেন, তিনি) নিত্যগাথায় লিখিয়াছেন,—

শ্রীকরনন্দন দত্ত উদ্ধারণ ......" ইত্যাদি।

(পদসমুদ্র ৩০৪১)

ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সখা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত যে সময়ে শ্রীনবদ্বীপ ধামে প্রকট হইয়াছিলেন, সে সময়টী অতি চমৎকার। তৎ

সময়ে বঙ্গদেশ দেবদুর্লভ স্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল।

শাস্ত্রে শ্রীহরিসাধনের যেরূপ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অতীব কঠোর এবং বহুকাল সাধ্য, কিন্তু কলিকালে জীবের পরমায়ু অতি অল্প পরিমিত, অথচ এই অল্প কালের মধ্যে মানবজীবনের কর্ত্তব্যসকল সমাধান করিতে হইবে। এই নিমিত্ত সেই সর্ব্বদেবাত্মক শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনবদ্বীপ ধামে উদিত হইয়া পরমানন্দ মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন। * * * * * * * * *

কেবল সরল বিশ্বাসী হইয়া যে ব্যক্তি একান্তমনে এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন রূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি দয়াল নামের গুণে আয়াস-সাধ্য কঠোর-তপস্যা-জ্ঞানত বিমলানন্দ উপভোগের অধিকারী হইতে পারেন।

এই কারণেই তৎসময়ে শ্রীদত্ত উদ্ধারণ ঠাকুর দার পুত্র বন্ধুবান্ধব এবং বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অতি দীন-হীন কাঙ্গালবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সেবক ভাব অবলম্বন দ্বারা চিরজীবন তাঁহাদের পদ-যুগলের সেবাতেই আপনার নশ্বর জীবনকে সার্থক বলিয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং তদীয় ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ভক্তি দিগ্দর্শিনীতে বর্ণিত আছে,—তিনি ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে বৈরাগ্যধর্ম্ম করিয়া

৬ বৎসর নীলাচলে, এবং ৬ বৎসর শ্রীবৃন্দাবন ধামে বাস করিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে অর্থাৎ ১৪৬৩ শকের মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী দিবসে স্বকাম-পূর্ণতা এবং সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া নশ্বরদেহ ঈশ্বরে সমর্পণ করত জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই দিন আমাদের শোকের দিন বলিয়া প্রতিবৎসর ঐ তিথিতে উদ্দেশে পিতৃকৃত্য এবং মহোৎসব করিতে হয়। শ্রীবৃন্দাবনের বংশীবটের নিকট এ পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার কৃত কোন গ্রন্থ কি পদ-পদাবলী নাই। পরন্তু তিনি অধ্যয়নের নিমিত্ত বহুবিধ গ্রন্থ ও নানা শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন এখনও তাহার কিছু কিছু আছে। তিনি ভক্তগণের সঙ্গ লাভ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ আর হরিনাম সংখ্যা করিতেন। শাস্ত্রাপেক্ষা শ্রীহরিনামেই তাঁহার গাঢ়ভক্তি ও অনন্যচিত্ততা ছিল। এই মহাপুরুষের আদিপুরুষের নাম "শ্রীভবেশ দত্ত"। তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চল অযোধ্যা প্রদেশে বাস করিতেন।

ঐ ভবেশ দত্ত মহাশয় ৯৭৪ শকে অযোধ্যা প্রদেশ হইতে বাণিজ্য হেতু * * * বঙ্গদেশে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রনদের তীরবর্ত্তি "সুবর্ণগ্রামে" বাস ও তত্রস্থ বৈশ্যকুল সম্ভূত শ্রীকাঞ্জিলাল ধরের ভগিনী শ্রীমতী ভগবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে সনক আঢ্য মহাশয়

করিয়া দূরদেশী বাণিজ্যকারীদের সহিত বহুল পরিমাণে স্বর্ণ ও রজত ব্যবসা দ্বারা অল্পকালের মধ্যে সেই স্থানকে আশাতীত উত্তম অবস্থাপন্ন এবং অতি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত করিয়াছিলেন। রাজা আদিশূর তদবলোকনে এবং অন্যান্য কারণে সনকের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সনকের সম্মান বর্দ্ধনার্থে "সুবর্ণবণিক্" এই উপাধিযুক্ত শাসনপত্রকে একটি শ্লোক রচনা করিয়া সনককে উপহার দিয়াছিলেন আর সনক প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মপুত্র তটবর্ত্তী অভিনব নগরীর 'সুবর্ণগ্রাম" বলিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন। * * * * *

পূর্ব্বে "পোদ্দার" কি "সুবর্ণবণিক" বলিয়া কোন জাতি নির্দ্দিষ্ট ছিল না। বৈশ্য জাতি বলিয়াই গণ্য হইত। ঐ সকল উপাধি কেবল রাজপদক। এক্ষণে ঐ উপাধি জাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। * * * আদি-শূরের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ঐ উপাধিই চলিতেছে। সুতরাং এতদ্বারা বৈশ্যত্বের কোন হানি হয় না। * * *

ঘটক-কারিকায় লিখিত আছে—

'আদিশূরের বংশ ধ্বংশ সেনবংশ তাজা।
বিশ্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা॥"

* * * আদিশূরের বংশ লোপ হইয়াছিল। রাজা অশোকের পর ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন বঙ্গ

সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ৩৫ বৎসরকাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। সেই রাজার শাসন সময়ে বঙ্গদেশে সমাজ সংক্রান্ত যে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার বেগবান্ স্রোত এখনও পর্য্যন্ত সতেজে একাদিক্রমে বঙ্গদেশকে প্রতিনিয়তই প্লাবিত করিতেছে। * * *

বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের, কৌলীন্য-প্রথা সংস্থাপনের বিষময় ফলজনিত নিদারুণ যন্ত্রণায় নয়নবারি নিক্ষেপ না করে, এমন দিনও নাই। বল্লালের গুপ্ত চরিত্র অতিশয় কদর্য্য ছিল। * * *

(ভদীয়) সৎপুত্র লক্ষ্মণসেন কদাচারী পিতার চরিত্র সংশোধনে অকৃতকার্য্য হইয়া নিরতিশয় মনস্তাপে ধর্ম্মলোপ ভয়ে পিতার রাজ্য পরিত্যাগ ও স্বদেশভক্ত বৈদ্যগণ সহিত অভিমানে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই হইতে বৈদ্যদিগের দুইটী থাক হয়। সেকালে বণিকগণ লক্ষ্মণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। * * * *

রাজা সুবর্ণগ্রামনিবাসী সুবর্ণবণিকদিগের উপর মিথ্যা কলঙ্কারোপণে প্রকাশ্য সভায় (দণ্ড) আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। * * * *

বল্লাল কর্ত্তৃক (দণ্ড) আজ্ঞা প্রচারের পর রাজনিযুক্ত দুর্বৃত্তগণ সজোরে সুবর্ণবণিকদিগের উপবীতচ্যুতি এবং অন্যান্য অত্যাচার সহকারে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত

সম্প্রদায়িগণ বণিকবর্গকে "অপাংক্তেয়" অর্থাৎ একঘবিয়া করিয়াছিলেন। * * * *

বৈশ্য-কুলপঞ্জিকায় আছে,—

"বল্লালের অত্যাচারে বণিক্ সমস্ত।
নানা স্থানে সকলে যাইতে হন ব্যস্ত।
কেহ গেল দাক্ষিণে, কেহ গেল রাঢ় দেশে
কেহ বা কজ্জনায় বাস করেন শেষে
কেহ বা মিথিলা গেলা, বিদ্যা অধ্যয়নে।
কেহ বা গুজরাটে গেলা, বাণিজ্য কারণে
কেহ বা উৎকলে গেলা, কেহ রৈল বঙ্গে।
পরস্পর নাহি দেখা স্বজনের সঙ্গে
সোণার সুবর্ণগ্রাম শ্রীহীন হয়।
দুই চারি ধনবান স্থানে রহিল
* * * * * *" ইত্যাদি।

বল্লালের অত্যাচারে দত্তচকানন মহাশয়ের ঊর্দ্ধতন দশম পুরুষ ভবেশ দত্ত মহাশয় বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাবালক পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত সমভিব্যাহারে বেহার প্রদেশে গিয়া তত্রস্থ জনক রাজবংশীয়ের আশ্রিত হইয়া ছিলেন।

* * * * * * * *

ভবেশ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত মিথিলা দেশে

ষট্‌শাস্ত্র দর্শনে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি একদা কাশীধামে দণ্ডী সভায় বিচারে জয়লাভ করিয়া "পুরুষোত্তম শর্ম্মা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বল্লালের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণসেন বঙ্গের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। বাহুবলে মিথিলাদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ধর্ম্মচর্চ্চা সম্বন্ধে, রাজা লক্ষ্মণের বিশেষ অনুরাগ ছিল, তিনি বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীহরি-বিষয়ক পদাগীত রচনা করিতেন। তাঁহার কৃত কয়েকটী পদ শ্রীপদসমুদ্রে আছে। তিনি বিবিধ শাস্ত্রবেত্তা কবিকুলকেশরী পণ্ডিতবর্গকে অমাত্যস্বরূপ সভায় রাখিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা এবং কাব্য অনুশীলন করিতেন।

কবি উমাপতি ধর এবং গোবর্দ্ধন আচার্য্য ও তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী "শ্রীগীতগোবিন্দ" কাব্য রচয়িতা কেন্দুবিল্ব নিবাসী শ্রীজয়দেব গোস্বামী লক্ষ্মণরাজের সভাসদ্ ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ শ্রীজয়দেবকৃত মহাকাব্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীজয়দেব গোস্বামীকে "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন "আর্য্যা সপ্তশতী" নামে কাব্য প্রকাশ করেন। শ্রীজয়দেবকৃত সংস্কৃত গীতগোবিন্দ কেবল বঙ্গদেশ বলিয়া নয়, সমস্ত ভারতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, এবং সর্ব্বত্রই আদৃত, এবং সংস্কৃত সাহিত্যসংসারে এক অদ্ভুত পদার্থ। ভারতীয় কাব্যসমূহের মধ্যে ইহার তুলনা

নাই। শ্রীজয়দেব গোস্বামী এই কাব্যের মঙ্গলাচরণের চতুর্থ শ্লোকে—

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব, শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।"
ইত্যাদি।

এই যে উমাপতি ধর মহাত্মার নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনিই সুবর্ণগ্রাম নিবাসী বৈশ্যকুলোদ্ভব পূর্ব্বোক্ত কাঞ্জিলাল ধর মহাশয়ের পুত্র, উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের আদিপুরুষ শ্রীভবেশ দত্ত মহাশয়ের শ্যালকপুত্র। ইনি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের অমাত্যস্বরূপ রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া কাব্য রচনায় বাণী পল্লবিত করিতেন। শরণ কঠিন এবং দ্রুত রচনায় প্রশংসনীয় এবং তাম্রশাসন রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময় যে সকল তাম্রফলকাদি মুদ্র আছে, তাহাতে উমাপতি ধর মহাশয়ের নাম দৃষ্ট হয়। * * * *

ভবেশ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত সামান্য লোক ছিলেন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্যবলে মহারাজ লক্ষ্মণের সভায় কথায় কথায় শ্রীগীতগোবিন্দের সমুদায় অংশ প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণপক্ষে, দ্বিতীয়তঃ শ্রীশিবপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া "গঙ্গা" নামে এক অদ্ভুত টীকা করেন। কবি

উমাপতি ধর এবং শ্রীকৃষ্ণ দত্তের জীবনী সম্বন্ধে সে কালের ভাষা-কুলজিকায় এইমত লিখিত আছে,—

(১) "কাঞ্জিলাল ধর নাম, বণিক্ প্রধান ।
কবি উমাপতি ধর তাঁহার সন্তান ॥
নূতন নূতন শ্লোক রচনা করিয়া ।
বিচারার্থে রাজসভায় দেন পাঠাইয়া ।
আশ্চর্য্য কবিত্ব শক্তি দেখিয়া রাজন ।
অমাত্য পদেতে তারে করেন বরণ ॥

* * * * * *

(২) কাঞ্জিলালের ভগ্নী, নাম ভগবতী ।
ভবেশ দত্তের পত্নী, গুণবতী সতী ।
দেশত্যাগ করি করে মিথিলায় বাস
তত্ত্ব না পাইয়া ধর বড়ই উদাস ॥
উমাপতি পুত্রসহ করিয়া মন্ত্রণা
ভগ্নীস্থানে যাইবারে হইল উন্মনাঃ
(৩) মিথিলা যাইতে ধর সুসজ্জিত হৈল ।
তা শুনি লক্ষ্মণ রাজা নিষেধ করিল
এখন যেওনা ধর দুর্গমের পথে ।
পশ্চাৎ যাইবে তুমি, আমাদের সাথে ॥
এখন মিথিলা দেশ, মোর অধিকার ।
দূত পাঠাইয়া তত্ত্ব করহ তাহার ॥

মুখবন্ধে "গঙ্গা নামে টীকা" স্থলে সংক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ দত্তের ব্যাখ্যায় মহারাজ লক্ষ্মণসেন অত্যন্ত প্রীত হইয়া ইঁহাকে "সুবর্ণগ্রামে" বাসোপযুক্ত একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইনি লক্ষ্মণরাজের আগ্রহে তখনে মিথিলার বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃদ্ধ মাতা পিতা এবং ভাইভগিনী প্রভৃতির সহিত সুবর্ণগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বতোভাবে বৈশ্যধর্ম্ম পালন এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন। পশ্চাৎ ইঁহার বংশধরগণ বাণিজ্য আশায় শ্রীগঙ্গার উপকূলে বাণিজ্যপ্রধান স্থান সপ্তগ্রামে বাস করেন।

ঈশ্বরানুগ্রহে কোন কালে এ বংশের অবনতি নাই। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর অনুকূলে বংশপরম্পরায় ধনবান্ পুত্রবান এবং বিদ্যাবান্। মূল হইতে আজ ২১ এক-বংশ ত পুরুষ অধিগত হইল, ক্রমশঃ শাখা প্রশাখায় বংশ বিস্তার হইয়া বংশীয়গণ কর্ম্মসূত্রে নানা স্থানে স্থানে বাস ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন অভীষ্টদেব পতিতপাবন শ্রীগোরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অভীষ্টদ শ্রীচরণ ধ্যান ও শরণ ব্যতীত এ বংশের অন্য গতি নাই। * * *

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট, শ্রীবলরাম ও তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দ রূপে ১৩৯৫ শকে রাঢ়দেশে একচক্রা

নগরে দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীহাবাই পাণ্ডতের গৃহে প্রকট হইয়াছিলেন। ইনি ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অবধূত বেশে শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীমথুরা, শ্রীদ্বারাবতী, কাশী, কাঞ্চি, অবান্তকা প্রভৃতি মহা মহা তীর্থ পর্য্যটনের পর শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচলে গমন করেণ, ইনিও সেইসঙ্গে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন * *

ঈশ্বরের লীলা স্বতন্ত্র, তাহার লীলা কে বুঝিতে পারে! একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে বলেন, ভাই! তোমার মুনিধর্ম্ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে, আপন উদাম পরিহার কর। সত্বরে গৌড়ে গমন করিয়া সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, এবং সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার কর। কেহ যেন পাষণ্ডী না থাকে। তাহা হইলেই লীলা পূর্ণ হয়। দুই প্রভুতে যখন এই কথা হয়, তখন সেই ক্ষেত্রে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন, তিনি সেই কথা নিজকৃত পদে লিখিয়াছেন, *

* * * * *

এই প্রসঙ্গ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন।

"* * * * *

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ চন্দ্র সেইক্ষণ।
চলিলেন গৌড়দেশে, লয়ে নিজগণ।
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তাহা প্রভু, ত্রিবেণীর তীরে।
কায় মন বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ।
নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য তার
* * * * * "

ইতিবৃত্তে কথিত আছে, সপ্তগ্রামবাসী বালকগণ, বৈশ্যধর্ম্মাচরণের দ্বারা বৈদিক বিধি অনুসারে উপবীত ধারণ করিতেন। একদিন শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরিহাস সহকারে উদ্ধারণকে বলেন, উদ্ধারণ! স্কন্দ পুরাণাদি দেখিয়াছ? উদ্ধারণ বলিলেন, না প্রভু! তখন প্রভু বলিলেন, তুমিও মূর্খ, তোমার স্বজাতীয়ও মূর্খ এবং অধম। কারণ স্কন্দ পুরাণে আছে

"হরিনামাক্ষরং ভুক্তং ভালে গোপী মৃদাঙ্কিতম।
তুলসী মালিকোরস্কং ন স্পৃশেয়ু র্যমোদ্ভটাঃ॥

ইহা নিশ্চয় যে, শুদ্ধ উপবীত ধারণে কিছুই ফল হয় না। কণ্ঠে তুলসী কাষ্ঠের মালা না থাকিলে এবং তিলক

ধারণ না করিলে দেহ অপবিত্র অর্থাৎ শ্মশানতুল্য। দেখ দেখি, আমি অবধূত উপবীতত্যাগী, তথাপি আমাকে সকলে চিনে। তাই বলি, চেনা বামুনের পৈতায় কি কাজ, উদ্ধারণ প্রভুর এই ইঙ্গিতে স্বজাতিবর্গের সহিত সেইদিন হইতে মালা তিলক ধারণ করেন। ফলতঃ, তিনি কুলধর্ম্ম উপবীত ত্যাগ করেন নাই। প্রভু সুবর্ণবণিকদিগের এই ব্যবহার ও হরিনামে গাঢ় অনুরাগ দেখিয়া,

"সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনি নিত্যাই চাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে॥
বণিকসকল নিত্যানন্দের চরণ
সর্ব্বভাবে সেবিলেন, লইয়া শরণ॥
বণিকসবার কৃষ্ণভজন দেখিতে
মনে চমৎকার পায়, সকল জগতে।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

প্রভুর পূর্ব্ব কথার পোষকতায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন;—

"নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খ যে করিলেন পার॥"

প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থকারের ঐ উক্তি তুচ্ছার্থ নহে। মহাজনে ঐরূপ দীনতাই স্বীকার করিয়া থাকেন, যথা;—

"পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচ কাজ।"

তিহোঁ গিয়া কহিল, প্রভুর সমাচার।
শুনিয়া পণ্ডিত আসি, কৈল নমস্কার॥
প্রভু কহে তোমার কাছে, আইলাম আমি।
বিবাহ করিব, মোরে কন্যা দেহ তুমি॥
পণ্ডিত কহেন প্রভু, ইহা কৈছে হয়।
বর্ণযুক্ত গৃহাচারী, আছে জাতিভয়॥
যদ্যপি সন্ন্যাসিরূপে, তুমি নারায়ণ।
তথাপিও বর্ণত্যাগী, আমি যে ব্রাহ্মণ॥
এত শুনি নিত্যানন্দ চলিলা ফিরিয়া।
লোক সব নিরীক্ষয়ে, চমৎকার হৈয়া॥

* * * * * * * * *

পণ্ডিত কুলীন আর কুলাচার্য্য যত।
সবার হইল পরামর্শ একমত॥
বেদ সংস্কারে পুনঃ দিব উপবীত।
পূর্ব্বাশ্রমের গোত্র গাঁই যেবা আছে নীত॥
প্রভু পাশে এই কথা করিল প্রচার।
অট্ট অট্ট হাসি প্রভু করিলা স্বীকার॥"

অনন্তর, সকলের মতে, বিশেষতঃ সূর্য্যদাসের ভ্রাতা গৌরীদাসের প্রতিজ্ঞানুসারে শুভদিনে শুভক্ষণে প্রভুর যজ্ঞোপবীত এবং বসুধার সহিত বিবিধ ঘটায় বিধিপূর্ব্বক বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। সূর্য্যদাস যৌতুকস্বরূপ কনিষ্ঠ

শ্রীকন্যা জাহ্নবী দেবীকে দান করেন। প্রভুর উপবীত এবং বিবাহ দিবার প্রধান নেতা শ্রীদত্ত-উদ্ধারণ।

বিবাহের পরদিন অম্বিকানগর ও তৎচতুষ্পার্শ্ব পল্লীর যাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং কুলাচার্য্য প্রভৃতি সমবেত হইয়া হাস্য পরিহাস পূর্ব্বক প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন,—

"শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন
স্বপাক করহ কিম্বা, অ ছয়ে ব্রাহ্মণ।

* * * * * " ইত্যাদি।

করুণাবতার শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু সুবর্ণবণিক্ জাতিকে ভক্তিমান্ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সদাচারী দেখিয়াই উদ্ধারণের পক্ক অন্ন গ্রহণ করিতেন। কারণ উদ্ধারণ শূদ্র নহে, তৃতীয় বর্ণের অন্তর্গত। * * * * *

উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের যে স্থানে বাস ছিল, সেই স্থানে একটী বিস্তৃত বহুকালের মাধবীলতা বৃক্ষ আছে। ঐ লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ কোন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া নাই। ঐ লতাবৃক্ষ শাখাপ্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক বটবৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে, তাহার গুঁড়ি প্রায় চতুর্হস্ত।

প্রবাদ আছে, শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু দত্ত ঠাকুরের বাটীতে অন্ন ভোজন করিয়া "দাঁতের কাঠি" ঐ স্থানে প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহাই ঐ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। ঐ মাধবীলতার স্থল বৈষ্ণবদিগের দ্বাদশ

পাটের মধ্যে একটি পাট। ঐ শ্রীপাটে সাধু বৈষ্ণবের সমাগম ও প্রতিদিন হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হয়। এখন সপ্তগ্রামে কিছুই নাই। হুগলাবালী গ্রামে স্বর্গীয় জগমোহন দত্ত মহাশয়ের শ্রীবঙ্কুনন্দনে পূর্ব্বকালের ভাস্কর নির্ম্মিত মহাত্মা দত্ত ঠাকুরের দারুময় স্বরূপ প্রতিমূর্ত্তি এ পর্যান্ত বিরাজমান আছেন। প্রতিদিন তাঁহার পূজা হয়। মূর্ত্তিটী অতি চমৎকার। স্থূলাকার, দেখিতে অতি মনোহর ঠিক ব্রজের রাখালভাব। বিভঙ্গভাবে সবে সম্মুখ অঙ্গে হরিনামাঙ্কিত চাপ, এবং কণ্ঠে ও হস্তে হরিনামের মালা আছে। * * * * *

——

১৩০৯ সাল, —বঙ্গবাসী।

সপ্তগ্রাম।

"পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম"

কবি ভবভূতি তাঁহার উত্তররামচরিত নাটকে শ্রীরামচন্দ্রের মুখ হইতে এই কথাটী কহাইয়াছেন—

"পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্।"

শ্রীরামচন্দ্র বন হইতে প্রত্যাগত হইবার বহুদিবস পরে শম্বুকমুনিকে বধ করিবার নিমিত্ত আর একবার দণ্ডকা-

বণ্যে প্রবেশ করেন তখন তিনি, তাঁহার চারিদিকেই প্রাকৃতিক পরিবর্তন গুলি লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন,—'পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম',—প্রথমবার দণ্ডকারণ্যে আসিয়া, সেখানে স্রোতস্বিনীর স্রোত সন্দর্শন করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, সেখানে আর স্রোত নাই,—তাহা পুলিনে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

আমরা বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই কহিতে পারি। একদিন যে সপ্তগ্রাম, প্রভূত ধনশালী বণিক্-বর্গের প্রাসাদমালার পরিপূরিত,—সপ্তঋষির আশ্রম বলিয়া পরিপূজিত ছিল, আজ সেই সপ্তগ্রাম প্রকৃতই নিবিড় অরণ্যে পূর্ণ হইয়াছে। সরস্বতীর স্রোত প্রায়শঃ পুলিনে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে আমরা সপ্তগ্রামের কতই না মাহাত্ম্য দেখিতে পাই।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়দেশে গঙ্গার তীরে তীরে প্রেমনাম প্রচার করিতে করিতে আগমন করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সপারিকরে সপ্তগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। এতদুপলক্ষে শ্রীবৃন্দাবন দাস বর্ণনা করিতেছেন—

"কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্ব-গণ-সহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণীঘাট নাম।
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্তঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দচরণ।
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম।
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সকল ভুবনে।
সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় যাঁহার দর্শনে
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত, (অন্ত্যখণ্ড)

ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহল যাত্রাকালীন পথে পরিচয় প্রদান করিতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহোদয় তাঁহার চণ্ডীগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—নানা দেশের সওদাগরগণ বাণিজ্য উপলক্ষে নানা দেশ গমন করেন, কিন্তু—

"সপ্তগ্রামের বণিক্ সব কোথায় না যায়।
ঘরে বসি থাকে সুখে নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ—অতি অনুপাম।
সপ্তঋষির শাসন বোলায় সপ্তগ্রাম॥"

শ্রীনরহরি (ঘনশ্যাম) চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেও (৮ম তরঙ্গে) দেখিতে পাই ; শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়—

"সপ্তগ্রাম দেখি প্রণময়ে দূর হৈতে।
সপ্তঋষি-তপস্যার স্থান শোভাময়।
শ্রীগঙ্গা যমুনা সরস্বতী ধারাত্রয়॥
সপ্তগ্রাম দর্শনে সকল দুঃখ হরে।
যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে বিহরে॥"

সপ্তগ্রাম যে সেকালের একটি মহাসমৃদ্ধ স্থান ও পুণ্যতীর্থ, এ সম্বন্ধে বোধ হয় আর অধিক প্রমাণ প্রদর্শনের আবশ্যক নাই। কলিকাতা হাবড়া-ষ্টেশন হইতে ২৭ মাইল দূরে—ত্রিশবিঘা ষ্টেশন। নিজ 'সপ্তগ্রাম' এই ষ্টেশনের অতি নিকটে। পূর্ব্বকালে 'সপ্তগ্রাম' বলিতে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়ে, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সপ্তগ্রাম ও শঙ্খনগর —এই সাতটি গ্রামের সমষ্টি বুঝাইত। আজিও সপ্তগ্রামের চারিদিকে প্রাচীনকালের অনেক ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। একটী প্রাচীন ভগ্ন মসজিদের স্থানে স্থানে প্রাচীন স্থাপত্যবিদ্যার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। মসজিদের বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তরখণ্ডগুলি দেখিলে বোধ হয়, এইমাত্র যেন কে ইহাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছে। কতিপয় প্রস্তরের উপর

আরব্য-ভাষায় অনেক কথা লিখিত রহিয়াছে। একখানি গ্রন্থে উক্ত আরব্য-ভাষার কিয়দংশ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "সর্ব্বশক্তি-মান্ বলেন,—যাঁহারা মসজেদ করেন, যাঁহারা ঈশ্বরে এবং শেষের সেইদিনে বিশ্বাস রাখেন এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন, বৈধদান প্রদান করিয়া থাকেন, ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও ভয়ে ভীত হন না, যিনি মুক্তহস্তে সকলের উপকার করেন, তাঁহারা সেই শ্রেণীভুক্ত, যে শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত। মহম্মদ বলেন, ঈশ্বরের কৃপা তাঁহার উপর, তাঁহার গৃহের উপর এবং তাঁহার সঙ্গীদের উপর সংরক্ষিত হউক, যিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি মসজিদ প্রস্তুত করেন। তাঁহার জন্য পরমেশ্বর স্বর্গে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী এবং অবস্থার উন্নতি করেন ও তাঁহাকে অন্তিমকালে রক্ষা করিয়া থাকেন।"

নিজ 'সপ্তগ্রাম' আজিও বৈষ্ণবগণের মহাতীর্থ। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম—বণিগ্‌বংশাবতংস শ্রীল ঠাকুর উদ্ধারণ দত্তের এবং 'কায়স্থ-কুলাব্জ-ভাস্কর' শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী মহোদয়ের শ্রীপাট অদ্যাবধি এই সপ্তগ্রামে বিরাজমান রহিয়াছে।

শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পাটবাটী ত্রিশবিঘা-ষ্টেশনের পশ্চিম ও গ্রাণ্ড-টাঙ্করোডের উত্তর-পার্শ্বে এবং শ্রীল দাস গোস্বামীর পাটবাটী উক্ত শ্রীপাটের অতি নিকটেই সরস্বতীর তীরে অবস্থিত।

শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত জাতিতে সুবর্ণবণিক ছিলেন। সম্প্রতি অনেক সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক্ মহাত্মা শ্রীপাটের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। হুগলী ঘুটিয়াবাজারনিবাসী স্বর্গীয় ব্রজবল্লভ শীল মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী বাণীদাসী, খিদিরপুর নিবাসী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দত্ত মহাশয়, চেতলানিবাসী শ্রীরাধামাধব আঢ্য মহাশয়, রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীহরিচরণ মল্লিক মহাশয়ের মাতা, হুগলি ঘুটিয়াবাজার-নিবাসী স্বর্গগত বলরাম মল্লিক মহাশয়ের পত্নী প্রভৃতির সাহায্যে—নাটমন্দির, পুষ্প কুণ্ড, মাধবীলতা-মণ্ডপাদির সংস্কারকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীনন্দ প্রসাদ দত্ত মহাশয়ের জননীর সম্পূর্ণ ব্যয়ে সুন্দর একটা শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়া, গত ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহা সমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুবর্ণ বণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধনবানের অভাব নাই। সুতরাং আশা আছে, অচিরকালে আমরা এই শ্রীপাটের বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাইব।

শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর শ্রীপাটের অবস্থা অতিশয়

শোচনীয়। অনেক কায়স্থসন্তানকে পূজ্যপাদ দাসগোস্বামীর নাম লইয়া আপন জাতির গৌরব করিতে প্রায়ই দেখিতে পাই। তবে সমগ্র কায়স্থসমাজ এ বিষয়ে আজিও উদাসীন কেন? কালকাতায় কায়স্থ-সভা কি এবিষয়ে একটু মনোযোগী হইবেন না?

১৩০৮ শালের ভাদ্রমাসের "ভারতী" পুস্তকে সত্যপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রচিত "বাঙ্গালার শ্রেণীবিভাগ" নামক প্রবন্ধে বিবৃত

"সুবর্ণবণিকের ব্রাহ্মণ"।

কলিকাতার বাহিরে সুবর্ণবণিকের ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কলিকাতা নগরী ধনকুবের সুবর্ণবণিক্ জাতির প্রধান স্থান বলিয়া ইঁহাদের ব্রাহ্মণের অবস্থা এখানে মন্দ নহে। এখানে ইঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের গোত্র ও উপাধি ধারণ করেন। অনেকের সঞ্চিত ধন ও দুই চারিবটি বাড়ী আছে। ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ কাব্য স্মৃতি অধ্যয়ন অধ্যাপন করেন। পৌরাণিক রাধামোহন শিরোমণি ও স্বর্গীয় কবি শারদামঙ্গলের গ্রন্থকার বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুবর্ণবণিকের

ব্রাহ্মণকুলের অত্যুজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। আজকাল ইঁহারা ইংরেজী শিক্ষায় মনোযোগ করিয়াছেন। দুই এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ ওকালতী কেরাণীগিরি ও মাষ্টারী ইত্যাদি করিয়া থাকেন।

"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম"।

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মজুমদার নামধেয় একটি কৃতবিদ্য ও গবেষণাপ্রিয় কায়স্থ-কুলতিলক ব্যক্তি "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম" নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়া তাহাতে বেদাদি আর্য্যশাস্ত্রের ও পাশ্চাত্য দর্শনাদি শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তাহাতে বেদশাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব, ঋগ্বেদসংহিতা সঙ্কলয়িতা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য ভট্ট মোক্ষমূলরের বেদ বিষয়ক সঙ্কীর্ণ মতের অসারতা, ভারত বর্ষীয় ঋষিগণের লক্ষণ ও তৎপ্রণীত শাস্ত্রাদির সারবত্তা, তত্রত্য আর্য্য সমাজের চাতুর্ব্বর্ণ্য বেদমূলক ও মন্বাদি স্মৃতি ও ভগবদগীতা শাস্ত্রাদি সম্মত, ইত্যাদি বহু বিষয় অতি-সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত ও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি আর্য্যসমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উপযোগিতা সার্ব্বভৌমিকতা

ও গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ এবং আশ্রম চতুষ্টয়ের কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অতি সুচারু ও বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমীর ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃত্তি আচার ব্যবহার প্রভৃতি কোন বিষয়ই তিনি অব্যাকৃত বা অনুল্লিখিত রাখেন নাই। অধুনা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয় জন্য আর্য্য সমাজে যে যে অনর্থপাত ঘটিতেছে বা উত্তরোত্তর আরও ঘটিবে, তিনি তাহার বর্ণন করতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। এবং পরিশেষে এই আর্য্য সমাজের অবশ্যপাল্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা জন্য ইহার বীজের অস্তিত্ব ও ইহার সংস্কার সাধনোপায়ও তিনি সম্যক্‌রূপে বিবৃত করিয়াছেন। ঈদৃশ সময়ে এ প্রকার গ্রন্থ প্রচার একটি অমূল্য নিদর্শনরূপ ও দেশের ও সমাজের পক্ষে তাহা নিঃসন্দেহ কল্যাণপ্রদ ও সৌভাগ্যজনক হইয়াছে। আমি গ্রন্থকারকে অন্তরের সহিত নমস্কার ও ধন্যবাদ প্রদান করি। বঙ্গদেশের তদানীন্তন সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কর্ত্তব্যতা ও বৈশ্যজাতি সম্বন্ধে তিনি এই এই লিখিয়াছেন।

"কর্ম্মসংস্কার হইতে জাতির উৎপত্তি... যাহা কর্ম্ম-সম্ভূত, তাহা পরিণামশীল, সুতরাং তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে জন্মার্জ্জিত জাতি সুলভ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করা নিতান্ত প্রয়োজন। যেই জন্য বালকের জ্ঞান

হইতে না হইতেই তাহাকে উপনয়ন সংস্কার দিয়া বেদা-ধ্যয়নে ও ব্রহ্মচর্য্যে নিযুক্ত করিবার বিধি। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া বেদা-ধ্যয়ন করে নাই, সে প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নহে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি স্বজাতীয় বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভিন্ন জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করে, এবং স্বজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মা-নুষ্ঠান না করে, সে কেবল জন্মের দোহাই দিয়া এবং নামমাত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়া, বংশানুক্রমিক জাতির দাবী করিতে পারে না। যে বংশে ব্রাহ্মণ্য, ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব ধারাবাহিকরূপে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অক্ষুণ্ণ আছে, সেই বংশের [illegible] স্বধর্ম্মপালনে তৎপর হই-লেই স্ববংশীয় জাতির অধিকারী হইতে পারে। নতুবা যে বংশে বহু পূর্ব্ব পুরুষ হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন, গৃহ্য-ধর্ম্মকর্ম্ম ও স্ববৃত্তির লোপাপত্তি হইয়াছে, সে বংশধরেরা কিরূপে বহু পূর্ব্বপুরুষের স্বজাতি লাভ করিতে পারেন, তাহা বোধগম্য নহে।

অধুনা আমাদের ত্রৈবর্ণিকের অবস্থা অতীব শোচনীয়। এখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুদুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে সমাজ-শরীর ছিন্ন ভিন্ন [illegible]। যে সমাজ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত, ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ছিল, সে সমাজ এখন......যথেচ্ছাচারী উন্মার্গগামী হইয়াছে যে সমাজ

বৈশ্যবর্ত্তৃক ধনধান্য পূর্ণ ছিল, সে সমাজ এখন উদরের জন্য লালায়িত। এখন ধর্ম্ম নাই, শৌর্য্যবীর্য্য নাই, অন্ন নাই।... এখন আমাদিগের কর্ত্তব্য কি ?......কোনও জাতি তাহার জাতীয় স্বভাব সহসা ও সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। আমরা অতি পুরাতন জাতি। ফিনিসিয়া, এবিসিনীয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি পুরাতন দেশ সকলের পুরাতন সভ্যতার সহিত পুরাতন জাতিসকলের লোপাপত্তি হইয়াছে, ভারত এই সকল দেশাপেক্ষা বহু পুরাতন, ভারতের সভ্যতার বয়স গণনা করিতে কেহ সমর্থ নহেন। সে সভ্যতা অতি সারবান্ না হইলে, তাহা এই অগণ্য দীর্ঘকাল মধ্যে বিলুপ্ত হইল না কেন ? আমরাই বা বিলুপ্ত হইলাম না কেন ?......আমরা বিদেশীয় বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী বিজেতাদিগের অধীনে আট নয় শত বৎসর পর্য্যন্ত নানারূপে পেষিত জর্জ্জরিত হইতেছি ; আমাদিগের বিষম অবনতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি আমরা আমাদিগের স্বতন্ত্রতা জাতীয়তা বজায় রাখিতে পারিয়াছি। পারিয়াছি, তাহার কারণ এই যে, অগণ্য কাল হইতে আমাদিগের হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মিশিয়া রহিয়াছে।......বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আমাদিগের প্রকৃতিগত। যাহা প্রকৃতিগত, যাহার সহিত আমাদিগের যুগযুগান্তরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাহা

ত্যাগ করিয়া নূতন একটা প্রণালীতে নূতন একটা লক্ষ্য স্থির করিয়া সমাজবন্ধন করা সুসাধ্য নহে। বিশেষতঃ দশ, পাঁচ জন ইংরাজীশিক্ষিত স্বধর্ম্মানভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন, কোটি কোটি হিন্দু অদ্যাপি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। এরূপ অবস্থায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই আমাদিগের কল্যাণকর। যখন ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পূর্ণ সংস্থান ছিল, সেই সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞান, শৌর্য্যবীর্য্য ও ধনসম্পত্তিতে ভারত পরিপূর্ণ ছিল। তাদৃশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সভ্যতা পৃথিবীর কোনও দেশে অদ্যাবধি দৃষ্ট ও শ্রুত হয় নাই। সে সভ্যতা দুই এক শত বা দুই এক হাজার বৎসর স্থায়ী ছিল না, বহুকাল ব্যাপিয়া সেই সভ্যতা-ভাস্কর পৃথিবীর সর্ব্বদেশ আলোকিত করিয়াছিল মিশর, ইরান্, আরব, গ্রীস, রোম প্রভৃতি পুরাতন দেশসকল ভারত হইতে ধর্ম্ম, ভারত হইতে গণিত, ভারত হইতে জ্যোতিষ, ভারত হইতে দর্শনশাস্ত্র লইয়া সভ্য হইয়াছিলেন। ..ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞানের ধার না ধারেন, পৃথিবীর এমন কোনও জাতি নাই ও ছিল না। এই সকল জ্ঞান বিজ্ঞান বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ফল। মনু বলিয়াছেন,

'এতদ্দেশ-প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥'

আপনারা পাশ্চাত্য মানববিজ্ঞান (Biology) পড়িয়া-

ছেন। জীবন সমরে যোগ্যতমই জীবিত থাকে, অযো-
গ্যের লোপাপত্তি হয়। উক্ত শাস্ত্রের এই তথ্যটিতে
আপনাদিগের বিশ্বাস আছে। বিধর্ম্মী বিদেশীয়দিগের সহিত
জীবনসমরে আমরা জীবিত আছি। ··আমরা পাশব বলে
পরাভূত হইয়াছি কিন্তু মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে
আমরা বিজিত বা হত হই নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রসাদে
আমরা যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া ধারাবাহিক ক্রমে যে মানসিক
ও আধ্যাত্মিক বল সঞ্চয় করিয়াছিলাম, কালবশে তাহার
অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গেলেও যাহা কিঞ্চিৎ আছে, তাহা-
রই মহিমায় আমরা জীবিত আছি। যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে
ব্যভিচার না ঘটিত, তবে পাশব বলেও আমরা হীন হই-
তাম না। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম
কি 'যোগ্যতম' নহে ?

যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মহিমা এত, তাহা কি ত্যাগ করা
কর্ত্তব্য ? না, তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া তাহাকে অধঃ-
পাতে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য ? .. ..বর্ণাশ্রমকে ধ্বংস করা
বা ঔদাস্য প্রভাবে তাহাকে উৎসন্ন যাইতে দেওয়া
জ্ঞান ও বহুদর্শিতার জ্ঞাপক নহে। জাতিভেদ প্রথা মধ্যে
কোনও দোষ থাকিলে, অবশ্যই তাহা অপনয়ন করা
কর্ত্তব্য। ··জাতিভেদ প্রথা মধ্যে যেসকল দোষ প্রবিষ্ট
হইয়াছে তাহা ত্যাগ কর, জাতিধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম শাস্ত্রের

অনুসারে পালন কর।·· জাতিভেদের বিকার প্রাপ্ত হওয়ায় আমাদিগের এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বৈশ্য ও শূদ্রের সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। যখন ভারতে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী বিরাজিত ছিলেন, তখন ভারতের অর্ণবপোত বাণিজ্যের জন্য দেশবিদেশে গমন করিত, তাহাতে বণিকদিগের জাতি যাইত না।......এখন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সকলেরই সমুদ্রযাত্রা প্রচলন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

··বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈশ্য-জাতি বিলুপ্তপ্রায়। বাঙ্গালাদেশে গন্ধবণিক ও সুবর্ণবণিকের সামাজিক অবস্থা অতিশয় হীন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বহুসংখ্যক ও বহুশ্রেণীতে বিভক্ত বণিক আছে, কিন্তু তাহারা দ্বিজধর্ম্ম হইতে একরূপ বহিষ্কৃত। নিয়মিত রূপে তাহাদিগের উপনয়ন ও শিক্ষা হয় না। বৈশ্যজাতির শিক্ষা-ভাবে এদেশের বাণিজ্য বিলুপ্ত ও শিল্পের উন্নতি বন্ধ হই-য়াছে, কারণ, বণিকেরাই লোকের রুচি ও প্রয়োজনানু-সারে শিল্পীদ্বারা তদনুরূপ দ্রব্যজাত প্রস্তুত করায় এবং তাহাতেই শিল্পের উন্নতি হয়। বণিক তৃতীয় জাতি, দ্বিজত্বে তাহার অধিকার আছে—তাহাদিগের অনেকেই সমাজবিপ্লবে দ্বিজত্ব হারাইয়াছে এখন তাহাদিগকে দ্বিজ করিয়া ধর্ম্মে ও সমাজে শাস্ত্রানুরূপ অধিকার না দিলে দেশীয় ধনোৎপাদন ও ধনবৃদ্ধির কাজ নিকৃষ্ট লোকদ্বারা প্রকৃষ্ট-

রূপে চলিবার কোনও আশা করা যাইতে পারে না। স্বধর্ম্ম-নিরত, শিক্ষিত, উন্নতমনা লোকেরাই বৈশ্যবৃত্তির উপযুক্ত। ... ..বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে অধ্যয়ন অধ্যাপন যজন ও যাজনশীল প্রকৃত ব্রাহ্মণের সত্বহানিকর ম্লেচ্ছ সংসর্গ প্রার্থনীয় নহে, তদ্ভিন্ন, যাহাদিগের বৃত্তি রজঃ ও তমোগুণানুরূপ, তাহাদিগের ধর্ম্ম, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির বিদেশীয়দিগের সংস্রবে ও স্পর্শে নষ্ট হইবার সম্ভব কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। তবে বিধর্ম্মীর রক্ত যাহাতে হিন্দুজাতির মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ কঠোর শাসন প্রচার করা কর্ত্তব্য।.. .ইংরাজী শিক্ষিত মহোদয়দিগের মধ্যে আজকাল অনেকেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা সমান্তঃকরণে ইহার পুনর্জীবনের চেষ্টা করুন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের শ্রীচরণে প্রণিপাত-পূর্ব্বক আমার প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা শাস্ত্রযুক্তি ও কালানুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন।"

শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মল্লিকের পুস্তক।

ইং ১৯০২ শাল।

এই অর্দ্ধশতাব্দীকাল শ্রদ্ধেয় বাবু ভৈরবচন্দ্র দত্ত প্রমুখ গ্রন্থকারগণকর্ত্তৃক যেপথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিবিধ সুবর্ণ-বণিক্‌বিষয়ক পুস্তক রচিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মল্লিক মহাশয় সেপথ অনুসরণ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ইংরাজিভাষায় "History of the Vaisyas of Bengal" নামধেয় একখানি পুস্তক নবীন প্রণালীতে রচনা ও প্রকাশ করত, বিগত দিল্লি দরবারোপলক্ষে উপহারস্বরূপ আমাদিগের সম্রাট্-সহোদরকে প্রদান করেন, এবং তদনন্তর প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ও দেশীয় উচ্চ উচ্চ পদবিশিষ্ট গণ্য মান্য জনগণেরও নিকট সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। তাঁহারা অনেকেই এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং অনেকে সানন্দে ইহার প্রাপ্তি-স্বীকারও করিয়াছেন। যাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পত্রের মর্ম্ম পূর্ব্বেই * প্রদর্শিত হইয়াছে। সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে প্রমথ-নাথ বাবু যে এই প্রকারে প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন, ইহা আমাদিগের সামান্য সৌভা-

* ৯২, ৯৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

গোব বিষয় নহে ; তাঁহার ঈদৃশ কার্য্য অস্মজ্জাতীয় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিগণের অনুকরণীয়। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান কাবয়া স্বজাতিপ্রেমে আভিষিক্ত করত জাতীয পুনরুন্নতি ও জাতায় গৌরব সংসাধনে তাঁহাকে উত্তরোত্তব প্রোৎসাহিত করুন। তাঁহার এই পুস্তকে যুক্তি, রাজকীয় রেকড, পাশ্চাত্য লেখকগণের বিবৃতি, এবং শাস্ত্রদর্শী ৺ ভবতচন্দ্র শিরোমণি প্রমুখ পাণ্ডিতগণ, রেভরেণ্ড কৃষ্ণবন্দ L L D., বায বঙ্কিমবন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুব C.I E. প্রভৃতি দেশীয় বৃত্তবিদ্য মহোদযগণের মতঃ প্রধানরূপে অবলম্বিত হইযাছে, এবং শাস্ত্রবাক্য সকল অবান্তরভাবে ও পূর্ব্বোক্ত পন্থাব পোষকতামাত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুবর্ণবণিক্ সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্ত জন্য উক্ত পুস্তকের মর্ম্ম বথাসম্ভব সংক্ষিপ্তরূপে অতঃপর সন্নিবেশিত হইল।

ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে অতি পুরাকালে আর্য্য-জাতিগণ গবাদি ধন সম্পন্ন ছিলেন, স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূল ভক্ষণ ও গোদুগ্ধ পানই তাঁহাদিগের প্রধান খাদ্য ছিল বলিয়া অনুমান হয়। স্নতরাং সর্ব্বদা ফলমূলভূষিত ও তৃণাচ্ছাদিত ভূমির অন্বেষণ জন্য তাঁহাদিগকে যাযাবর স্বভাব হইতে হইযাছিল। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গমনাগমন বা প্রবেশ করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগের সাধারণ নাম ছিল 'বিশ্', ও তজ্জন্যই নরপতি শব্দের একটি প্রতিশব্দ

'বিশাম্পতি'। এই বিশ্‌ নামধারী আর্য্যগণ যখন ভারত-বর্ষের নদনদীবহুল, উর্ব্বরক্ষেত্রসম্পন্ন শস্যশ্যামল পঞ্জাব প্রদেশে আগমন করেন, তখন সংবৎসরকাল। তাঁহারা তথায় নিজের ও স্বকীয় গবাদি পশুর খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাইতে লাগিলেন। সুতরাং আর তাঁহাদিগের আহারান্বেষণজন্য স্থানান্তর গমনাগমনের প্রয়োজন রহিল না। তাঁহারা যাযাবর স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া স্থিতিশীল হইলেন, এবং কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশপূর্ব্বক সেই উর্ব্বর-ক্ষেত্র হইতে বিবিধ শস্যোৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা সমাজবদ্ধ হইয়া শক্তিমন্ত হইলেন ও স্বীয় সমা-জকে রক্ষা ও উন্নত করিবার জন্য নানা কৌশল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদিগের সমাজ এক প্রকার সুপ্রতিষ্ঠ হইলে তাঁহারা প্রশান্তভাবে তত্রত্য প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া স্ব স্ব কবিত্ব শক্তির উদ্বোধন করিলেন। অতঃপর তাঁহাদিগের অন্তরে ভগবদ্ভক্তি উদ্দীপিত হইল, এবং তাঁহারা স্তবস্তুতি রচনা করিতে ও স্বীয় সমাজের কল্যাণ সাধন জন্য বিবিধ নিয়ম সঙ্কলন করিতে লাগিলেন। ব্যক্তিসকল তখন নিজ নিজ গুণকর্ম্মানুসারে তিন বর্ণে বিভক্ত হইলেন, অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞানভক্তিতে উন্নত হইয়া সমাজের আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণ হইলেন।

যাঁহারা যুদ্ধ, শাসন, দণ্ড ও মৃগয়াদি দ্বারা সমাজের মঙ্গল ও শান্তি সংস্থাপন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় হইলেন, এবং যাঁহারা পশুপালন ও কৃষিবৃত্তি দ্বারা সমাজের ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা পীতবর্ণ বৈশ্য হইলেন। আর্য্যজাতির সাধারণ নাম 'বিশ্' শব্দ এক্ষণে এই বৈশ্যদেরই আখ্যা হইল, এবং এই 'বৈশ্য' শব্দও পূর্ব্বোক্ত 'বিশ্' শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অবশিষ্ট যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অজ্ঞান ও ঐ সকল গুণে বঞ্চিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে ঐ তিন বর্ণের সেবাদি করিতে হইত। তাঁহারাই পরিশেষে চতুর্থ বা কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র বা দাসজাতি হইয়াছিলেন।

বৈশ্যগণ এক্ষণে গোপালন ও কৃষি এই দুই কার্য্যে রত হয়েন। ক্রমশঃ তাঁহাদিগের মধ্যে দুইটি অবান্তর শ্রেণী হইল; গোপ ও কৃষক। এবং কৃষকের কার্য্যে সুখসমৃদ্ধি অধিক হইত বলিয়া গোপালন অপেক্ষা কৃষিবৃত্তিটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইল। উত্তরকালে এই কৃষকেরা তাঁহাদের উদ্বৃত্ত শস্যের আদান, প্রদান, বিনিময়, বৃদ্ধ্যর্থে ঋণদান প্রভৃতি বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে লাগিলেন, এবং তজ্জন্য কালক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে বণিক্ নামে আর একটি শ্রেণী গঠিত হইল। বাণিজ্যবৃত্তিটি সমধিক সুখ-সমৃদ্ধিকর বলিয়াই ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে বিবেচিত হইয়া-

ছিল। বণিক্‌গণ আবার স্ব স্ব অধিকৃত ক্ষেত্রে কূপাদি খনন উপলক্ষে নানাবিধ খনিজ পদার্থের আবিষ্কার করিয়া ঐসকল দ্রব্যের বাণিজ্যে তাঁহারা ক্রমশঃ উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হইতে লাগিলেন। বৈশ্যগণের এতাদৃশ বাণিজ্য বিস্তারের বার্ত্তা অতি পুরাকাল হইতেই প্রচলিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য রামায়ণ ও মহাভারতাদি পুরাতন গ্রন্থে বণিকশব্দকে বৈশ্যার্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

আর্য্যজাতির এইরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ বার্ত্তা দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে পাশ্চাত্য যবন ও গ্রীক্ জাতিদিগেরও পরিজ্ঞাত ছিল, তবে সেই সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রসারতা জন্য ষ্ট্রাবো, প্লানি, আরিয়ান্ নামক গ্রীক পাণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের রচিত ভারতের ইতিহাসগ্রন্থে বৌদ্ধ শ্রমণাদিকে আর্য্য জাতীয় বর্ণ চতুষ্টয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভারতবর্ষে সপ্ত প্রকার জাতির বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে বৈশ্যগণের নামোল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ খৃঃ ৩৯৭ অব্দে এবং হোয়েন্থ্সাং খৃঃ ৬২৯ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহাদিগেরও গ্রন্থে ভারতবর্ষে তদানীন্তন বৈশ্যগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তাঁহারা বৈশ্য শব্দকে 'বৈসি' বলিয়া উচ্চারণ করিতেন, এবং দুই একটি প্রবল-প্রতাপান্বিত বৈশ্য নৃপতিরও বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

উত্তরকালে অনেকগুলি বৈশ্য যে বণিক্ নামেই অভিহিত হইতেন, তাহাও "আইন-ই-আকবরি" নামক পারস্ত গ্রন্থে ও আধুনিক পাশ্চাত্য লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় তাহারা 'বণিক্' 'বেণিযা' 'বেণিযান' প্রভৃতি শব্দে উক্ত হইয়াছেন। যথা; ইযুল ও বর্ণেল সাহেবের কোষগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গুজরাটি 'বাণিযো' বা হিন্দি 'বেণিয়া' শব্দ সংস্কৃত 'বাণিজ্' শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্থ—ব্যবসায়ী, বহুবচনে 'বেণিযা' হয়, এজন্য পর্টুগীজেরা এই শব্দকে 'বেণিয়ান্' বলিয়া উচ্চারণ করিত। উইলসন সাহেবও বলেন যে 'বেণিযান' শব্দ 'বেণিযা' শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। সার জর্জ কেম্বেল বলেন যে, ব্যবসায়ী বৈশ্যজাতিকেই প্রকৃতরূপে 'বেণিয' বা 'বেণিযান' বলা যায়। ইত্যাদি

পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশ বনজঙ্গলে পরিণত ও হিংস্রজন্তুগণে পরিপূর্ণ ছিল, এবং বোধ হয় তথাকার আদিমবাসী মনুষ্যগণও আরণ্য ও অসভ্য ছিল। শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, প্রথমে এস্থানে চন্দ্রবংশীয অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পৌণ্ড্র ও সুহ্ম এই কয়জন অত্রত্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া বাস করেন। এবং সেই সকল প্রদেশ তাঁহাদিগের নামেই আখ্যাত হইয়াছে। মন্বাদি শাস্ত্রে এই সকল প্রদেশ আর্য্যাবর্ত্তেরই অন্তর্গত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

আর্য্য-শাস্ত্র হইতে এই সকল চন্দ্রবংশীয় রাজগণের আগমন কাল নির্ণীত হয়না। তবে, তাঁহারা যে মাসিডোনিয়াধিপতি মহাবীর আলেকজাণ্ডারের (খৃঃ পূঃ ৩২৭ বর্ষ) সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, তাহা পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তে মীমাংসিত রহিয়াছে।

পালীভাষায় রচিত 'মহাবংশ' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় যে, খৃ. পূ. আনুমানিক ৫৪৩ অব্দে বিজয়শূর নামক বঙ্গাধিপতি সিংহলে আগমন করত, উহা জয় করিয়া পুরুষানুক্রমে তথায় খৃ ১৭৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বঙ্গদেশীয় রাজগণের ও বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

গ্রন্থকার এইরূপে ভারতবর্ষে ও বঙ্গদেশে আর্য্যজাতি-গণের আগমন ক্রমাবস্থার ও তাহাদিগের সমাজবন্ধন বর্ণন করিয়া, তদন্তভূত বৈশ্যগণেরও ক্রমোন্নতি ও ক্রম বিস্তার উল্লেখ করিয়াছেন। বৈশ্যেরা ঈশ্বরাবতার বুদ্ধ-চৈতন্যাদির নিত্যসহচর ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সদ্বর্ণত্ব, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মর্য্যাদা যুক্তিপ্রমাণসিদ্ধ করিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন। তদনন্তর সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে অযোধ্যা-বাসী সনক আঢ্য প্রমুখ সুবর্ণব্যবসায়ী বৈশ্যগণের বঙ্গে আগমন, তাঁহাদিগের বঙ্গাধিপতি আদিশূর প্রদত্ত সুবর্ণ-বণিক্ আখ্যাপ্রাপ্তি, এবং পরে বল্লাল-নির্যাতন প্রভৃতি

বার্ত্ত যথারীতি বর্ণনা করিয়া, পবিশেষে তাঁহারা এই কলিকাতা সহরে কিরূপ ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া বাণিজ্য বৃত্তি পরিত্যাগে এবং জেজারত ও বেণিয়ান বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা 'Kaye' সাহেবের রচিত এক-খানি পুরাতন ইংরাজি গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার অনুবাদ এই, —

"কলিকাতাবাসিগণ এখনও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত না। তাহাদিগের নিজের ভিতর কোন সাধারণ ব্যাঙ্ক ছিল না, যেখানে তাহারা তাহাদের ধন সুদে খাটাইতে পারিত তথাপি তাহারা কোম্পানীকে অনেক ধন কর্জ্জ বা গাচ্ছিত দিতে সাহস করিত না, সুতরাং ব্যবসায় ভিন্ন ধনিগণের অর্থচালনার আর অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু কোম্পানীই অহিফেন, সোরা, লবণ প্রভৃতির একচেটিয়া ব্যবসায় করিতেন। সুতরাং দেশীয় ধনিগণ কেবলমাত্র বিবিধ শস্যের ব্যবসায় ও পোদ্দারি বাটার কার্য্যেই তাহাদের ধনের ব্যবহার করিতে পারিত। শস্যের ব্যবসায়ে তাহারা পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া পরস্পরকে নির্যাতন করিতেও ভাল বাসিত না, সকলেই লাভের আকাঙ্ক্ষী ছিল। সুতরাং তাহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে ক্রমে নিরস্ত হইতে লাগিল। তাহারা এক্ষণে কেবল সোনা রূপার ক্রয়বিক্রয়ে

বাটার কার্য্যেই অধিকতর মনোনিবেশ করিল। এই ব্যবসায়ে তাহাদিগের প্রভূত লাভ হইয়াছিল।"

গ্রন্থকার পরিশেষে কতকগুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কলিকাতাবাসী সুবর্ণবণিকের বৈশ্যবৃত্তি, আচার, ধর্ম্ম ও রাজসদনে তাহাদিগের উপার্জ্জিত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃত্তান্ত প্রকটিত করিয়া তাঁহার গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন।

রাজপুরুষদিগণ হইতে তিনি যে সকল প্রাপ্তিস্বীকার ও প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন, নিম্নে তাহার কতকগুলির অনুলিপি উদ্ধৃত হইল।

মহামান্য সম্রাটসহোদরের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র

MALABAR POINT.
Bombay, 22nd February 1903

SIR,

I am desired by their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Connaught to express their thanks to you for the copies of the 'History of the Vaisyas of Bengal" which you have sent for their acceptance and

for the loyal expressions contained in your letter

Yours truly

. . .COLONEL,

Staff of H R H The Duke of Connaught

"Society of Antiquaries of London"
নামক সভার প্রেসিডেণ্ট মহামান্য লর্ড
ভাইকৌণ্ট ডিলন্ মহোদয়ের পত্র।

Dated Ditchley Enstone, 16th April 1903

DEAR SIR

I beg to thank you for the copy of the History of the Vaisyas of Bengal As I spent 3 years in India long ago, I am always interested in the history of our loyal fellow subjects in those parts I am reading your work with great pleasure

Yours faithfully
(Sd) DILLON.

"জর্নাল্ অব্ দি রয়াল্ কলোনিয়াল্ ইন্ষ্টিট্যুট্"
হইতে উদ্ধৃত। জুন, ১৯০৩।

* * * "The Vaisyas of Bengal constitute an integral part of the people of that presidency, and in the work under notice the author traces their history from the time of their immigration into Bengal from the North Western Provinces, the successive phases of their civilisation and their distinctive characteristic in habits, manners, customs &c. They trace their settlement in Bengal to an ancient date, when the Pal Rajahs were reigning and Budhism was the religion of the great mass of the people. They brought wealth and commerce with them and they were the main cause of reputed wealth of the kingdom of Bengal The author has gathered together many interesting details. regarding the great section of the people of Bengal and in an Appendix gives a history of individuals of known reputation during the period of British rule."

"The Englishman" সংবাদপত্র, ১৪ই ফেব্রুআরি ১৯০৩।

"A History of the Vaisyas of Bengal' should attract the attention of local historians. Mr. P N. Mallik has been of considerable pains to trace the early history of this important section of the community and the work is the result of great industry and genuine study."

"*The Indian Mirror*" 8th July 1903 – 'History of the Vaisyas of Bengal is the result of unflagging perseverance, application, industry and research, and it is an important contribution to the ethnological history of Bengal." * * * * *

The Indian Mirror 11th July 1903.— "Every page bears testimony to the author's erudition and industry, and the quotations he gives in vindication of the character of the Vaisyas will fully repay perusal. In Appendix A is given the history of most of the Subarnavaniks of Calcutta, which is full of local

interest, and is sure to command a large circle of readers both among the community and out of the community. * * * The book is of a high order and has elicited appreciative notices from men like Mr. Justice Saroda Charan Mitter, Babu Chunder Nath Bose, Mr. Romesh Dutt, Mr Justice Gooroo Dass Bannerjee, Mr. Justice Chunder Madhub Ghosh and from Viscount Dillon, President of the Society of Antiquaries of London"

The Amrita Bazar Patrika 4th July 1903.

' That the Subarna Baniks, though degraded, belong to a higher class, admits of no doubt That is quite evident from the cut of their faces and general culture. The young author deserves well of his community for his attempts to place the Subarna Baniks in their true light before the world."

--

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রমেশ দত্ত C.S., C.I.E. মহোদয়ের পত্র।

8 2 LOUDON STREET,
March 2nd, 1903

MY DEAR SIR,

I never had any doubt myself that the many profession castes of Bengal have grown out of the original Vaisya caste by a simple system of division of labour pursued through centuries. I have said so emphatically in my 'Civilization in Ancient India' Book IV Ch. 8.

The extract given in the margin* will shew how clearly I have stated this opinion, and I have ridiculed the common opinion that the profession castes have been created by inter caste marriages. The whole of that Chapter will amuse you and interest you!

* The Vaisya of Manu have now been disunited into the new modern castes according to the professions they follow. They were not Castes but professions in Manu's time.

I am very glad to find from your book, a copy of which you have kindly sent me, that you support my general theory by individual instance you have taken up, and I have no doubt your book will have its value in the eyes of all real students of history.

With my kind regards
I am yours Sincerely
(Sd.) ROMESH DUTT.

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি, ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চান্সেলর্ শ্রীযুক্ত ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় M.A., D.L. মহাশয়ের পত্র।

DALHI NARKELDANGA, CALCUTTA
March 21st 1903.

MY DEAR PRAMATHA BABU.

* * * * * *

I accept with thanks the copy of your interesting "History of the Vaisyas of Bengal" which you have so kindly presented to me. I have read it with great pleasure.

The spirit of historical research, which the book evinces, is admirable. Though for obvious reasons I must refrain from expressing any opinion upon the main question discussed by you, a question which may come for determination any day before a Court of Justice, I am bound to say that the authorities you have so carefully collected and the reasons you have so thoughtfully adduced in support of your conclusion are entitled to serious consideration. By writing this book, you have not only done valuable services to your community but have made a useful contribution to our historical literature. Your Appendix A will be read with interest not only by the members of your own caste, but by all who take an interest in the history of Calcutta.

You have already given fair earnest of good works in literary fields. May you live long and prove a worthy son of a worthy father.

Yours very Sincerely

(Sd.) GOOROO DASS BANERJEE.

সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও রাজকীয় অনুবাদক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পত্র

Babu Promatha Nath Mullick's History of the Vaisyas of Bengal is a very interesting paper It is the result of great industry and extensive study and coming after so many other pamphlets and booklets in English and Bengali it fully establishes his claim to be regarded as an earnest and devoted literary worker The Appendix to his history of the Vaisyas possesses a special interest as a contribution to our domestic history in the early years of British rule in Bengal

(Sd) CHUNDER NATH BOSE

18th August 1902

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় M.A.,
B.L., C.S.I. মহোদয়ের পত্র।

DATED UTTARPARA
February 26th 1903

MY DEAR SIR,

I have just finished reading your very interesting work on the Vaisyas of Bengal There is much in it which I did not know before. The information given in the Appendix is specially valuable, and not the least the spectacles of the lives of your ancestors. Please accept my best thanks for your kind present

Yours very truly
(Sd.) PEARY MOHUN MOOKERJEE.

অধ্যাপকগণের পত্র।

বরাহনগর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র।

মহাশয়। * * * * *

'সুবর্ণবণিক' সম্বন্ধে স্বজাতীয় গৌরবরক্ষার্থ আপনার উদ্যমকেও বিশেষরূপে প্রশংসা করি। যেহেতুক সম্প্রদায়ের উন্নতিবর্দ্ধনের জন্য বহু প্রয়াস স্বীকার করিয়াও অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত হইয়াছেন। তবে, এই সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা যে বৈশ্যজাতিত্ব স্থির করিতে যাওয়া, তাহা কেবল সাহসমাত্র। যেহেতুক বৈশ্যবর্গে বৈশ্যের পর্য্যায়ে অমরসিংহ বেনেদিগের উল্লেখ না করাতে স্থির হইয়াছে যে, বৈশ্য হইতে বেনেরা স্বতন্ত্র এক জাতি। বৈশ্যের বাণিজ্য অন্যতম ব্যবসা হইলেও তাহা তাহাদের অসাধারণ কর্ম্ম নহে। যেহেতুক, আপদকালে ব্রাহ্মণদিগের জন্যও তাহা লিখিত আছে। যথা মনুঃ—

"ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যাং জীবেত ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন॥"

উ´শিলাদি কৃষ্যন্ত কর্ম্মদ্বারা যখন জীবিকা নির্ব্বাহ না হইবে, তখন ব্রাহ্মণ সত্যানৃত অর্থাৎ বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের অনুশীলন বশতঃ ব্রাহ্মণের হীনতা ঘটিলেও, জাতিতে বৈশ্যত্ব হইবেনা।

প্রাচীনতর ব্যাসসংহিতার

"বণিক্ কিরাত কায়স্থ-মালাকার-কুটুম্বিনঃ"

ইত্যাদি বচন দ্বারা বণিক্গণ শূদ্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং তৎপরবর্ত্তী অমরসিংহ বৈদেহক জাতির এক পর্য্যায়ে বণিক্ শব্দ ও অন্যান্য বাণিজ্য ব্যবসায়ী বাচক শব্দের উল্লেখ করাতে, এবং শূদ্রবর্গের "তস্যাং বৈদেহকো বিশঃ" এই অংশ দ্বারা ব্রাহ্মণকন্যাতে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন সঙ্কীর্ণজাতিকে বৈদেহক বলাতে, বিশেষতঃ

"বৈশ্যান্ মাগধ-বৈদেহৌ রাজ-বিপ্রাঙ্গনা সুতৌ"

মনূক্ত এই বচন দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারা যায়, বৈশ্যের অন্যতম ব্যাবসায় বাণিজ্য কালক্রমে বৈদেহক জাতিরই একচেটিয়া হইয়াছিল। তন্নিবন্ধনই বৈশ্যপর্য্যায়ে বণিক্ শব্দের উল্লেখ না করিয়া বৈদেহক জাতির পর্য্যায়ে অমর কোষে বণিক্ শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা—

"বৈদেহকঃ সার্থবাহো নৈগমো বাণিজো বণিক্।

পণ্যাজীবো হ্যাপণিকঃ ক্রয়বিক্রয়িক শ্চ সঃ॥"

এই অভিধানমূলক বোধ হইতেছে, বৈশ্য বিরলপ্রচার

হইলে, বা বৈশ্যগণ বাণিজ্য ব্যাবসায পরিত্যাগ করিলে, বৈশ্যের সন্তান বলিয়া প্রতিলোমজ বৈদেহক জাতিরই তাহার উত্তরাধিকার হইয়াছিল। ইত্যাদি নানা কারণেই রঘুনন্দনও বর্ত্তমান সময়ে বৈশ্যের অভাব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অতএব বার্ত্তমানিক বংশ পরম্পরায় ব্যবসায় দেখিয়া জাতি নির্ণয় হওয়া অসম্ভব। ব্যবসাই যদি জাতির পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে বংশপরম্পরায় কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা কৈবর্ত্ত ও তেলি জাতিকেও বৈশ্য বলা যাইতে পারে। রামায়ণ মহাভারতাদির যে যে স্থলে বৈশ্য তাৎপর্য্যে বণিক্ শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা ছন্দানুরোধে পূর্ব্বতনীয় বণিক্‌ ও বৈশ্যাভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে। বার্ত্তমানিক বণিক্ উক্ত বণিক্ শব্দের বাচ্য নহে, সুতরাং সুবর্ণবণিক ও গন্ধবণিক্ যে বৈশ্যজাতি, তাহার কোন সুস্পষ্ট ও বিশ্বস্ত প্রমাণ এযাবৎ আমরা দেখিতেছি না। আধুনিক বল্লালচরিত দ্বারা পূর্ব্বতনীন সংহিতা ও কোষাদির সংকোচ করিতে যাওয়া অতীব দুঃসাহসিকতার কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন গ্রন্থ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কল্পনা করিলে, বল্লালচরিত প্রভৃতি যে কাল্পনিক নহে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? যেহেতু বল্লালচরিত দৃষ্টে কোন বিধি বা ব্যাবস্থা এপর্য্যন্ত কোন সমাজে প্রচলিত দেখা যায় না। অতএব আমার বক্তব্য এই, বহুকাল যাবৎ বহুপুরুষ হইতে

যে যেজাতি বলিযা যেরূপ আচার ব্যাবহার অনুসরণ করিয়াছে, তাহার পৈত্রিক সেজাতীয সদাচার অনুসরণ করতঃ উৎকর্ষ লাভ করার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত ও সময়-উচিত।

আত্মোন্নতির উদ্দেশে প্রবৃত্ত হইলে তাহার পথ স্বতন্ত্র। বৈশ্য বলিয়া খ্যাত হইলেও আত্মউৎকর্ষ হইবে না। বরং নীচ প্রকৃতি হইযা উচ্চ জাতির ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে মনুষ্য পাপপঙ্কে লিপ্ত হইযা চিরকালের জন্যে আত্ম উন্নতি লাভে বঞ্চিত হইবে, সন্দেহ নাই। সুবর্ণবণিক্ গ্রন্থসম্বন্ধে প্রতিবাদের বিষয অনেক আছে, কিন্তু হইলেও অনেক প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বরং আপনাদের জাতীয উন্নতি হইলে আমাদেরও বিশেষ লাভের প্রত্যাশা। সুতরাং যাহা কিছু লিখা হইল, কেবল আপনার অনুরোধে, যেহেতু আপনি দোষগুণ উভযই জানিতে চাহিযাছেন। ইহা অন্যথা অপ্রকাশ্য। আপনার এই গ্রন্থের দ্বারায নানা শাস্ত্রাভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয পাইয়াছি। লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই নির্ব্বিবাদে আপনাতে আছে, সুতরাং বৈশ্যত্ব ব্যবস্থাপন আপনার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। যদিও "সত্যং ব্রুযাৎ প্রিযং ব্রুযাৎ" ইত্যাদি শাসন আছে, তথাপি অভিমত জানাইতে যে অপ্রিয বলা হইল, তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইযা আমাকে একজন আপনার নিজের লোক

বলিয়াই গণ্য করিবেন, ও কোন বিষয়ের মীমাংসার জন্য আদেশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

দৈন্য নিবন্ধন বিস্তার করিয়া কিছু লিখিতে পারিলাম না। ইত্যর্থে বিজ্ঞাপন করিলাম।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মণঃ

তর্কনিধেঃ।

—

ইহার উত্তর।

শ্রীশ্রীহরিঃ

পরমপূজনীয়াশেষশাস্ত্রাধ্যাপক রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত শুদ্ধসত্ত্বগুণালঙ্কৃত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয়েষু।

প্রণতিপূর্ব্বকং সবিনয় নিবেদনম।

মহাশয়! দুই চারি দিবস হইল আপনার একখানি পত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনি মৎসঙ্কলিত 'গঙ্গাস্তোত্রাদিসংগ্রহঃ' ও 'দুর্গাসপ্তশতী চণ্ডী' গ্রন্থের দুইখণ্ড পাঠে যে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে বড়ই আনন্দ ও শ্লাঘার বিষয়। বৈদিক রাত্রিসূক্ত ও বৈদিক দেবীসূক্ত আমি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ পাঠ্যখণ্ডে সন্নিবেশিত করি নাই। তাহা শীঘ্রই বৃহদ্গ্রন্থখণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

আমি বহুদিন ধরিয়া নানা দেশ হইতে বিবিধপ্রকার চণ্ডী-গ্রন্থ সংগ্রহপূর্ব্বক মন্ত্রময়ী চণ্ডীদেবীর যেসকল রহস্য মাহা-ত্ম্যাদি জানিতে পারিয়াছি, তাহা এই বঙ্গদেশের বিদ্বজ্জন ও ভক্তজনের নিকট প্রকাশ করিবার জন্যই আমার একান্ত বাসনা। ভবাদৃশ সারগ্রাহী ব্যক্তিগণের তাহা উপাদেয় ও গ্রহণীয় হইলেই আমার সমুদয় যত্ন ও চেষ্টা সফল জ্ঞান করিব।

মৎসঙ্কলিত 'সুবর্ণবণিক' গ্রন্থখানি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ কয়-খানির ন্যায় পরমার্থযুক্ত না হইলেও যে আপনি তাহা দেখিতে বিরত হন নাই, ইহাও আমার পক্ষে সামান্য শ্লাঘা ও আনন্দের বিষয় নহে। এবং আমাকে উপদিষ্ট করণা-ভিপ্রায়েই যে ইহার বহুবিধ ত্রুটি উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাকে বার বার প্রণাম ও ধন্যবাদ করি। তবে, আমার বুদ্ধিমান্দ্য জন্য আপনার কোন কোন উপদেশের সার ও মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া আপনাকে তত্তৎ বিষয়ে কিছু কিছু বলিতে অগ্রসর হই-তেছি, কৃপা করিয়া আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

আপনি লিখিয়াছেন,—"বৈশ্যের বাণিজ্য অন্যতম ব্যবসা হইলেও তাহা তাহাদের অসাধারণ কর্ম্ম নহে। যেহেতু আপৎকালে ব্রাহ্মণদিগের জন্যও তাহা বিহিত হইয়াছে।"

আমি এই যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, যাহা আপৎকালে অগত্যা কর্ত্তব্য, ও অনাপৎকালে অকর্ত্তব্য, তাহাই কর্ত্তার পক্ষে তাৎকালিক অসাধারণ কর্ম্ম, সাধারণ নহে। অর্থাৎ কর্ত্তার নিকট তাহা অনাপৎকালে বা প্রকৃত সময়ে অসাধারণ বা বিশেষ কর্ম্ম নহে। সুতরাং প্রকৃত বা অনাপৎকালে বাণিজ্য বৃত্তিটি ব্রাহ্মণের পক্ষে অসাধারণ নহে, উহা বৈশ্যেরই অসাধারণ বা বিশেষ কর্ম্ম। এজন্য মদীয় পুস্তকের ৫৯ হইতে ৬৪ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মনুসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, গৌতমসংহিতা, পরাশরসংহিতা, হারীতসংহিতা, ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও অমরকোষের বচন সকল একবাক্যে প্রমাণিত করিতেছে যে, বৈশ্যের বাণিজ্য বৃত্তিটি প্রকৃত বা অনাপৎকালে তদীয় একটি অসাধারণ বা বিশেষ কর্ম্ম। ব্রাহ্মণের আপৎকালে কর্ত্তব্য বাঞ্জক অর্থসহ যে "ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত" ইত্যাদিক শ্লোকটিকে আপনি মনুক্ত বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা আমি মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের শেষ ভাগে চতুর্বর্ণের আপৎকালে জীবিকা নির্ব্বাহের উপদেশ সমূহে খুঁজিয়া পাইলাম না। উহা মনুসংহিতার কোন অধ্যায়ের কতসংখ্যক শ্লোক, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইব।

সংস্কৃত ভাষায় 'বৈদেহক' শব্দটি দ্ব্যর্থক . যথা মেদিনী-কোষে—

"বৈদেহকো বাণিজকে শূদ্রাদ্ বৈশ্যাসুতেঽপিচ"

অমরকোষেও এইজন্য এই শব্দটি বৈশ্যবর্গে বৈশ্যার্থে, ও শূদ্রবর্গে সঙ্কীর্ণজাতিবিশেষার্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শূদ্রবর্গে যথা—

"ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ, তস্যাং বৈদেহকো বিশঃ।"

এই সঙ্কীর্ণজাতি বৈদেহকের উৎপত্তি সম্বন্ধে মনু, বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়, এবং অন্যান্য ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রেও বৈশ্য-বীজ ও ব্রাহ্মণীক্ষেত্র বলিয়া উক্ত আছে অমরকোষের বৈশ্যবর্গে বৈশ্যগণের বিরাট্ পুরুষের দেহসম্বন্ধে ও ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় দেওয়া আছে, যথা—

"উরব্যা উরুজা, অর্য্যা বৈশ্যা ভূমিস্পৃশো বিশঃ।"

"ক্ষেত্রাজীবঃ কর্ষকশ্চ কৃষিকশ্চ কৃষীবলঃ"

"কুসীদকো বার্দ্ধুষিকো বৃদ্ধ্যাজীবশ্চ বার্দ্ধুষিঃ।"

"বৈদেহকঃ সার্থবাহো নৈগমো বাণিজো বণিক্।

পণ্যাজীবো হ্যাপণিকঃ ক্রয়বিক্রয়িকশ্চ সঃ।"

আবার 'রাজনির্ঘণ্ট' নামক কোষগ্রন্থের বৈশ্যপর্য্যায়ে এক-স্থানেই দেখা যায় যে 'বৈশ্য' ও 'বণিক্' শব্দ একার্থক। যথা—

"বৈশ্যস্তু ব্যবহর্ত্তা বিট্ বাৰ্ত্তিকঃ পণিতো বণিক্।"

এই দুইটি শব্দের একার্থকতা মদীয় গ্রন্থের ৬৫ হইতে ৬৭ পর্যান্ত পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মনুসংহিতা, বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, বৃদ্ধগৌতমসংহিতা প্রভৃতি অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থের বচন সকলেও প্রতিপন্ন হইতেছে কিন্তু আপনি নিজের তর্কবিদ্যার প্রভাব দেখাইবার ছলে এই দ্ব্যর্থক 'বৈদেহক' শব্দকে একার্থে পরিণত করিয়া, এবং একের মুণ্ড অপরের দেহে বসাইয়া আমাকে বিষম বিভীষিকায় নিক্ষেপ করিয়াছেন। এবং পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রসংঘ প্রতিপাদিত একার্থক 'বৈশ্য' ও 'বণিক' শব্দদ্বয়কে ভিন্নার্থক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা প্রকার কূট যুক্তির অবতারণা করিয়া আমাকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; যথা—

"অমরসিংহ বৈদেহক জাতির এক পর্য্যায়ে বণিক্ শব্দ ও অন্যান্য বাণিজ্য-ব্যবসায়োপাধক শব্দের উল্লেখ করাতে, এবং শূদ্রবর্গে 'তস্যাং বৈদেহকো বিশঃ' এই অংশদ্বারা ব্রাহ্মণকন্যাতে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন সংকীর্ণজাতিকে বৈদেহক বলাতে, বিশেষতঃ—

'বৈশ্যান্ মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ'

মনুক্ত এই বচন দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারা যায়, বৈশ্যের অন্যতম ব্যবসায় বাণিজ্য কালক্রমে বৈদেহক জাতিরই

একচেটিয়া হইয়াছিল। তন্নিবন্ধনই বৈশ্যপর্য্যায়ে বণিক্
শব্দের উল্লেখ না করিয়া বৈদেহক জাতির পর্য্যায়ে অমর-
কোষে বণিক্‌শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

আপনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—"এই অভিধান-
মূলক বোধ হইতেছে, বৈশ্য বিরলপ্রচার হইলে। বা বৈশ্যগণ
বাণিজ্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে, বৈশ্যের সন্তান বলিয়া
প্রতিলোমজ বৈদেহক জাতিরাই তাহার উত্তরাধিকারী
হইয়াছিল ইত্যাদি নানা কারণের রঘুনন্দনও বর্ত্তমান
সময়ে বৈশ্যের অভাব বর্ণনা করিয়াছেন।"

এক্ষণে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাস্য এই, যে অমরকোষ
অভিধানখানি কি কেবল বল্লালসেন শাসিত বঙ্গদেশের
জন্য, বা সমুদয় ভারতবর্ষের জন্য লিখিত হইয়াছিল? যদি
সমগ্র ভারতবর্ষেরই জন্য হয়, তাহা হইলে আপনি কি সূত্রে
জানিলেন, যে তথায় বৈশ্যজাতি বিরলপ্রচার হইয়াছে,
বা বৈশ্যগণ বাণিজ্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে? এই
বঙ্গদেশমাত্রেই বল্লাল-নিগ্রহে বৈশ্যগণ অগত্যা শূদ্রাচার-
গ্রস্ত হইয়াছেন, হিন্দুসমাজ চতুর্বর্ণাত্মক হইলেও বল্লাল-
বিপ্লবে এখন তাহা এ দেশমাত্রের বৈশ্যাঙ্গহীন হইয়া
রহিয়াছে। কিন্তু এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য সর্ব্বত্রই
হিন্দুসমাজ পূর্ণাঙ্গ রূপে বর্ত্তমান, তথায় বৈশ্যজাতির প্রাদু-
র্ভাব ও বাণিজ্য ব্যবসায়াদি অপ্রতিহতভাবে রহিয়াছে,

ইতিহাস ও রাজকীয় লোকসংখ্যার বিবরণ ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আবার আপনি বলেন—"বাণিজ্য কালক্রমে বৈদেহক জাতির একচেটিয়া", "বৈশ্যের সন্তান বলিয়া প্রতিলোমজ বৈদেহক জাতিরাই তাহার উত্তরাধিকারী", এই অশ্রুতপূর্ব্ব অজ্ঞাতচর অদ্ভুত বিষয়টি আপনি কোথায় পাইলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বিদিত করাইলে, আমি অনুগৃহীত হইব। প্রতিলোমজ সঙ্কর বৈদেহকজাতির বৃত্তি বা কার্য্য সম্বন্ধে আমি এইমাত্র জানি, মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে—

"বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং"

কুল্লূকভট্টের টীকায় "বৈদেহকানাং অন্তঃপুররক্ষণং", এবং বিষ্ণুসংহিতার ১৬শ অধ্যায়ের ১২শ সূত্রে—

"স্ত্রীরক্ষা তজ্জীবনঞ্চ বৈদেহকানাম"।

আপনি শাস্ত্রব্যবসায়ী হইয়া এপ্রকার কূটজালে আমাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে আমি গতিহীন হইয়া পড়ি। আমার কি সাধ্য, যে ভবাদৃশ তর্কীদিগের সহিত তর্ক করিতে পারি? রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তদীয় গ্রন্থের কোন্ তত্ত্বের কোন্ স্থানে বৈশ্যাভাব বর্ণনা করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা জানাইলে আমি কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হইতে পারি।

আমি মদীয় পুস্তকে আর্য্য বা হিন্দুসমাজ বর্ণনায় ৭ম পৃষ্ঠায় বিবৃত করিয়াছি, যে দীর্ঘকালে প্রকৃতির

মলিনতা নিবন্ধন বিপর্যায দশা ঘটিয়া থাকে। তখন কোন বর্ণই সমষ্টিভাবে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে না পারিয়া ভয়াবহ পরধর্ম্মের অনুসরণ ও তাহাতেই রুচি প্রকাশ করে। তজ্জন্যই দেখা যায় যে অনেক ব্রাহ্মণেও এক্ষণে 'চট্টোপাধ্যায কোং' 'মুখোপাধ্যায কোং' 'ভট্টাচার্য্য কোং' প্রভৃতি নামে 'চটীজুতা-বিক্রেতা' 'তামাকু-বিক্রেতা' 'বিলাতি-বস্ত্র-বিক্রেতা' প্রভৃতির কার্য্য করিতেছেন. অনেকে আবার পাচক ঘণ্টাবাদক প্রভৃতি শূদ্রোচিত বা সঙ্করজনোচিত দাসত্ব কার্য্যেও পশ্চাৎপদ নহেন। এদিকে অনেক নিম্নবর্ণ বা সঙ্করজাত ব্যক্তিও উচ্চতর বর্ণের কার্য্য দক্ষতার সহিত সুচারুরূপে করিতেছেন। আপনি বোধ হয এই জন্যই লিখিযাছেন—"বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা যে বৈশ্য জাতিত্ব স্থির করিতে যাওয়া, তাহা কেবল সাহসমাত্র", "বার্ত্তমানিক বংশপরম্পরায ব্যবসায দেখিয়া জাতি নির্ণয হওয়া অসম্ভব", "ব্যবসাই যদি জাতির পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে বংশপরম্পরায কৃষি ও বাণিজ্য-দ্বারা কৈবর্ত্ত ও তেলি জাতিকেও বৈশ্য বলা যাইতে পারে" ইত্যাদি।

তবে, এস্থলে এইটুকু বিবেচ্য যে আপনার এবম্বিধ যুক্তিতে প্রকৃত বৈশ্যসন্তানগণও আধুনিক বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বৈশ্যেতর জাতির সহিত 'খলেকপোত' ন্যায়ে

একত্রে ধরা পড়িল, সুতরাং ঈদৃশী যুক্তি প্রকৃত সত্য নির্ব্বাচনে অসমর্থা।

আপনি আবার লিখিয়াছেন, যে 'রামায়ণ মহাভারতাদির যে যে স্থলে বৈশ্য-তাৎপর্য্যে বণিক্ শব্দের প্রয়োগ আছে; তাহা ছন্দানুরোধে প্রশংসনায় বণিক বৃত্তি বৈশ্যাভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে"।

সুতরাং আপনাকে স্বীকার করিতে হইল, যে 'বণিক্' শব্দটি 'বৈশ্য' শব্দেরই পর্য্যায়ান্তর, এবং ঋষি প্রণীত প্রাচীন শাস্ত্রেও ইহার প্রয়োগ আছে অতএব হাতিপূর্ব্বে অমরকোষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'বৈশ্য' শব্দ ও 'বণিক' শব্দ থাকাতে আপনি ঐ দুইটি শব্দ একার্থক নয় বলিয়া যে বাগ্জাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা পরিজ্ঞানে মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি জন একবারেই অসমর্থ।

পরন্তু মনু প্রভৃতি ঋষিদিগের সময়ে বাণিজ্য বৃত্তি বৈশ্যগণের বিশেষ ধর্ম্ম হইলেও, তাহার কিয়দংশ যে শূদ্র জাতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইত তাহারও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা পরাশরসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে

"লবণং মধু তৈলঞ্চ দধি তক্রং ঘৃতং পয়ঃ।
ন দুষ্যেচ্ছূদ্র জাতীনাং, কুর্য্যাৎ সর্ব্বস্য বিক্রয়ম॥"

সুতরাং আপনার প্রদিষ্ট বাণিজ্য ব্যবসায়ী তেলি তাম্বলি

জাতির উল্লেখে প্রকৃত বৈশ্যজাতির বৈশ্যত্ব লোপ হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা যাউক যে এই বঙ্গদেশে বৈশ্যজাতি ছিল কি না? এবং তাঁহাদিগের বংশাবলি এখনও আছে কি না? এই বিষয় জানিতে হইলে ঐতিহাসিক কিংবদন্তী ও ইতিহাস গ্রন্থেরই প্রয়োজন। এবং ঐ সকল কিংবদন্তী ও গ্রন্থ হইতে যদি এমন বুঝা যায়, যে এখানে পূর্ব্বকালে এমন কোন কোন জাতি ছিলেন, যাহাদিগের পুরুষানুক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কৃষি, বাণিজ্য কুসীদ ও পশুপালন, এই কয়টি বৈশ্যবৃত্তির মধ্যে একটি বা দুইটি বা ততোধিক জীবিকা ছিল, এবং তাঁহারা তখন বৈশ্য বলিয়া উক্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অধস্তন পুরুষগণ পূর্ব্বাচার রাখিতে সমর্থ হউন বা না হউন, তাঁহারা বৈশ্যবংশসম্ভূত ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? 'কুলাচার্য্য-কারিকা', গোপালভট্ট ও আনন্দভট্ট রচিত ভিন্ন ভিন্ন 'বল্লালরচিত', গোবর্দ্ধন মিশ্র কৃত 'কুলপুস্তক' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থে জানিতে পারা যায়, যে প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গাধিপতি আদিশূরের সময়ে সনক আঢ্য প্রমুখ কতকগুলি সুবর্ণরজত-ব্যবসায়ী ও কুসীদ-জীবী বৈশ্য অযোধ্যা প্রদেশ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করত তথায় বসতি করেন, এবং তাঁহারা কিছুদিন পরে

উক্ত আদিশূর নৃপতি কর্তৃক 'সুবর্ণবণিক্' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, অনন্তর প্রায় ১৫০ বর্ষ পরে তাঁহারা বল্লালসেন কর্তৃক নির্যাতিত হইয়া অগত্যা উপবীত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া, ক্রমশঃ শূদ্রাচারগ্রস্ত হইয়াছেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গন্ধবণিক্ তত্ত্ব" গ্রন্থে দেখা যায়, যে কতকগুলি গন্ধোষধি-ব্যবসায়ী বৈশ্য কৌশাম্বী প্রভৃতি জনপদ হইতে বঙ্গে আগমন করিয়া কালক্রমে সাধারণ মুখে 'গন্ধবণিক' নামে অভিহিত হইয়াছেন, এবং বল্লালের উক্ত বণিক্‌নিগ্রহের সময়ে তাঁহারাও সুবর্ণবণিকের ন্যায় অগত্যা উপবীত-বিহীন ও শূদ্রাচারগ্রস্ত হইয়াছেন। বল্লালসেনের কীর্ত্তি শুদ্ধ বণিক্‌জাতির নিগ্রহে পর্য্যবসিত হয় নাই, তিনি "যোগী" নামক এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণকেও ঐরূপ উপবীত-বিহীন ও শূদ্রাচারগ্রস্ত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন তৎকালীন বৈদিক ও অপর কতকগুলি শ্রেণী ভিন্ন তদীয় প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রচার করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবিধ কদাচার প্রতিষ্ঠিত করেন, যাহার ফলে বঙ্গদেশে এখন কতই না প্রত্যক্ষতঃ অনর্থপাত ঘটিতেছে! এই সকল সত্যবিষয় সত্ত্বেও মহাশয় লিখিয়াছেন।—"বার্ত্তমানিক বণিক্ উক্ত (অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারতাদি শাস্ত্রোক্ত) বণিক্ শব্দের বাচ্য নহে।

সুতরাং সুবর্ণবণিক্ ও গন্ধবণিক্ যে বৈশ্যজাতি, তাহার কোন সুস্পষ্ট ও বিশ্বস্ত প্রমাণ এযাবৎ আমরা দেখিতেছি না। আধুনিক বল্লালচরিত দ্বারা পূর্ব্বতনীন সংহিতা ও কোষাদির সঙ্কোচ করিতে যাওয়া অতীব দুঃসাহসিকতার কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন গ্রন্থ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কল্পনা করিলে, বল্লালচরিত প্রভৃতি যে কাল্পনিক নহে, তাহাই বা কে বলিতে পারে ?'

আপনার ঈদৃশ বাক্যে মদীয় ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহাই অনুমিত হয়, যে ইহা আপনার বর্ণদ্বেষ বিজৃম্ভণ মাত্র। অর্থাৎ, হয়, বণিক্ জাতির প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ কোন ব্যক্তি বা জাতির প্রতি অনুরাগ বশতঃ তৎপ্রচোদনায়, না হয়, নিজের কোন নিন্দা বা বিদ্বেষ বহ্নি জ্বালায় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ভবদুচিত মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন কারণ, আপনি ইহারই পরে বলিয়াছেন "যেহেতু বল্লালচরিত দৃষ্টে কোন বিধি বা ব্যবস্থা এযাবত্ত কোন সমাজে প্রচলিত দেখা যায় না।"

বল্লালচরিত তো একখানি ইতিহাস পুস্তক, অর্থাৎ বল্লালের সময়ে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাই তাহাতে লিপিবদ্ধ আছে। যথা কৌলীন্য-প্রথা, যোগী নির্যাতন, বণিক্-নির্যাতন, নীচকন্যা-গমন, তৎপ্রচোদনায় প্রিয় পুত্রের বধাজ্ঞা প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রাদির ন্যায় ইহা হইতে বিধি বা ব্যবস্থা কি পাওয়া যাইতে পারে ?

আপনি একস্থানে লিখিয়াছেন—“প্রাচীনতর ব্যাস সংহিতার

‘বণিক্ কিরাত কায়স্থ-মালাকার-কুটুম্বিন’

ইত্যাদি বচনদ্বারা বণিক্‌গণ শূদ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।”

কিন্তু ব্যাস সংহিতার এবম্বিধ পরশ্লোকটি পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়, যে ইহারা তথায় শূদ্র বলিয়া কীর্ত্তিত নহে, কিন্তু (অধম ও নীচাত্মক) অন্ত্যজ জাতি, যাহাকে দেখিলে সূর্য্যদর্শন ও সম্ভাষণ করিলে স্নান করিতে হয়। আবার, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলি দেখিলে, এই শ্লোকটিকে নিতান্ত অসংলগ্ন বলিয়া জানিতে পারা যায়। এতৎ সম্বন্ধে মদীয় পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠার শেষ হইতে ৫৯ পৃষ্ঠার ১৩শ পংক্তি পর্য্যন্ত একবার দৃষ্টি করিলে, সকল রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে। শুনা যায় যে বোম্বাই সহরের পুস্তকালয়ে যে হস্তলিপি ব্যাস-সংহিতা খানি আছে, তাহাতে এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোকটি নাই। নিষ্টীক শাস্ত্রগ্রন্থে যে বিবিধ প্রক্ষিপ্ত পাঠ থাকে, ইহা কিছু নূতন কথা নহে, সকলেই ইহা জানেন।

রহস্যচ্ছলেই হউক বা প্রকৃত ভাবেই হউক, আর এক-স্থলে আপনি লিখিয়াছেন—

“যেহেতুক বৈশ্যবর্গে বৈশ্যের পর্য্যায়ে অমরসিংহ

বেণেদিগের উল্লেখ না করাতে স্থির হইয়াছে, যে বৈশ্য হইতে বেণিয়া স্বতন্ত্র এক জাতি।"

কিন্তু ভবাদৃশ তর্কবিশারদ ভট্টাচার্য্যের লেখনী হইতে ঈদৃশ তর্কের অবতারণায় ক্ষীণবুদ্ধি আমি নিতান্ত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। চলিত বাঙ্গালা বা চলিত হিন্দী ভাষায় 'বেণে' বা 'বেণিয়া' শব্দ 'বণিক' শব্দের অপভ্রংশ হইলেও, অমরসিংহ রচিত সংস্কৃত ভাষার কোষ গ্রন্থে কি তাহার থাকা সম্ভব? আপনার এই অভিনব যুক্তি অনুসরণ করিলে, হয়ত বলা যাইতে পারে যে, অমরকোষে বা অন্য কোন শাস্ত্রগ্রন্থে 'বামুন' শব্দের উল্লেখ নাই; সুতরাং বঙ্গে যাহারা 'বামুন' বলিয়া খ্যাত, তাঁহারাও শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ নহেন। হায় হায়, কি চমৎকার যুক্তি!

আপনি সুবর্ণবণিক্ জাতির পূর্ব্বগৌরব উদ্ধার জন্য তাহাদিগের সংস্কার চেষ্টায় বাধা দিবার অভিপ্রায়ে ভাণ-তার সহিত বলিয়াছেন—"আমার বক্তব্য এই, বহুকাল যাবৎ বহুপুরুষ হইতে যে যেজাতি বলিয়া যেরূপ আচার ব্যবহার অনুসরণ করিতেছে, তাহার পৈতৃক স্বজাতীয় সদাচার অনুসরণ করতঃ উৎকর্ষ লাভ করার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত ও সময়োচিত।"

অর্থাৎ, কোন জাতি স্বপদ হইতে পতিত হইলে পর যদি বহুকাল ও বহুপুরুষে স্বীয় আচার ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে

হইয়াছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই গুলি একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে সবিনয়ে প্রার্থনা করি।

পত্রশেষে আপনি আমাকে ভয়প্রদর্শনার্থ লিখিয়াছেন, যে—"সুবর্ণবণিক্ গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রতিবাদের বিষয় অনেক আছে।"

অবশ্য, ইহা আমার পক্ষে ভয়েরই কারণ বটে। যেহেতু আমি কোন অংশে ভবাদৃশ পাণ্ডিত্য-শালী ব্যক্তির সহিত বাদ প্রতিবাদে সমর্থ নহি। অপিচ, এ প্রকার কূটযুক্তি সম্পন্নের মীমাংসা করাও অনায়াস-সাধ্য নহে। সুতরাং আপনাকে সানুনয়ে কাতর প্রার্থনা যে, রক্ষা করুন, আপনাকে প্রণাম।

অবশেষে, "বিষয় (তাহা) হইলেও অনেক প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বরং আপনাদের জাতীয় উন্নতি হইলে আমাদেরও বিশেষ লাভের প্রত্যাশা।" এই মধুর বাক্যের পরিসমাপ্তিতে আমার মুখে হাসি আসিল। আমি যৎপরোনাস্তি আপ্যায়িত হইলাম। আপনাকে বার বার প্রণাম।

আমি মৎপ্রণীত গ্রন্থসকল, আপনার ন্যায় আরও অনেক অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতেছি। তাঁহারাও অনেকে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মন্তব্য প্রেরণ করিতেছেন। বাসনা আছে, কিছুদিন পরে সেই

সকল পত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিব।

পরিশেষে বিনীত ভাবে পুনরায় প্রার্থনা করি যে, সত্যের অনুরোধে ভবদীয় যুক্তি পরম্পরা প্রতিবাদ করাতে যদি আমি যে ধৃষ্টতা দোষে অপরাধী হইয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া নিজ গৌরবে সামান্য লোক জ্ঞানে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে বার বার প্রণাম করি। ইতি

কলিকাতা ৯০ চুণাগলি | ভবচ্চরণ প্রসাদাকাঙ্ক্ষিণঃ
২৭এ কার্ত্তিক ১৩০৯ | শ্রীকৃষ্ণলাল মল্লিক দত্তস্য

এপর্য্যন্ত ইহার কোন উত্তর পাই নাই

বোঅালিয়া ধর্ম্মসভাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামতনু তর্করত্ন মহাশয়ের পত্র।

শ্রীদুর্গা
শরণং।

পরম মঙ্গলাস্পদেষু।

আপনার প্রেরিত একখণ্ড পুস্তক অনেক দিন হইল পাইয়াছি, অনবকাশ বশতঃ তৎসম্বন্ধে সমালোচনা করিতে বিলম্ব হইয়াছে তন্নিমিত্ত বিরক্ত হইবেন না

করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে মহাশয়ের প্রমাণ কারণ বা যুক্তি প্রদর্শন করিলে, আমি অনুগৃহীত উপদিষ্ট ও কৃতার্থ হইতে পারি ইতি।

ভবচ্চরণ প্রসাদাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীকুঞ্জলাল মল্লিকস্য।

কলিকাতা, ৯০ চুণাগলি।
১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯।

এপর্যান্ত কোন পত্রোত্তর পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা, শ্যামপুকুর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুত হরনাথ শাস্ত্রি মহাশয়ের পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

১৩০৮। ১৪ই আশ্বিন।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনমিদম্।

মহাশয়।

অনেক দিন হইল আপনার প্রেরিত ৪ খণ্ড পুস্তক পাইয়াছি কিন্তু আজ ১৮।১৯ দিন আমি পীড়িত, সুতরাং সমস্ত পুস্তকের সমালোচনা ও প্রাপ্তিসংবাদ এযাবৎ দিতে না পারিয়া দুঃখিত আছি। পুস্তক কয়েকখানির

ইহার উত্তর।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শ্রদ্ধাস্পদ পূজনীয় বিবিধশাস্ত্রাধ্যাপক
শ্রীযুক্ত ভবনাথ শাস্ত্রি মহাশয়েষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্।

মহাশয়! আপনার ১৪ই আশ্বিনের পত্রে মৎপ্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ ও মৎসঙ্কলিত পুস্তক কয়খানির পাঠে মহাশয়ের প্রীতিলাভবার্ত্তা পাঠ করিয়া, এবং পত্রখানির প্রতিছত্রে ভবদীয় সদাশয়তা ও সৌজন্য অনুভব করিয়া আমি পরম আপ্যায়িত ও চরিতার্থ হইলাম। আপনি অশেষ শাস্ত্রদর্শী জ্ঞানালোকোজ্জ্বলমূর্ত্তি এবং বিবিধ শাস্ত্রাধ্যাপক, তজ্জন্যই আমি অনধিকারী বা অনুপযুক্ত হইলেও মহাশয়ের নিকট নানাপ্রকার উপদেশ শুনিতে পাইব, এই আশায় "চাপলায় প্রচোদিতঃ" হইয়াই মহাশয়কে পুস্তক কয়খানি প্রেরণ করিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সৎপাত্রে নিহিত যত্নের ফলও লাভ করিলাম। আবার, শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থ মহাশয়কে ঐ পুস্তকগুলি দিবার উপদেশে মহাশয়ের মৎপ্রতি স্নেহেরও পরিচয় পাইলাম, আমি তাঁহাকে সাদরে ও সবহুমানে পুস্তক

গুলি পাঠাইয়া কৃতার্থ হইব। আপনাকে আমি বার বার প্রণাম করি।

পরন্তু পাশ্চাত্য বিদ্যা ও পাশ্চাত্য রুচির প্রভাবে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসকল নির্ব্বিবাদে ও প্রকৃত ভাবে রক্ষিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনি সেই জন্যই আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, যে "বর্ত্তমান সমাজের সুবর্ণবণিকদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণে বিশেষ কিছুই উন্নতি হইবে না"। আপনার এই উপদেশের সারবত্তা আমিও বুঝিয়াছি কারণ, বর্ত্তমান কালের আগুকা বুদ্ধি ও সন্ধ্যাবন্দনাদির অভাবে শুদ্ধমাত্র উপবীত ধারণে উপবীতের অপমান। আমিও সেইজন্য মদীয় পুস্তকে এক্ষণে উপবীত ধারণের পরামর্শ দিই নাই। পুস্তক রচনায় আমার উদ্দেশ্য এই যে ১ম, আমাদিগের স্বজাতিবর্গ ও জন সাধারণে জানুন যে, শাস্ত্র ও ইতিহাস গ্রন্থ মতে ও আমাদিগের আচার ব্যবহার ও ব্যবসায়াদিক্রমে আমরা বৈশ্যবর্ণ সম্ভূত, এবং আধুনিক রচিত বা শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত জাতিমালার মতে আমরা বর্ণসঙ্কর নহি। ২য়, দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক প্রায় আট শত বৎসর হইল, আমরা শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছি, যাহাতে আমাদিগের কোন শাস্ত্রোক্ত পাপ ছিল না।

সুতরাং পুরুষানুক্রমে আমরা অগত্যা ও অকামতঃ সাবিত্রী-বিহীন উপবীত-বর্জ্জিত ও শূদ্রাচার-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। তয়, ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থে আমাদের এই অকামতোব্রাত্যতা প্রায়শ্চিত্তার্হ। সত্যের অনুরোধে আমি এই তিনটি বিষয়ই মৎসঙ্কলিত পুস্তকে প্রকটিত করিয়াছি, এবং এই তিনটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি স্বজাতিবর্গকে আত্মোন্নতি বিধানে উপদেশ দিতেছি। আর্য্যসমাজ কতবার কতই বিপ্লব সহ্য না করিয়াছে, কিন্তু সত্যের প্রভাবে তাহা আবার সেই সকল বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সহস্র বর্ষের মধ্যে বৌদ্ধবিপ্লব, মুসলমানবিপ্লব, খৃষ্টীয়ান বিপ্লব, ইহার জাজ্বল্য প্রমাণ। বল্লালী-বিপ্লবে সেইরূপ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ বৈশ্যবিহীন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হিন্দু বা আর্য্য সমাজ চতুর্বর্ণাত্মক, ভারতবর্ষের অন্যত্র ইহা এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং যাঁহারা শাস্ত্রব্যবসায়ী ও যাঁহারা শাস্ত্রপ্রণেতৃগণের উত্তরপুরুষ, তাঁহারাই শাস্ত্রের মর্য্যাদারক্ষক, এক্ষণে তাঁহারাই যদি সে বিষয়ে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে এইমাত্র বুঝা যায়, যে, এখনও সংস্কারকাল আইসে নাই, বা শাস্ত্রবেত্তৃগণের মধ্যে এখনও শঙ্করাচার্য্যাদির ন্যায় কেহ আবির্ভূত হন নাই। যাহা হউক, বল্লালবিপ্লবে বঙ্গদেশে আমরা ও অত্রত্য অন্যতম বৈশ্য গন্ধবণিক্ জাতি শূদ্রমধ্যে গণ্য হইয়া

বিপন্ন হইয়াছি, এবং তজ্জন্যই ভবাদৃশ শাস্ত্রব্যবসায়িগণের শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনারা শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষ করিয়া সমাজ সংস্কার না করিলে, আর কে করিবে। সময়-স্রোতে আপনাদিগের ভাসিয়া যাওআ উচিত নহে, আপনারা হিন্দু-সমাজের 'সেতুর্বিধরণায়'। এক্ষণে বিনীত নিবেদন এই যে, তর্কতীর্থ মহাশয়কেও এই সকল কথা জানাইবেন, এবং তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া আর একবার এবিষয়ে মনোযোগ করত আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের মত প্রকাশ করিবেন। আপনাকে প্রণাম। ইতি

ভবচ্চরণ প্রসাদাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীকুঞ্জলাল ভূতেঃ।

কলিকাতা ৯০ চূণাগলি, ফিয়াবলেন

১৬ই আশ্বিন ১৩০৯

এপর্য্যন্ত ইহার কোন প্রত্যুত্তর পাওআ যায় নাই।

যশোহর, ভুগিলহাট চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশধর স্মৃতিতীর্থ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র।

শ্রীদুর্গা
শরণং।

পোঃ শ্রীধরপুর, ঐ গ্রাম, জমীদার বাটী
(যশোহর) ১৫ আশ্বিন।

শ্রীশশধর শর্ম্মণঃ পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু বিজ্ঞাপন মেতৎ সম্প্রতি—

আপনার প্রেরিত পুস্তক চতুষ্টয় পাইয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। পুস্তক কয়খানি যেরূপ মনোরম্য হইয়াছে, সেইরূপ মাদৃশ জনের বিশেষ উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আপনার এইরূপ অধ্যবসায় চিরস্থায়ী হইয়া নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের সহায়তা করুক।

আপনি পুস্তক কয়েকখানি বিশেষ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু সময়াভাবে সকলগুলি দেখিতে পারি নাই, ক্রমে দেখিব। অগ্রে সুবর্ণবণিক্ নামক পুস্তকখানি দেখিতেছি। তাহাতে আমাদের

বুদ্ধিতে যেটুকু দোষ বলিয়া প্রতিভাত হইল, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। ভরসা করি পত্রান্তরে তাহার সমাধান দেখিতে পাইব।

সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের জপনীয় বলিয়া যে গায়ত্রীটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা পূর্ব্বতন উপনীত বৈশ্যগণের গায়ত্রী, এবিষয়ে প্রমাণ দেন নাই। এবং ঐ গায়ত্রী জপ করিলে ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে অনুপনীত সুবর্ণবণিক্‌দিগের ব্রাত্য দোষ হইবে না, ইহাই বা কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে, ইতি।

ইহার উত্তর।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

পরমপূজনীয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত শশধর স্মৃতিতীর্থ মহাশয়েষু প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্।

শ্রীধরপুরের জমীদার মহাশয়ের বাটী হইতে ১৫ই আশ্বিনে লিখিত আপনার শুভাশীর্ব্বাদ ব্যঞ্জক পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া আমি নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম, এবং আমার পুস্তকগুলি যে আপনার মনোরমা ও আপনার পাঠের উপযুক্ত হইয়াছে, ইহাতে আমি কৃতার্থ ও আপ্যায়িত হইলাম।

পরন্তু 'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকখানি যে আপনি অগ্রে দেখিয়া ও আমাকে উপদিষ্ট করণার্থ যে আপনার সুগভীর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট এক মুখে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারি না। আপনাকে আমি তজ্জন্য আনন্দচিত্তে বার বার প্রণাম করি। শাস্ত্র বিষয়ে ভবাদৃশ ব্যক্তি হইতে আমি উপদেশ পাইবারই যোগ্য, তর্কবিতর্ক করিবার আমার অধিকার বা ক্ষমতা নাই। তবে মহাশয়ের প্রশ্নের সমাধান জন্য আপনি যে স্নেহ করিয়া আমাকে উত্তর লিখিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমি তজ্জন্য বিনীত ভাবে মহাজন প্রদর্শিত কয়েকটি কথা বলিব মাত্র।

১ম। পুস্তকোদ্ধৃত বৈশ্যগায়ত্রীটি পূর্ব্বতন উপনীত বৈশ্যগণের জাপ্য গায়ত্রী ছিল কি না, ইহার প্রমাণ।

আমি এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে অসমর্থ। কারণ ৮০০ শত বর্ষের পূর্ব্বে বঙ্গদেশস্থ বৈশ্যগণ এই তান্ত্রিক গায়ত্রী জপ করিতেন বা কোন বৈদিক গায়ত্রী জপ করিতেন, আমি এপর্য্যন্ত তাহার কোন নিদর্শন পাই নাই। অনুমান এই পর্য্যন্ত, যে বেদ অপেক্ষা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার আধুনিক, তজ্জন্য পূর্ব্বতন বৈশ্যগণ ও ক্ষত্রিয়গণ বৈদিক গায়ত্রীই জপ করিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের জাপ্য বৈদিক গায়ত্রী যেমন এখনও চলিয়া আসিতেছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের

গায়ত্রী সেরূপ না হইয়া তান্ত্রিক রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি বোম্বাই হইতে 'ক্ষত্রসন্ধ্যা' ও 'বৈশ্যসন্ধ্যা' নামক পুস্তকদ্বয় আনাইয়া দেখিলাম, যে তাহাতে তাঁহাদিগের জাপ্য গায়ত্রীমন্ত্র তান্ত্রিক, বৈদিক নহে। ঐ সকল দেশের হিন্দুসমাজ এখনও চতুর্বর্ণাত্মক রহিয়াছে, সুতরাং তত্রত্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ঐ ঐ রূপ গায়ত্রীই জপ করিয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই, বোধ করিতেছি। সুতরাং আমি সেই 'বৈশ্যসন্ধ্যা' পুস্তকের গায়ত্রীমন্ত্রটিকে বৈশ্যজাপ্য বলিয়া স্থির করিয়াছি। আবার 'বৃহৎতন্ত্রসার' আদি গ্রন্থে দেখিলাম যে সেই বৈশ্যজাপ্য গায়ত্রীটি গোপালগায়ত্রী নামে অভিহিত হইয়াছে। বঙ্গের সুবর্ণবণিক্‌গণ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী, এবং অনুসন্ধানে জানিলাম যে তাঁহাদিগের অনেকে স্ব স্ব গুরুমুখে এই গোপালমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা পুরুষানুক্রমে এই মন্ত্র জপও করিয়া থাকেন। সেইজন্য এক্ষণে সুবর্ণবণিক্ সাধারণে সেই তান্ত্রিক বৈশ্যগায়ত্রী মন্ত্র জপের উপদেশ দিয়াছি। আমি এই প্রশ্নে এই পর্য্যন্তই উত্তর দিতে পারি।

২য়। ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে অনুপনীত সুবর্ণবণিক্‌দিগের উক্ত গায়ত্রী জপে ব্রাত্যতা দোষ হইবে না, ইহার প্রমাণ।

আমি সাধ্যমত মনুসংহিতাদি শাস্ত্র হইতে অনুপনীত

সুবর্ণবণিকের সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা মদীয় "সুবর্ণবণিক্" পুস্তকে ১১৩ হইতে ১৩১ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় বিবৃত আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেইগুলি আর একবার দেখিলে বোধ হয়, প্রশ্নটির মীমাংসা হইতে পারে। আর্য্য-শাস্ত্রে ইংরাজী আইনের ন্যায় তামাদির নিয়ম নাই, তাহাতে সকল পাপই তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শোধিত হইতে পারে; যথা 'নির্ণয়সিন্ধু' গ্রন্থে উক্ত আছে যে—

"লুপ্তে কর্ম্মণি সর্ব্বত্র প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
প্রায়শ্চিত্তে কৃতে পশ্চাল্ লুপ্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥"

এবং মনুসংহিতার ১১শ অধ্যায়ে—

"যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥" ২৩৯
"ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥" ২৩৬

পুস্তকখানির ১৩১ পৃষ্ঠায় প্রায়শ্চিত্ত সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওআ আছে। তবে, সকল ব্যক্তিকে একত্র ও একমত করিয়া কোন সমাজের পরিবর্ত্তন বা উন্নতি অনায়াস-সাধ্য নহে, তাহা ক্রমসাধ্য। এই জন্যই বণিক্ সাধারণকে ক্রমোন্নতি সাধন জন্য উপদেশ দানে আমি পুস্তকের ১৮৭ ও ১৮৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি যে গায়ত্রী মন্ত্র নিত্য জপ করিলে উপনয়ন সংস্কার ব্যতিরেকেও অপকর্ষ

ভাবে ব্রাত্যতা পরিহার হইবে, এবং আমাদের দেহ ক্রমে পবিত্র হইতে থাকিবে ক্রমে তখন সমাজটি উপনয়ন সংস্কারের জন্য অগ্রসর হইবে।

যাহা হউক, আপনার প্রশ্নদ্বয়ে আমি যথার্থই অনুগৃহীত ও শ্লাঘ্য হইয়াছি। আপনারা শাস্ত্রপ্রণেতৃগণের উত্তরপুরুষ ও শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, আমি সামান্য সংসারী ০ বিষয়ী মাত্র। আমি কিছুতেই ভবাদৃশ ব্যক্তির সহিত তর্ক বিতর্কের যোগ্য নহি। তবে, সত্যের জন্য সত্ত্বগুণাবলম্বী আপনাদিগের শরণাপন্ন হইয়া সত্যোপদেশই প্রার্থনা করি, আপনাকে প্রণাম। ইতি

ভবচ্চরণ প্রসাদাকাঙ্ক্ষিণঃ

২০এ আশ্বিন ১৩০৯ শ্রীকুঞ্জলাল ভূতেঃ।

এপর্য্যন্ত ইহার কোন প্রত্যুত্তর আইসে নাহ।

ভাটপাড়া নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র।

ওঁ স্বস্তি, শ্রীকুমুদচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষঃ

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল ভূতি মল্লিক বিরচিত "সুবর্ণবণিক্"

পুস্তক পাঠ করিয়া ঐ জাতির বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে আমার ধারণা বদ্ধমূল হইল। পূর্ব্বে যতদূর জানিয়াছি তাহা হইতেই সুবর্ণবণিক্ জাতিকে বৈশ্যেতর বলিয়া আমার সংস্কার নাই। তবে তাঁহারা আজ প্রায় আট শতাব্দী অনুপনীত, সুতরাং শূদ্রাচারী থাকিয়া পুনরায় উপনীত হউন, এইরূপ ব্যবস্থা দেওয়ায় বিশেষ সাহসিকতা প্রকাশ পায়, নিথর সমাজবক্ষঃ কিছু উদ্বেল হইয়া পড়ে; অথচ তাহাতে এই বল্লাল-নিগৃহীত জাতির সামাজিক উন্নতি কিছুই সাধিত হয় না। এইরূপ স্থলে যজ্ঞসূত্র অপেক্ষা তাঁহাদের ধৃত তুলসীমালায় আসক্তি প্রগাঢ় করাই পরামর্শ; যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগৃহীত শিষ্য, তাঁহাদের অন্য আড়ম্বরে প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ সুবর্ণবণিক্ জাত্যবচ্ছেদে নির্দ্ধনের সংখ্যা অল্প। তাঁহারা সেই ধনের সাহায্যে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতে থাকুন, এই আশীর্ব্বাদ করি।

কুঞ্জবাবুর স্বজাতি-বাৎসল্য বিশেষ প্রশংসনীয়, তিনি যথার্থ কুলপুত্র বটে। তাঁহার চেষ্টার সহিত অন্যান্য কৃতি ব্যক্তির চেষ্টার সমবায়ে বিশেষ সুফল হইবে আশা করা যায়।

মহাশয়! অপনার "সুবর্ণবণিক্" পাঠে আমার ধারণা জ্ঞাপন করিলাম। আপনার ৺ চণ্ডী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য

পরে বলিব। আশীর্ব্বাদ করি এইরূপ জাতীয়তা ও ধার্ম্মিক-তায় আপনার সময় সুখে কাটিতে থাকুক। পরের দাসত্বে বিব্রত থাকায় বিলম্ব হইতেছে, কিছু মনে করিবেন না। সত্বরই একবার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা আছে, ইতি।

২৩।২।১০

গবর্ণমেণ্ট্ বেঙ্গল্ লাইব্রেরির অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর শ্রীযুত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রি মহাশয়ের পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

৩০এ সেপ্টেম্বর ১৯০২

মহাশয়!

আপনার রচিত 'সুবর্ণবণিক্' নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে সুবর্ণবণিক্জাতি সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞেয় প্রায় কোন কথাই অজ্ঞাত থাকে না। পরন্তু আপনি যেরূপ ধীরভাবে বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানে অনেকেরই

অনুকরণীয়। তবে গ্রন্থে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব বিরোধী বচন সমূহের আরও বিস্তারিত বিচার থাকিলে, বোধ হয় ভাল হইত। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে সে অভাব দূরীকৃত হইবে। বল্লালচরিতাদি পাঠ করিলে আপনাদের জাতির বৈশ্যত্বে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু বল্লালের বিসদৃশ ব্যবহারের যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা জাতিগত বিদ্বেষের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না*। আর প্রায়শ্চিত্তের কথা,—গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়-দিগের যে সকল ব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। এত দীর্ঘকাল ব্রাত্যতার পর কেবল হরিনাম বা সামান্য কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই যে দ্বিজ-সংস্কারার্হতা জন্মিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। এ সম্বন্ধে গাগাভট্ট কৃত শিবাজীর নিমিত্ত অনুষ্ঠিত ব্রাত্যস্তোম প্রকরণ প্রভৃতিরও আলোচনা আবশ্যক। পুনর্ব্বার বলিতেছি, গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে আপনি যেরূপ প্রকৃতির ব্যক্তি, তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে,

* এতদ্বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতার একটি অংশ ৫২।৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এবং আনন্দভট্টকৃত বল্লালচরিত উত্তরখণ্ড ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ঐরূপ প্রকৃতির লোকেব সংখ্যা আপনাদের সমাজে অধিক হইলে আর সামাজিক পুনরুন্নতির পক্ষে কোন বাধা হইবে না।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

আনন্দভট্ট রচিত বল্লালচরিতের উত্তরখণ্ডের পঞ্চমাধ্যায়ে উল্লেখ আছে;—বল্লালসেন যে নীচকন্যাকে স্বীয় মহিষীরূপে প্রাসাদ মধ্যে রাখিয়াছিলেন, সে একদা অভিমানভরে ধরাশায়িনী হইয়া থাকে, নৃপতি অনেক অনুনয় বিনয়ে তাহার অভিমানের কাবণ জিজ্ঞাসা করায় সে তাঁহাব প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণসেনেব বিরুদ্ধে অযথা অভিযোগ কবে। বল্লালসেন ইহাতেই ক্রোধান্ধ ও বিবেকশূন্য হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ রাজপুত্রের বধাজ্ঞা প্রচার করেন। সংবাদ পাইয়া লক্ষ্মণসেন অবিলম্বে নৌকাযোগে পলায়ন করেন। পবদিবস দুর্গামন্দিবের দ্বারদেশে পতিবিরহ-বিধুরা পুত্রবধূর লিখিত একটি মর্ম্মভেদী শ্লোক পাঠ (১) করত বল্লালসেনের কঠোর হৃদয় পুত্রবাৎসল্যে আর্দ্র হয়। তখন তিনি নৌজীবী কৈবর্ত্তগণকে আহ্বান করত রাজপুত্রকে পুনরানয়ন করিবার আদেশ দেন (২)। এ প্রকার অব্যবস্থিতচিত্ত নির্ব্বিবেক নরপতির পক্ষে কোন জাতিকে অকারণে পতিত করা অসম্ভব নহে।

(১) পতিবিরহ কাতরা রাজপুত্রবধুর লিখিত সেই শ্লোকটি এই :—

"পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি॥"

অর্থাৎ— (এই মদনোদ্দীপক বর্ষাকালে) অবিরত বারি-ধারা পতিত হইতেছে, এবং ময়ূরময়ূরীগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। (হায়! এমন সময়ে বিরহিণীদিগের কি কষ্ট! আর সহ্য হয় না) অদ্য প্রাণকান্তই হউন বা কৃতান্তই হউন, দুই জনের এক জন আমার এই কষ্ট দূর করিবেন।

(২) কিংবদন্তি এই যে বল্লালসেন পুত্রকে আনয়ন জন্য আদেশ কালে দ্বাদশ রাশির নামে গূঢ় সঙ্কেতে রচিত একটি শ্লোক লিখিয়া প্রেরণ করেন, সেই শ্লোকটি এই :—

"সন্তপ্তা দশম-ধ্বজাদাগতিনা সম্মূর্চ্ছিতা নির্জ্জলে
তূর্যা-দ্বাদশবদ্ দ্বিতীয মতিমন্ নেকাদশাভ স্তনী।
সা ষষ্ঠী নৃপ-পঞ্চমস্য নবম-ভ্রূঃ সপ্তমী-বর্জ্জিতা
প্রাপ্নোত্যষ্টম-বেদনাং প্রথম হে তূর্ণং তৃতীযো ভব॥"

অর্থাৎ—হে দ্বিতীয়-(বৃষ-) বুদ্ধে সেই একাদশাভ (কুম্ভ-সদৃশ-) স্তনযুক্তা, নবম- (ধনুরাকৃত) ভ্রূশোভিতা সপ্তমী-(তুলা-) রহিতা নৃপ-পঞ্চমের (সিংহের) ষষ্ঠী (কন্যা) তোমার বিরহে দশম- (মকর-) ধ্বজ কামের প্রথমাক্রমণে সন্তপ্তা

হইয়া জলশূন্য স্থানে তূর্য্য (কর্কট) ও দ্বাদশের (মীনের) ন্যায় মুহুর্মুহু অচেতন হইতেছে এবং অষ্টম (বৃশ্চিক দংশনের) বেদনা-অনুভব করিতেছে, অতএব হে প্রথম (মেষ)। (মদন-রসানভিজ্ঞের ন্যায় হইও না) শীঘ্র আসিয়া তৃতীয (মিথুন) বা পতি পত্নীতে মিলিত হও।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্র।

শ্রীশ্রীহরি

শরণং।

কলিকাতা, আহিরীটোলা

৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেন

২৪এ অক্টোবর, ১৯০২।

আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সসম্মান নিবেদন।

আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বটকৃষ্ণ পালের নিকট হইতে আপনার প্রেরিত পত্র এবং আপনার রচিত চারি খানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া সাদরে গ্রহণ করিলাম।

* * * * * * *

আপনার "সুবর্ণবণিক্" পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম। আপনি যথেষ্ট পরিশ্রম বহুল গবেষণা এবং বিবিধ শাস্ত্রালোচনার দ্বারা প্রমাণ এবং যুক্তি সহ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, সুবর্ণবণিক্ জাতি বৈশ্য। জাতি-বিদ্বেষ-বুদ্ধি বশম্বদ ব্যক্তি ব্যতীত অপর সকলে নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিলে, অবশ্যই সুবর্ণবণিক্ জাতিকে বৈশ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। যাঁহারা জাতি-বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশম্বদ, তাঁহাদিগের দুটী চক্ষু প্রবল বিদ্বেষধূমে প্রচ্ছন্ন, সুতরাং তাঁহারা কোন মতেই সত্যের প্রকৃত আলোক রশ্মি দেখিতে সক্ষম হয়েন না। সুতরাং তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া স্বীকার না করিলেও সত্যের জয় হইবেই।

মৎপ্রণীত "গন্ধবণিক্-তত্ত্ব" পাঠে আপনি তুষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আপনার পুস্তক খানি আমি পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইলে, আমার উপকার দর্শিত। আমি গন্ধবণিক্ জাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রাদির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বুঝিতে পারি যে, সুবর্ণবণিক্ এবং গন্ধবণিক্ জাতিই বঙ্গের আদি বৈশ্য। এবং তাঁহাদিগের ব্যবসাগত অভিধা বিভিন্ন হইলেও তাঁহারা এক মূল বৈশ্যবংশসম্ভূত। সেই জন্য আমি আমার গ্রন্থে কয়েক স্থানে সেই মত প্রকটিত করিয়াছি। সুবর্ণবণিক্ এবং গন্ধবণিক্ জাতি আমার এই মত গ্রাহ্য করিবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও

আমি উভয় জাতিকে এক বৈশ্যবংশ সম্ভূত বলিতে ক্ষান্ত হই নাই। এখন আপনার প্রণীত গ্রন্থ পাঠে জানিলাম সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রমাণিত করার প্রয়োজন, আপনি তাহার কিছুই বাকি রাখেন নাই। আপনি এবং আমি এখন এক ব্রতে ব্রতী, সুতরাং আপনার নিকট আমি পরিচিত হইয়া আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিতেছি।

* * * * * * * * * * * * *

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজের পরীক্ষক B.A. উপাধিভূষিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল কবিরত্ন মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বজাতিবৎসল শ্রীল শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল মল্লিক

মহাশয় সমীপেষু—

বিহিতসম্মান পুরঃসর বিজ্ঞাপনমেতৎ—

মহাশয়! ভবৎপ্রেরিত "শ্রীশ্রীচণ্ডী" ও তাহার "বঙ্গানুবাদ" এবং "সুবর্ণবণিক্" নামক গ্রন্থত্রয় প্রাপ্ত হইয়া

তৎপাঠে পরম প্রীত হইলাম। * * * "সুবর্ণবণিক্" নামক গ্রন্থখানিতে আপনি অসীম অধ্যবসায়, গভীর গবেষণা ও অখণ্ডনীয় যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা সুবর্ণবণিক্জাতিকে বৈশ্যবর্ণান্তর্ভূত প্রমাণ করিয়াছেন দেখিয়া, অতীব সুখী হইলাম। স্বজাতিকে সমাজে উন্নত করিবার প্রয়াস আপনার মহাপ্রাণতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। গুণের অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধনই মানবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম, তাই বৈদিক সময়ে গুণকর্ম্মানুসারেই বর্ণবিভাগ হইয়াছিল, এবং গুণকর্ম্মের বিপর্য্যয়েই আবার এক্ষণে বর্ণধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ গুণের সেবা ও সমাদর দ্বারাই মানব সমাজের শ্রেণী সম্প্রদায়ের সীমা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। আপনার পুস্তকপাঠে বুঝিলাম সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায় দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা নিশ্চয়ই আশা, আনন্দ ও মঙ্গলের কথা। ভগবান্ করুন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এইরূপ স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় সদাচারাদি সদ্‌গুণভূষিত হইয়া সমাজের জাতির ও দেশের গৌরব বৃদ্ধি করুন। অলমতি বিস্তরেণ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী কবিরাজ মহাশয়ের পত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্

১ম। সপ্তশতী-চণ্ডিকাযাঃ পাঠ্যখণ্ডেন সহ বঙ্গানুবাদখণ্ডস্য

সমালোচনা কাবিকেযম্।

সভাষা সগদ্যা সপদ্যা সমূলা

রহস্যেন যুক্তা মযাঽঽপ্তা হি দুর্গা।

সুভবৈ্য র্ভবদ্ভিঃ প্রকাশীকৃতা সা

সমূলং ত্রিতাপং বিনশ্যত্বিযস্তে॥

২য। "গঙ্গাস্তোত্রাদি-সংগ্রহ" গ্রন্থস্য সমালোচনা

কাবিকেযম।

প্রীতি র্মে মহতী জাতা, গঙ্গাস্তোত্রাদি সংগ্রহম।

অধীত্য কামযে ভূতিঃ কুঞ্জলালঃ স জীবতু॥

৩য। "সুবর্ণবণিক্" গ্রন্থস্য সমালোচনেযম্।

বৈশ্যো, ন বা, স্বর্ণবণিক্, ইত্যালোচ্যাঽসকৃন্মযা।

নির্দ্ধারিতো বৈশ্য এব বণিক্ শব্দার্থভাগ্ যতঃ॥

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্

১ম। স্বস্তি, শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল মল্লিক ভূতি মহাশযের "সুবর্ণবণিক্" নামক গ্রন্থপাঠে উক্ত জাতির তত্ত্ব অবগত হইলাম। বস্তুতঃ বণিক্‌মাত্রই বৈশ্য, যথা মনুসংহিতাযাঃ প্রথমাধ্যাযস্য নবতিতম শ্লোকঃ।

"পশূনাং রক্ষণং দান মিজ্যাঽধ্যযন মেব চ।
বণিক্‌পথ কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষি মেব চ॥"

তথা পরাশরসংহিতাযাঃ প্রথমাধ্যাযস্য ষষ্টিতম শ্লোকঃ।

"লাভকর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তি রুদাহৃতা॥"

তথা অমরকোষস্য বৈশ্যবর্গে—

"বৈদেহকঃ সার্থবাহো নৈগমো বাণিজো বণিক্।
পণ্যাজীবো হ্যাপণিকঃ ক্রযবিক্রযিকশ্চ সঃ॥"

তথা রাজনির্ঘণ্টে—

"বৈশ্যস্তু ব্যবহর্ত্তা বিট্ বার্ত্তিকঃ পণিতো বণিক্"।

২য়। পশ্চিম প্রদেশীয় অগরওয়ালা ও ওছাওযাল বণিক্‌গণ নানাস্থানে যাইযা ব্যবসা ও বাণিজ্য করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বণিক্ বঙ্গদেশে আসিযা স্বর্ণবাণিজ্য করিতে লাগিলেন, এবং তন্নিমিত্ত রাজা আদি-

শূর উক্ত বৈশ্যগণকে স্বর্ণবাণিজ্য কারিত্ব হেতুক 'সুবর্ণ-বণিক্' এই আখ্যা প্রদান করিলেন। তাম্রফলকে—

"স্বর্ণবাণিজ্যকারিত্বাদত্রস্থিত বিশাং ময়া।
সুবর্ণবণিগিত্যাখ্যা দত্তা সম্মান-বৃদ্ধয়ে॥"

তথা লক্ষ্মীব্রত গ্রন্থে—

"সংজ্ঞাবাচক নাম্নৈব বণিগিত্যেব মাদয়ঃ।
মণি-হেম-বণিক্ সংজ্ঞা বৈশ্যানাং গুণবাচিকা॥"

যাহা হউক, সুবর্ণবণিক্‌মাত্রই শাস্ত্রানুযায়ী বৈশ্য, এতদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অত্র বঙ্গদেশস্থ বণিক্-মাত্রই বৈষ্ণবধর্ম্মাবধি পরমশুদ্ধাচারী, এবং ইহারা ব্রাহ্মণ-সেবক ও ভগবদ্ভক্ত।

পুস্তক প্রাপ্তে বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম আশীর্ব্বাদ করি কুঞ্জবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া ধর্ম্মসাধন করুন।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী কবিরাজ
৪৫নং হারিসন রোড, কলিকাতা

সন ১৩০৯ }
তাং ১২ ফাল্গুন }

—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পত্র।

TO BABU KUNJA LAL MALLIK.

DEAR SIR,

Accept my best thanks for the kind present of your valuable works. I have read them with great interest and am quite sure they will be highly appreciated by the Hindu public.

The well-known Chandi derives its sanctity not only from its author, who is the great sage Vyása himself, but also from its being the embodiment of the hymns, 700 in number, uttered in adoration of the goddess Durga, who is no other than the Great Power of the Omnipotent Being. I am glad to find that you have been able to render this most sacred work in the Bengali language in an easy, natural and sweet style.

Ganga-Stotradi-Sangraha, which is a well-known collection of hymns in honour of

the river goddess Ganga, has been rendered more popular by your faithful translation of it in our mother tongue

In your third work, you have tried to show that the Suvarnabaniks of Bengal are descended from the ancient Vaisya Caste Bearing in mind the definition of four Castes given in the Manu Samhita and other Socio-religious institutes, I am of opinion that the Suvarnabaniks are really a branch of of the Vaisya Caste.

Thanking you again for your valuable works, which you have compiled in a spirit of energy and ardent devotion,

I remain
Very truly yours
SATIS CHANDRA VIDYABHUSANA,
Professor of Sanskrit, Presidency College.

CALCUTTA.
23-5-03.

নবদ্বীপনিবাসী, সম্প্রতি কলিকাতা হিন্দুস্কুলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রি মহাশয়ের পত্র।

ওঁ তৎসৎ।

আমি শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ভূতি কর্ত্তৃক বিরচিত "সুবর্ণ-বণিক্"নামক পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। এই পুস্তকখানি বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত-মূলক। গ্রন্থকার শিক্ষিত এবং বিলক্ষণ অনুসন্ধিৎসু। তিনি বলেন সুবর্ণবণিক্‌গণ প্রকৃত বৈশ্যজাতি। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা অযোধ্যার সন্নিহিত রামগড়ে বাস করিতেন। উঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করায়, ইঁহারা ভীত হইয়া পুরোহিত ও আত্মীয় কুটুম্বগণসহ মেঘনা নদীর তীরস্থ সুবর্ণগ্রামে বাস করেন। ঐ বণিক্‌গণের বঙ্গদেশে আগমনের কাল আনুমানিক ৮৪৭ শক। বঙ্গদেশের রাজা বল্লালের সহিত অকৌশলই ইঁহাদের সামাজিক প্রতিপত্তি হ্রাসের কারণ।

গ্রন্থকার যে বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা বেশ বিশ্বাসযোগ্য ও সঙ্গত। আমাদের দেশে সুবর্ণবণিক্ সম্প্র-

দায়ের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা অতি সুন্দর। সকলেই প্রায় ধনী ও অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত। এ সম্প্রদায়ে অকর্ম্মণ্য ও পরমুখাপেক্ষী লোক প্রায় দেখা যায় না। বাণিজ্যে নৈপুণ্য ও অর্থসঞ্চয়ের শক্তি ইঁহাদের বংশ-পরম্পরাগত প্রসিদ্ধ। মুসলমান রাজত্বকালে ও ইংরেজ রাজত্বকালে ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা জন্য অনেকে রাজা মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ইঁহারা বেশ পবিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সদাচাব। শুনিয়াছি স্ত্রীলোকেরাও নাকি বিশেষ আচারনিষ্ঠ। ইঁহারা সকলেই প্রায় বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ও গোস্বামীর শিষ্য। ইঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয়, হিন্দুসমাজ এই একটী শক্তিশালী সম্প্রদায়ের প্রতি বড় অরুন্তুদ ব্যবহার করেন। দিন দিন বৈদেশিক ধর্ম্মসকল আসিয়া হিন্দুসমাজকে যেরূপে গ্রাস করিতেছে, তাহাতে এই সকল ধর্ম্মানুরাগী সম্প্রদায়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা সামাজিকগণের একান্ত আবশ্যক: সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের দ্বারাও ধর্ম্মের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে। ভক্ত সম্প্রদায়ে ভগবদ্ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক ধনী সুবর্ণবণিক্ তীর্থক্ষেত্রের রাজপথ নির্ম্মাণ ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা হিন্দুক্রিয়াকলাপ দ্বারা ধর্ম্মরক্ষার

সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইত্যলং পল্লবিতেন।

নবদ্বীপ নিবাসিনঃ

শকাব্দ ১৮২৫ সাম্প্রতং কলিকাতাস্থস্য

৬ই বৈশাখ শাস্ত্রী ইত্যুপনামকস্য

শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম্মণঃ

বিদ্বদ্বর্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামি প্রভুর পত্র হইতে উদ্ধৃত।

* * * * * * * *

কুঞ্জবাবু

আমি তোমার শ্রীশ্রীদুর্গা সপ্তশতী ও সুবর্ণবণিক্ নামক দুই খানি পুস্তক বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি। * *

সুবর্ণবণিক্ গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিতে তোমার অনেক পরিশ্রম হইযাছে ; গ্রন্থ পাঠেই তাহা সহজে উপলব্ধি করা যায়। তোমার সে পরিশ্রম বিফল হয় নাই। সুবর্ণবণিক্ গণকে বৈশ্য বলিয়া সমাজে গ্রহণ করা হউক বা না হউক, তোমার গ্রন্থ পাঠ করিলে কেহই উহাদিগকে বৈশ্য না বলিযা থাকিতে পারিবেন না। পরিশেষে, সত্যের

অনুরোধে ইহাও বলি যে, বল্লাল সেনের অসচ্চরিত্র সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিক চেষ্টা করিবার প্রয়োজন ছিল না।

বাখরগঞ্জ, খালিশাকোটা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের পত্র।

ওঁ

পরমকল্যাণীয় শ্রীমৎ কুঞ্জলাল মল্লিক মহাশয়

সমীপেষু—

৺মোহনচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারস্য পুত্র শ্রীবরদাকান্ত দেবশর্ম্মণঃ স্মৃতিভূষণস্য আশীঃপত্রিকেয়ম।

* * * * * * * *

সুবর্ণবণিকের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছি। ইহা দ্বারা সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুবর্ণবণিক্‌গণ ব্রাত্যবৈশ্য ভিন্ন অন্য কিছুই নয়, ইহারা নৃপতিকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া শূদ্রাচারী হইয়াছে। ইহা অতি দুঃখের বিষয়। সমাজের দুর্ভাগ্যবশতই এরূপ ঘটিয়াছে। সুবর্ণবণিক্‌গণের এবং রাজার কিছুই দোষ নাই। ইহারা শাস্ত্রা-

নুসারে বিধিপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে পারে, ইহাতে বোধ হয় স্বধর্ম্মানুরত অধ্যাপক-বৃন্দের মধ্যে কাহারও ভিন্নমত প্রকাশিত হইবেক না। উপবীত গ্রহণ বিষয়ে খ্যাতনাম অধ্যাপকবৃন্দের ব্যবস্থা অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। এবিষয়ে যুক্তি প্রমাণ বিশেষ প্রীতিপদ এবং যথেষ্ট হইয়াছে। আশা করি সুবর্ণবণিকগণ স্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়া সজ্জনমনোরঞ্জন করিবেন, অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীবরদাকান্ত দেবশর্ম্মণঃ।

মহাশয়!

আমার পরমাত্মীয় একটী অধ্যাপক ঐ পুস্তকগুলি দেখিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে ঐ পুস্তকগুলি প্রার্থনা করাতে, আমি বলিলাম মল্লিক মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিলেই তিনি প্রদান করিবেন। তাহাতে তিনি অসম্মত হওয়াতে পুস্তক ৪ খানিই তাঁহাকে প্রদান করিয়াছি। এরূপ মনোরম্য পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার অভাব ভোগ করা বড়ই দুষ্কর। ঐ সকল পুস্তক মহাশয় একবার আমাকে প্রদান করিয়া-ছেন, তথাপি এই সকল কারণবশতঃ পুনরায় ঐপুস্তক ৪ খানি প্রার্থনা করিতেছি। যদি আমার এই অভাব মোচন করিতে ইচ্ছা হয়, তবে যেন অনুগ্রহ করিয়া বিলম্ব

না করেন, আমি আশাপথে চাহিয়া বহিলাম, এখন মহা-শয়ের অনুগ্রহ, ইতি।

শ্রীবরদাকান্ত দেবশর্ম্মা।

{ একপ্রস্থ পুস্তক ও কৃতজ্ঞতাপত্র পাঠান হইল। ২৬এ কার্ত্তিক ১৩০৯ }

চকদীঘী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের পত্র।

ওঁবামঃ

শরণং

* * * * * *

সুবর্ণবণিকেব বৈশ্যত্ব স্থাপন বিষযে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত নহে। কাযস্থজাতি প্রভৃতির মত সদ্ব্রাহ্মণেব যাজ্য হইয়া যাহাতে সমাজে চল হইতে পাবেন, তদ্বিযযে চেষ্টা করিলে বোধ হয ফললাভ কবিতে পাবেন। এসম্বন্ধে আমাব মত প্রকাশাদি দ্বাবা কোন উপকাব সম্ভব হইলে, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি জানিবেন ইতি—

আশীর্ব্বাদক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ

{ ইহাকে স্বতন্ত্র মত প্রকাশের প্রার্থনায় পত্র লেখা হইল। ২৬এ কার্ত্তিক ১৩০৯ }

তাঁহার দ্বিতীয় পত্র।

ওঁহবয়ে নমঃ।

চকদীঘী

১৩০৯।৩ অগ্র

আঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ

পবমকল্যাণাস্পদেষু

পরন্তু মহাশয় আপনাব লিখিত দ্বিতীব পত্র পাইযা সমস্ত অবগত হইযাছি। উপস্থিত আমাব শাবীবিক অসুস্থতা থাকায় আপনাব প্রার্থিত ব্যবস্থা লিখিতে পাবি নাই। এবং কিভাবে লিখিব যাহাতে আপনার উপকাব হইবে, এমৎ বিষয স্থিব কবিতে পাবি নাই। অতএব আমার বিবেচনায় আপনি স্বযং বা পণ্ডিতেব দ্বাবায ১টী ব্যবস্থাপত্র লিখিবেন, যাহাতে আপনাব উপযোগী হয, অথচ অতিবঞ্জিত বা অসম্ভব না হয, এমনভাবে লিখিযা আমার নিকট পাঠাইলে আমি সই করিযা পাঠাইব। অপব পণ্ডিতেব সাক্ষব সম্বন্ধেও সেই প্রকাব কবিবেন, নতুবা, লিখিতে হইলে অনেক আপত্তি ঘটিবে, জ্ঞাতার্থে জানাইলাম। আমি ভাল হইযা আবশ্যকমত কলিকাতা যাইযা মহাশয়েব সহিত সাক্ষাৎ কবিব মানস বহিল।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত তারাকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র।

শ্রীহরিঃ
শরণম্।

কলিকাতা
২৫ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট

শ্রীযুত কুঞ্জলাল ভূতি প্রণীত "সুবর্ণবণিক্" পুস্তক পাঠ করিলাম। তত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে গভীর গবেষণা, শাস্ত্র ও যুক্তির সর্ব্বথা অনুমোদিত বিচার, ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মীমাংসা—এ সকলের একাধারে সুসংযোগে এ গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। আমি কুঞ্জলালের পাণ্ডিত্য দর্শনে চমৎকিত হইয়াছি। ঈদৃশ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণকুল ধন্য হইত সুবর্ণবণিক্‌জাতির শৌচ সদাচার ও ভক্তি দর্শনে, ইহাদের উচ্চশ্রেণীর বৈশ্যত্ব বিষয়ে আমার চিরকাল বিশ্বাস আছে। কুঞ্জলালের গ্রন্থ পড়িয়া আমার সে বিশ্বাস অচলভাবে স্থায়ী হইল। সত্যানুরাগী, ধর্ম্মপ্রাণ, মনীষী, ভক্তপ্রবর কুঞ্জলালকে নারায়ণ চিরজীবী করিয়া রাখুন।

স্বস্তি শ্রীতারাকুমার দেবশর্ম্মণঃ।

২৮।৭।০৯

কলিকাতা, বাগবাজার নেবুবাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গা-চরণ স্মৃতিতীর্থ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র।

শ্রীশঃ।

১০ই আশ্বিন

পরম ক্ষেমাস্পদেষু—

আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন মিদম।

আপনার প্রেরিত সানুবাদ চণ্ডী, গঙ্গাস্তব ও সুবর্ণ-বণিক্ নামীয় পুস্তক ৪ খানি পাঠ করিয়া পরম প্রীত হই-লাম। চণ্ডী ও গঙ্গাস্তবের বঙ্গানুবাদ সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়, হৃদয়গ্রাহী। মা সর্ব্বমঙ্গলা আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন, ইহাই তাঁহার নিকট চিরপ্রার্থনা।

পরন্তু সুবর্ণবণিক্ নামীয় পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে বল্লালসেনের ব্যাপার আমা-দেরও শ্রুত। লিখিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা সময় সাপেক্ষ। বিক্রমপুর নিবাসী ৺তারিণীপ্রসাদ তর্কবাচস্পতির পরিচয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই, ইতি শম্।

আশীর্ব্বাদক শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মণঃ।

তদুত্তর

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শ্রদ্ধাস্পদ পূজনীয় অধ্যাপক মহাশয়েষু

প্রণতি পূর্ব্বকং বিনীত নিবেদনম্।

মহাশয়ের ১০ই অশ্বিনের পত্রে মৎসঙ্কলিত পুস্তক কয় খানির সমালোচনায় ও মর্ম্মস্পর্শী আশীর্ব্বচনে নিরতিশয় আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিলাম। আপনাকে তজ্জন্য বার বার প্রণাম করি।

পরন্তু "সুবর্ণবণিক্" পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "লিখিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা সময় সাপেক্ষ"। ইহাতে আশা করি যে কিছুদিন পরে মহাশয়ের শ্রীহস্ত লিখিত কোন প্রকার মতামত পাইব।

বিক্রমপুর নিবাসী ৮তারিণীপ্রসাদ তর্কবাচস্পতির পরিচয় আমি পরলোকগত অধ্যাপক ৮দুর্গাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্রের নিকট পাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার পিতা উক্ত তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। যদ্যপি এ পরিচয় ঠিক না হয়, তাহা হইলে আপনি (এই পত্রের উত্তর খণ্ডে) তাহার যথার্থ পরিচয় দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন ইতি।

১৩ই আশ্বিন ভবচ্চরণ প্রসাদাকাঙ্ক্ষিণঃ

১৩০৯ শ্রীকুঞ্জলাল ভূতেঃ।

তৎপ্রত্যুত্তর।

শ্রীকালী শরণম্।

আপনার ১৩ই আশ্বিনের পত্র পাইয়াছি। আমি ৺পূজার পূর্ব্বদেশে গিয়াছিলাম, আসিয়া দেখিতে পাইলাম, সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেওয়া। ১০, ১২ জন অধ্যাপক ঐক্য হইল আপনি যাহা লিখিয়াছেন, যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত পাওয়া কঠিন, ঐ সকল অবলম্বন করিয়াই পরামর্শ পূর্ব্বক বোধ হয় দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষ অধ্যাপকদের নিকট আলোচনা করিলে বলিতে পারা যায়, বহুদিন চেষ্টা করিতে হয়, জানিবেন। আর ৺তারিণীপ্রসাদ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাটীতে ছিলেন না, বহুকাল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ৺তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয় স্মার্ত্তপ্রধান, তিনি উক্ত ঠাকুর বাটী ছিলেন, আমার অধ্যাপক ছিলেন। আপনি পিতৃশ্রাদ্ধে খুড়ার পিণ্ডদান লিখিয়াছেন বলিয়া আমার ছাত্র ঐ রূপ লিখিয়াছিল, জানিবেন। অত্র মঙ্গল, আপনার মঙ্গল লিখিয়া সুখী করিবেন, ইতি তাং ২ কর্ত্তিক আশীর্ব্বাদ পত্রী।

শ্রীদুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ

কিছু দিন পবে ইঁহাব সহিত ববাহনগরেব পথে দৈব-যোগে সাক্ষাৎ ও পবিচয হয। তখন তিনি মৎসঙ্কলিত পুস্তক গুলিয় বিশেষ প্রশংসা কবেন। ৺তাবিণীপ্রসাদ তর্কবাচস্পাতিব পবিচয সম্বন্ধে তদীয় ভ্রম স্বীকাব কবিয়া পুস্তকে মৎদত্ত পরিচযের যাথার্থ্য প্রকাশ কবেন। এবং সুবর্ণবণিকেব বৈশ্যত্ব স্বীকার কবেন, তবে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যে আমবা একটি অধ্যাপকেব সভা আহ্বান কবিলে সমবেত ভাবে মত দেওআই প্রশস্ত।

ময়মনসিংহ, আশুজীবা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র।

৺শ্রীদুর্গা সহায়।

২৬এ কার্ত্তিক

শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞপ্তি বিয়ং

আপনাব পত্র সহ ৺ভগবতী গঙ্গাদেবীব স্তোত্রাদি এবং সপ্তশতী চণ্ডী প্রভৃতি ৪ খানা পুস্তিকা যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, সমস্ত পুস্তকই বিশুদ্ধ এবং সমীচীন বটে। সুবর্ণবণিক্ যে বৈশ্য কুলোদ্ভব, ইহাব প্রমাণ অনেক গ্রন্থে পাওযা গিবাছে, এ সম্বন্ধে অনু-

মাত্রও সন্দেহ নাই। * * আপনার সদৃশ ব্যক্তি সুদীর্ঘ-জীবী হওয়ার বিষয় জগদীশ নিকট প্রার্থী ও আশীর্ব্বাদক রহিলাম, অধিকেনালং।

জিঃ ময়মনসিং	শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
গ্রাম আশুজীবা	তর্কবত্নোপাধিকস্য
পোঃ বামপুব	শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

শ্রীদুর্গা শরণম্।

১৬ অভযচন্দ্র মিত্রের লেন।

শ্রীমন্

ত্বযা প্রকাশিতা "নবতিশকাত্মকা" চণ্ডিকা মযাপ্য-বলোকিতা শ্রীমৎ দুর্গাচবণ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যালযে। তেনাভি হিতং ভবতো হৃপ্যানুবাগোস্তি বৈশ্যত্বে প্রাচীনে, শ্রুত্বৈতৎ মনসি মে মহানানন্দো জাতঃ। বাসনাপ্যধুনা তৎকুল গৌববে সহানুভূতযে। পবন্তু প্রাক্ চণ্ডিকাম প্রেরযিত্বা মাম সাধাবণ-শ্রেণ্যাম নিবেশয। পবন্তু মযি যা কুলপদ্ধতিকা হস্ত, ত্বাম সামানায্য দর্শযষ্যামি। মম তু প্রাক্ সুবর্ণ-গ্রামে নিবাস আসীৎ, তত্র চতুর্বিধানাম বণিজাম্ যথা যথা বিভাগঃ শ্রুতঃ, প্রাচীনস্মৃত্যা শাস্ত্র-বলেন চ দর্শযিষ্যা মীতি।

আচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বব ভাগবত শিবোমণি

মুঙ্গের পীরপাহাড় নিবাসী বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত রামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র।

৮-৬-০৯

ধর্ম্মাত্মন্।

ভবৎপ্রদত্ত "সুবর্ণবণিক্" পুস্তকখানির অনেকাংশ পাঠ করিলাম, পুস্তকখানি পরমার্গ-বিহীন হইলেও ইহাতে রচয়িতার অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য শাস্ত্রানুশীলনা ও গবেষণার পরিচয় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, প্রশংসাবাদ এক মুখে করা যায় না। রজোগুণাবলম্বী সংসারী মনস্বী গণের ইহা আলোচ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করি। বাহু যুগলাশ্রয়ে পারাবারের পরপারবর্ত্তী হওয়া, আর গ্রন্থখানির পরপারবর্ত্তী হওয়ার শ্রম অধ্যবসায় ও পুরুষার্থ একই বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না, যেহেতু বচন বা প্রমাণ সংগ্রহে যে কত শাস্ত্রগ্রন্থের আশ্রয় লইতে হইয়াছে, তাহা এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে বোধগম্য করিতে অশক্ত। ত্বদীয় ধৃতি বুদ্ধি ধারণাশক্তি ও মনের প্রাশস্ত্য কত, এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা অননুমেয়। হে সুবর্ণবণিক্ কুলপদ্ম। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বজাতীয়গণের জাতীয় মর্য্যাদা পুনঃসংস্থাপনে সমর্থ হও, তোমার অসাধারণ

শ্রম ও পুরুষার্থ সফল হউক, ইহাই এ ক্ষুদ্রবুদ্ধি জনের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ।

চির শুভানুধ্যায়িনঃ

শ্রীরামলাল শর্ম্মণঃ।

বসুমতী, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সাল।

দেয়-মল্লিকাখ্য শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ভূতি কর্ত্তৃক বিরচিত 'সুবর্ণবণিক্' নামে একখানি পুস্তক আমরা উপহার পাইয়াছি। এই পুস্তকখানি সুবর্ণবণিক্ জাতির ইতিহাস ও প্রকৃত তথ্য প্রকাশের জন্য বিরচিত। এই পুস্তকে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে মন্বাদি স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্র এবং ভরতচন্দ্র শিরোমণি, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি বহুতর বিখ্যাত শাস্ত্রদর্শী অধ্যাপক মহাশয়দিগের শাস্ত্রব্যাখ্যা ও ব্যবস্থা-পত্রও প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল বাবু সুপণ্ডিত ব্যক্তি; তিনি অনেক অনুসন্ধানে এই পুস্তকের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কেবলমাত্র সুবর্ণবণিক্‌গণ কেন, এই পুস্তক প্রণয়নের জন্য কুঞ্জলাল বাবু সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

কলিকাতা, শ্যামপুকুর নিবাসী অধ্যাপক-বর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র।

পরমশুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বিকেয়ং লিপিঃ।

মহাশয়। আপনার প্রেরিত একখানি সানুবাদ গঙ্গা-স্তোত্র নামক পুস্তক প্রাপ্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। গঙ্গাদেবীর কারুণ্য (করুণ) রসবিস্তারাদি, বিশেষতঃ এইরূপ (ভূণক) ছন্দে গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি অবধি সমস্ত মাহাত্ম্য যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে পরম প্রীত হইয়া আশীর্ব্বাদ করি, গঙ্গা-দেবী আপনার মঙ্গল করুন।

আপনি সম্প্রতি যে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্য (চণ্ডী) পুস্তকখানি পাঠাইয়াছেন, উহা পাঠ করিয়া পরম আনান্দত হইলাম। এই চণ্ডী অনেকেই প্রকাশ করিয়াছেন এবং হস্তলিখিত পুস্তকও বহুতর দেখা যায়; কিন্তু কোন চণ্ডীতেই এরূপ পূজার প্রমাণ, ধ্যান, যন্ত্র, মন্ত্র, মণ্ডল ও মূর্ত্তি এবং ন্যাসাদি দেখা যায় না। পরন্তু মহাশয় যে অর্গলা, কীলক, কবচ, দেবীসূক্ত ও ঋষিচ্ছন্দঃ প্রভৃতির সন্নিবেশ করিয়াছেন, ইহা অধিকতর মনোজ্ঞ

হইয়াছে। কিন্তু বারাহীতন্ত্রে যে সকল প্রমাণ, প্রয়োগ, পাঠপ্রণালী উক্ত হইয়াছে, ঐ সকল বিষয়ের সন্নিবেশ হইলে আরও উৎকৃষ্ট হইত। কারণ অস্মদ্দেশে বারাহী-তন্ত্রোক্ত প্রমাণই প্রচলিত দেখা যায়। মহাকালী, মহা-লক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী সম্বন্ধে যেসকল ধ্যান, মন্ত্র, মূর্ত্তি, যন্ত্র, মণ্ডল ও ন্যাসাদি এবং পূজা ও পাঠপ্রণালী যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকল অস্মদ্দেশীয কি মুদ্রিত, কি হস্তলিখিত, কোন পুস্তকেই দেখা যায় না। আপ-নাব অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্য দর্শনে আপনাকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পাবিলাম না। কায়মনোবাক্যে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করি, চণ্ডীদেবী আপনার মঙ্গল করুন।

অনুবাদ ব্যাখ্যাদি—পদ্যানুবাদ যে শ্লোক যে ছন্দে, সেই সেই ছন্দে যে পদ্যরচনা করিয়াছেন, এবং তাহাতে যে অর্থের ন্যূনাতিরিক্ততা দোষ ঘটে নাই, এ অতীব আশ্চর্য্য-জনক ক্ষমতা। এই তিনখানি পুস্তক ‘পাঠ্যখণ্ড’, ‘অনু-বাদখণ্ড’ ও ‘রহস্যখণ্ড’ পাঠে যে কত শত অকর্ম্মঠ ব্যক্তি-দিগের কর্ম্মঠত্ব, অনভিজ্ঞের অভিজ্ঞতা লাভ হইবে, তাহা বর্ণনাতীত। দুই একটী প্রমাদ যাহা দৃষ্ট হইল, খুব সম্ভব ইহা যন্ত্রদোষঘটিত। যন্ত্রকোষখানি যাহা প্রকাশ করিযাছেন, তাহার মন্ত্রব্যাখ্যা, মন্ত্রোদ্ধার ও

মন্ত্রাক্ষণ দর্শনে যে কত শত পণ্ডিতবর্গের উপকার সাধিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

'রুদ্রচণ্ডী'খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। আমাদের দেশে কি অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত 'রুদ্রচণ্ডী' প্রচলিত দেখা যায়, সে সমস্তই রুদ্রচণ্ডীর মাহাত্ম্য মাত্র। চণ্ডীর অনুকরণে মধুকৈটভ বধাদি সুরথবৈশ্যের মনুত্ব ও বিশিষ্ট-জ্ঞানলাভ পর্য্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা অতীব হৃদয়ানন্দকর হইয়াছে। এই রুদ্রচণ্ডীর প্রসাদে আপনার সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ হইবে।

"রুদ্রচণ্ডী-প্রসাদেন কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে"।

আপনি যে 'সুবর্ণবণিক্' নামক পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম। এই পুস্তকে বহু জাতির বহু বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ, সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে ও তাহাদের ব্রাত্যতা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় আমি পাঠ্যাবস্থায় অবগত ছিলাম। মহাশয়ের এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সেই পূর্ব্বশ্রুত ইতিহাস প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইল। ইতিহাস—বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বনগ্রামে অতি প্রখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরী, মহিমাচন্দ্র রায়-চৌধুরী, ও নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরীদিগের বাটীতে আমার পিতা রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয় দ্বারপণ্ডিত ছিলেন।

আমি তৎকালীন সেই চতুষ্পাঠীতে পিতৃসমীপে অধ্যয়ন করিতাম। একদা একটি প্রধান কর্ম্মোপলক্ষে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালীপাড়া নিবাসী সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ শিরোমণি এবং পুটিয়া নিবাসী মদন-মোহন তর্কালঙ্কার, বোলপুর নিবাসী মথুরানাথ তর্ক-বাগীশ ও ঐ বনগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, গোবিন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হন, তন্মধ্যে পিতৃদেব মহাশয়ও ছিলেন। এই সভায় অনেকানেক শাস্ত্রীয় কথার অবসানে, জাতীয় কথা উপস্থিত হয়। তৎকালে ঐ বঙ্গদেশে অনেকে খৃষ্টান হইতে আরম্ভ করে। তৎশ্রবণে শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, এক্ষণে এইরূপই ধর্ম্মনষ্ট হইবে, যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবে, আবার কালক্রমে এই যজ্ঞোপবীতের সমাদর হইবে। অনেকেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে ইচ্ছা করিবেন এবং অনেকে ধারণও করিবেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার কহিলেন. আমাদের দেশে কতি যুগী জাতি বলে "আমরা যোগী ছিলাম, আমাদের পৈতা হইতে দোষ কি!" শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, কালে তাহাও হইবে। সভার অপর পার্শ্বে তুইটি সম্ভ্রান্ত গন্ধবণিক্ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামকিঙ্কর নামক একজন গন্ধ-বণিক্ গললগ্নকৃতবাসা দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করি-

লেন, আমার একটী নিবেদন যে, বণিক্‌জাতির কি বিধি, আমরা গন্ধবণিক্, জা নতে ইচ্ছা করি। তৎশ্রবণে আমার পিতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, "আপনারা বৈশ্যজাতি, যবনভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করেন। যজ্ঞোপবীত পারত্যাগ করিয়া শ্মশ্রু ধারণ পূর্ব্বক বিকৃত বেশে স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। আপনারা ধনবান্ ছিলেন, যবন কর্ত্তৃক সে সমস্ত অপহৃত হওয়ায় বাণিজ্যবিরত হইয়া * * * * * জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তদবধি শূদ্রগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন"।

উপসংহারে আর একটীও প্রস্তাব বলেন—সেটী সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে। প্রস্তাব যথা,—"রাজা ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ গো দান করেন। ঐ গো স্বর্ণাদি ব্যবসায়ী বণিকের নিকট ব্রাহ্মণ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হন। বণিক্ ঐ গো ছেদন করায় তাহা হইতে রুধির নির্গত হয়। ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। রাজা তদবধি স্বর্ণবণিক্‌গণকে গোচ্ছেদী বলিয়া অব্যবহার্য্য ও অযাজ্য বলিয়া বর্জ্জন করেন। কিছুদিন পরে প্রকাশ হয় যে, রাজা স্বর্ণবণিকের ঋণগ্রস্ত ছিলেন, এবং ধনমত্ত বণিক্‌গণ রাজার কুৎসা সতত প্রকাশ করেন। এই সকল কারণে তাহাদের প্রতি রাজার ক্রোধ ছিল, তজ্জন্য ঐ গোপ্রদান গোচ্ছেদন কৌশলে

করাইয়া স্বর্ণবণিক্‌গণকে পতিত ও ব্রাহ্মণবর্জ্জিত করেন। তাহারাও বৈশ্যজাতি, তাহাদের যজ্ঞোপবীত ছিল। উহাদের মধ্যে নিঃস্ব বণিক্‌গণ রাজার মতানুসারে চলিতে লাগিল, কেহ কেহ তদ্দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াও সেই অপবাদ হইতে মুক্তি পাইল না।"

রামকিঙ্কর বলিলেন,—"সুবর্ণবণিক্ অচল, এ কথা কি শাস্ত্রে নাই?" পিতাঠাকুর মহাশয় বলিলেন, —"স্বর্ণবণিকের অব্যবহার্য্যতা কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। বোধ হয়, কালে চল হইবে।" সেই সঙ্গে একটী শ্লোকও আবৃত্তি করিলেন, তাহার অর্দ্ধাংশ আমার মনে আছে; যথা—

"ঋণ-ব্রণ-কলঙ্কানাং কালে লোপো ভবিষ্যতি।"

মন্তব্য—সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব অখণ্ডনীয় ও অসন্দিগ্ধপর, কেবল ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত সুবর্ণবণিকের ব্রহ্মশাপাদি জনিত যে পাতিত্য দৃষ্ট হইল, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে দেশদেশান্তরীয় পুস্তকাদি দ্রষ্টব্য; যেহেতু তৎকালীয় রাজন্যগণের সর্ব্বদেশস্থ পুস্তক সংগ্রহের বিষয় সন্দিগ্ধকর। বৈশ্যত্ব বিষয় নিঃসন্দেহ উপনয়নযোগ্য। তবে, ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের বিষয় গঙ্গাস্নানমাত্র, যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বিচার্য্য। যেহেতু, সমর্থের প্রতি পরাকাদি ব্রত, তদসমর্থে

ধেনুদান, তদসমর্থে "ধেনোরভাবে দাতব্যং তুল্যং মূল্যং ন সংশযঃ", তদভাবে সাধুকল্পিত মূল্য, তদভাবে পঞ্চ, ত্রি, এক কার্ষাপণাদি, তদভাবে গঙ্গাস্নান। এই অভাব পদে অভাব ও অসমর্থ হইতে হইবে। নচেৎ পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল বিধান ব্যর্থ হইযা পড়ে। ধেনুমূল্য কার্ষাপণ পর্য্যন্ত দানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের গঙ্গাস্নানে সিদ্ধ। হরিনাম তৎশুদ্ধ্যর্থ ব[লি]যা বিচার্য্য হইলেও, মহাশযের পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ অধ্যবসাযাদি দর্শনে, মহাশযকে শত-সহস্র ধন্যবাদ সাধুবাদের সহিত আশীর্ব্বাদ করি,—দীর্ঘ-জীবী অরোগী অপরিমিত ধনশালী ঈশ্বর করুন। মহাশয হইতে কত শত জনসমূহের কত শত উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ইতি সন ১৩১০ শাল তারিখ ৬ই ভাদ্র।

গঙ্গাস্তোত্রমযং সুপুস্তকবরং যেনাঽপি মুদ্রাপিতং
বৈশ্যানাং মৃণতঃ পুরা নৃপতিনা বর্জ্জাত্র মাবর্ণিতম্।
চণ্ডীধ্যান সুযশ্ম মূর্ত্তি-মনুভি র্যুক্তা সুপাঠান্তরৈর্
যেনাঽকারি চ, কুঞ্জলাল-বণিজং চণ্ডী চিরং পাতু তম্॥

শ্রীরামচন্দ্রো জযতি।

ন্যাযভূষণোপাধিক
শ্রীনীলকান্ত দেবশর্ম্মণাম।

বাখরগঞ্জ, মানপাশার চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুত জগচ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পত্র।

শ্রীদুর্গা শরণম্

পেঃ আঃ, অভয়নীল
গ্রাম, মানপাশা

অশেষ-বিদ্বজ্জনগণ সম্মান-বর্দ্ধন ধর্ম্মরক্ষণনিদানবরেষু—

ভবদনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ শ্রীজগচ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারস্য বিজ্ঞাপন মেতৎ। * * * * * *

সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব সম্পাদন বিষয় যদি মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা থাকে, তবে আমার নিকট পত্র লিখিবেন, আমি সাক্ষাৎমতে তদ্বিষয় সকল প্রকাশ করিব। ইতি সন ১৩০৯ সাল, তারিখ ৩রা অগ্রহায়ণ।

"বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" লেখক শ্রীযুত বরদাকান্ত মজুমদার মহাশয়ের পত্র।

শ্রীহরি।

টাকী
১৫ই ফাল্গুন ১৩০৯

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল মল্লিক মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার গত ১২ই ফাল্গুনের পত্র ও তৎসহ প্রেরিত 'দুর্গা সপ্তশতী চণ্ডী' মূল ও বঙ্গানুবাদ দুই খণ্ড ও 'গঙ্গা-স্তোত্রাদি সংগ্রহ' একখণ্ড ও 'সুবর্ণবণিক্' একখণ্ড ও পরি-শিষ্ট একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া সাদরে গ্রহণ করিলাম।

* * * * * *

"সুবর্ণবণিক্" গ্রন্থখানির কতকদূর পড়িয়া প্রীত হই-লাম। আমি যাহা মোটামুটি জানিতাম ও বিশ্বাস করি-তাম, আপনি প্রমাণাদি সহ অতি সুন্দররূপে তাহা প্রতি-পন্ন করিয়াছেন ভরসা করি, আপনাদিগের সম্প্রদায় মধ্যে ঐ পুস্তক দ্বারা জীবনী শক্তির সঞ্চার হইবে।

"গঙ্গাস্তোত্র" পাঠে বুঝিলাম সংস্কৃত সাহিত্যে আপনি সুনিপুণ। আপনার পদ্যানুবাদগুলিতে আপনার ভাষা-নৈপুণ্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যদিচ সংস্কৃতচ্ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় অনেক স্থলে শ্রুতিকটু হয়, কিন্তু আপনার পদব্যব-হার চাতুর্য্যগুণে পাষাণও কোমল হইয়াছে।

পুরাণের অমূল্য নিধি "চণ্ডী" খানি ভাল করিয়া পড়িব ইচ্ছা আছে। ব্যাখ্যাখণ্ড ও রহস্যখণ্ড পাঠাইয়া চির-বাধিত করিবেন।

আপনার ন্যায় পুণ্যশ্লোক মহোদয়ের সহিত একবার আলাপ না করিতে পারিলে তৃপ্তি হইতেছে না। আমার সাম্প্রতিক নিবাস বরাহনগরে। তথায় যখন যাইব,

প্রথমেই আপনার নিকট পরিচিত হইয়া সৌভাগ্যবান্ হইব।

বিনয়াবনত

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার।

কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পত্র।

শ্রীরামঃ।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন মিদং।

আপনার প্রদত্ত কয়েকখানি পুস্তকের অনেক অংশ পাঠ করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছি। * * * * বণিক্‌জাতীয়ের বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা ও প্রমাণাদির সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেও আপনি বিশেষ প্রশংসাভাজন। আশীর্ব্বাদ করি, আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ জগতের হিতসাধনে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকুন, অধিক লিখিয়া কি জানাইব, ইতি।

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ

তাং ৩ আশ্বিন

কলিকাতা, শিমলা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ শিরোরত্ন মহাশয়ের পত্র।

শ্রীশ্রীরামঃ
শরণম্।

শ্রীমতি শ্রীআশুতোষ দেবশর্ম্মণঃ শুভাশীবাশয়ঃ
সমুল্লসন্তবাং বিশেষঃ পবং

আপনাব পেবিত পুস্তকত্রয় আদ্যন্ত পাঠ কবিয়া আনন্দিত হইলাম।

ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা কবি, আপন দীর্ঘজীবন লাভ কবিয়া হিন্দু ধর্ম্মগন্থেব নিগূঢ় তত্বভেদ কবিবাব নিমিত্ত এইরূপ যত্নবান থাকুন।

স্বজাতিব পুনরুন্নতিকল্পে যে সকল প্রমাণ বা যুক্তি লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রক্রান্ত বিষযেব অনুপযোগি বলিযা বোধ হয় না। কিমধিকমিতি।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীআশুতোষ দেবশর্ম্মণঃ।

কলিকাতা, গরাণহাটা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

সমাবেদন মেতৎ।

* * * * * * * *

"সুবর্ণবণিক্" নামক গ্রন্থখানিও অবলোকন করিয়া দেখিলাম যে, ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি বিবৃতি যথা-শাস্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। বৈষয়িক ব্যক্তিগণ যে এতা-দৃশ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে সময়া-তিপাত করেন, আমার এরূপ বিশ্বাস ছিল না। * *
কিমধিক মিতি

শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণস্য।
গরাণহাটা ষ্ট্রীট ১১।১ নং
কলিকাতা।

নবদ্বীপ, গবর্ণমেণ্ট্ স্মৃতির টোলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যারত্নের পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা
জয়তি।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যারত্নস্য—

মহাশয়। আপনার প্রেরিত পুস্তকগুলি যথাক্রমে অদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম। * *

স্মবর্ণ বণিক্ নামীয় পুস্তকখানির ইতিহাস বর্ণনা শ্লোক লেখা উৎকৃষ্ট হইয়াছে জানিবেন।

মোট কথা, আমার মতে এই পুস্তকগুলি ভুল লেখা বা কোন বিষয়ে নিন্দনীয় দেখিলাম না, ও হয় নাই। আশা করি সকলেই এই কথা বলিবেন। * * * *

মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়ের কৃতবিদ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়।

পরমমঙ্গলাস্পদেষু আশীর্ব্বাদানন্তর বিজ্ঞাপন মিদম।

মহাশয়ের প্রেরিত পুস্তকগুলি এখানে পঁহুছিয়াছে।

দুঃখের বিষয়, প্রায় ৩।৪ বৎসর হইল আমার ৺পিতাঠাকুর ৺রমাপতি তর্কভূষণ মহাশয়ের ৺গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে। এখানকার স্থানীয় দুই তিন জন পণ্ডিতকে আপনার প্রেরিত পুস্তক কয়খানি দেখাইয়াছি, এবং আমি নিজেও দেখিয়াছি। পণ্ডিত মহাশয়গণ পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া সংগ্রহকর্ত্তাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং (সুবর্ণবণিক্ গ্রন্থে) এই সমস্ত সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ রূপে বহু শাস্ত্র আলোচনা করিতে হইয়াছে, এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*

শুভার্থী

শ্রীসৌরীন্দ্রকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

ভট্টাচার্য্য

কোন্নগর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত পত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্।

১৫ ই আশ্বিন ১৩০৯

অশেষক্ষেমাস্পদেষু—

ভবৎপ্রেষিতং গ্রন্থচতুষ্টয়ং সমাকলিতবানস্মি। কিন্তু

ত্রিধাতু-বৈষম্যোপাত্ত-শারীর-সন্তাপাক্রান্ততযা সশেষ মেকৈকং গ্রন্থ মুপলক্ষিতুং নালমস্মি সাম্প্রতং। তথাপ্যংশতো দৃষ্টেন প্রত্যেকেনৈব তথা প্রীতি রুৎপাদিতা, যথৈতেষাং সংস্করণান্তরৈ র্নোদপাদি।

মন্যে চ গ্রন্থানাং প্রণয়নে শ্রীমতা তথা প্রযাসো-ঽঙ্গীকৃতঃ, যথৈতে সমুৎকর্ষস্য পরাং কোটি মধিরোহন্তি। সাকল্যেনৈষা মতিদিদৃক্ষা বর্ত্তত এব, তাঞ্চ কিলানাময-সহচরী মধিকরুন্ধি প্রোৎসাহ-প্রতিকৌলীনা রজঃপ্রসারিণী শারীর-তাপ-সন্ততিঃ।

*   *   *   *   *   *   *

সুবর্ণবণিক্ প্রবন্ধস্য প্রতিপাদ্যো বিষয়শ্চাস্মাকং প্রায়েণ বিদিতপূর্ব্ব ইতি শ্রীমৎপ্রকাশিতস্যাস্য মুখতঃ পরিসমাপ্তি-পর্য্যন্তং সম্যক্ সমাকলয্য যথামতি মন্তব্য মনুপ্রেষ-ণীযমিতি। আশাস্মহেঞ্চৈতদন্তে, যৎ শ্রীমদ্‌গোবিন্দ-পদার-বিন্দ-মধুব্রতানাং শ্রীমতাং জগদ্ধিত মাতন্বতা মুত্তরোত্তরোৎ কর্ষ-বহুলং ক্ষেম মাজন্মতা মিত্যলং পল্লবিতেনেতি।

বিদ্যাভূষণোপনামক

শ্রীগজেন্দ্রেশ্বর দেবশর্ম্মণাম্।

যশোহর দেওআপাড়া নিবাসী, অধ্যাপকবর শ্রীযুক্ত শশধর স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র।

৺শ্রীদুর্গাশরণং।

বিদ্বজ্জন-ববেণ্যেষু—

স্বজাত্যুৎকর্ষতাং নিত্যং প্রার্থ্যতে চ জনোত্তমৈঃ।

তেনাহং ভদ্রতাং মন্যে যেন স্যাৎ ভবতাং যশঃ।

সুবর্ণবণিজাং জাতে র্বিবেকঃ ক্রিয়তে মহান্।

তং দ্রষ্টু মিচ্ছতাতাস্তং প্রার্থ্যতে ভবদন্তিকে।

গ্রন্থঃ প্রদীয়তা মেকঃ বিদ্বদানন্দ-বর্দ্ধনঃ।

জিলা-যশোহরাধীন দেবপল্ল্যাখ্য তিষ্ঠতা।

নবপল্লীডাকসদ্ম নৈকট্যং স্থীয়তে ময়া।

স্মৃতিরত্নোপাধিকেন শ্রীশশধর (দেব) শর্ম্মণা।

দেবপল্লীত্যত্র দেয়াপাড়েতি গদ্যতে ভাষ্যতে চ। নবপল্লীত্যত্র নওয়াপাড়েতি, অতএব নওযাপাড়া পোষ্টাফিসতঃ দেওযাপাড়া গ্রামে প্রেরিতব্য মিতি বিশেষ কথা।

সভ্যপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল ভূতি মহাশয় কর কমলেষু।

(একগ্রন্থ পুস্তক ও পত্র প্রেরিত হইল।)

২৮।৭।০৯

---

২০২ পৃষ্ঠোক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের তৃতীয় পত্র।

শ্রীকালী শরণম্।

আপনার পত্র এবং রহস্যখণ্ড পাইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। উত্তর লিখিতে বিলম্ব হইল, কারণ পুস্তক দেখিয়া উত্তর দিব বলিয়া। আপনাকে ৺ দীর্ঘজীবী করুকেন। আপনি যাহা সপ্রমাণ লিখিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়রাও জানেন না। আপনি যে বৈশ্যবংশীয়, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় দূর হইয়াছে। আপনার মনোভীষ্ট সিদ্ধ ৺ করিবেন। * * * * ইতি তারিখ ২৪ ভাদ্র।

আশীর্ব্বাদ পত্রী
শ্রী দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ
সাং বাগবাজার নেবুবাগান টোল।

পরমকল্যাণবর শ্রীমং বাবু কুঞ্জলাল ভূতি মল্লিক
মহাশয় নিরাপৎ দীর্ঘজীবেষু।

যশোহর, দেয়াপাড়া সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১৩০৯।১৭ই আশ্বিন

যা দুর্গা ভবহারিণী ত্রিনয়না সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদা
যা দুর্গা গতিদায়িনী সুবচনী ধর্ম্মার্থ-মোক্ষ-প্রদা।
যা দুর্গা ভবমোহিনী সুজননী ভূতিপ্রজা দায়িনী
সা দুর্গা সততং করোতু কুশলং কুঞ্জাদি নালঞ্চ চ॥

শুভানুধ্যায়িনা শিরোমণ্যুপাধিকেন শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণা

মহাশয়! পুরা কিল ভগবন্‌-মার্কণ্ডেয় সংগৃহীত সপ্তশতীস্তোত্রং ভগবতী-গঙ্গাদেবীস্তোত্রঞ্চ অপিচ সুবর্ণবণিক সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিকং সুবর্ণবণিকাভিধেয়ং ভবতা ইধুনা যৎ বঙ্গানুবাদেন প্রকাশিতং, তৎপ্রাপ্তু মিচ্ছুনা ময়া নিবেদিতং। পুস্তক-প্রেরণেন মদীয়োৎসাহো বর্দ্ধ্যতাম্। তৎপুস্তকপঠনেন মদীয়-বাসনা জায়তাম্। অত্রস্থিতানাং সর্ব্বেষাং সুবর্ণবণিকানাং ভবৎপ্রকাশিত-সুবর্ণবণিকসম্বন্ধীয় পুস্তকেন উৎসাহো জায়তে। অলমতি বিস্তরেণ।

যশোহর, শ্রীধরপুর নিবাসী অধ্যাপকবর শ্রীযুত সীতানাথ ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র।

শ্রীশ্রী৺কালী
প্রতুলকারিণী।

ভবদ্ভব্য মব্যাহত মীশ্বতঃ সমীহে,
তেনৈবাস্মৎ কুশলং, বিশেষস্ত্বেষঃ।

ন্যায়ভূষণোপাধিক শ্রীসীতানাথ শর্ম্মণঃ পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু।

সম্প্রতি আপনার মুদ্রিত 'সুবর্ণবণিক্' প্রভৃতি পুস্তক চতুষ্টয় দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও আপনার বদান্যতা গুণে উক্ত পুস্তক কয়েক খানি লাভে বঞ্চিত হইব না, এই ভরসায় লিখিতে বাধ্য হইলাম। অতএব উক্ত ঠিকানায় পুস্তক কয়েক খানি প্রেরণ করিবেন, বিজ্ঞাপন মিতি।

পোষ্ট শ্রীধরপুর, গ্রাম শ্রীধরপুর,
শ্রীযুত বাবু বিপিনবিহারী বসু জমীদার মহাশয়ের বাটী,
জেলা যশোহর।

আশীর্ব্বাদক শ্রীসীতানাথ ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য।

———

কলিকাতা, শিমলা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুত বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র।

স্বস্তি শ্রীবাণীকণ্ঠ শর্ম্মণঃ শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষ স্বয়ং বিজ্ঞেয়ঃ। ভবৎপ্রেরিত পুস্তকানাং বিষম-বৈলক্ষণ্যাদর্শনেন কিং প্রতিবচনং প্রযোক্তব্যং ইতি বিস্ময়াৎ নোক্তং কিমপি, সন্দর্ভশুদ্ধিতা মনাকলয্য ন যুক্তং প্রতিপত্রং। প্রত্যুত্তরং ন দেয়মিতি বিসংবাদিনীচ্ছা ন মদীয়া, তু কিং দেয়মিতি বিচারণাৎ ন সুগমঃ পন্থা দৃষ্টঃ, ইত্যনেন প্রযোজ্য প্রযোজক-ব্যবহার-বিরোধাদেব ক্ষণবিলম্বতা। অতঃ পত্রতঃ কিং, এষ এব বিচারযাত্, ততঃ সাক্ষাৎকার মেব ময়া ভবতা কর্ত্তব্য মিতি, কিং পল্লবিতেন।

কাটীহালী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুত নবকিশোর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পত্র।

শ্রীদুর্গা

শরণম্।

কাটীহালী

চতুষ্পাঠীতঃ।

ক্ষীরাব্ধিজালঙ্কৃত কণ্ঠ দেশ

ইন্দ্রাবরোমাপতি বক্ত্র পায়াৎ।

বিভূতি-ভাভাঙ্গধর শ্চিরং ত্বাং
হরো হরি র্ব্বা ত্রিপুরাপহারী ॥
তর্কচূড়ামণ্যুপাধিক শ্রীনবকিশোর শর্ম্মণঃ
শুভাশীর্ব্বিজ্ঞাপনং বিশেষঃ।

আপনার প্রেরিত পুস্তক কয়খানা পাইয়াছি।

* * * * * * * *

অনবকাশ নিবন্ধন আপনার উল্লিখিত জাতীয় বিবরণ সবিশেষ আন্দোলন করিতে পারি নাই, আলোচনায় অনুকূল মত হইলে যথা সময়ে জানাইব। অলমতি পল্লবিতেনেতি।

শ্রীশ্রী—

রঙ্গপুর

সবিনয় * * নিবেদন মিদম্।

আপনার প্রেরিত চণ্ডী প্রভৃতি চারিখানা পুস্তক ঠিক সময়েই উপহার পাইলাম। সময়ানুসারে কোন কোন স্থান হইতে উপকারও প্রাপ্ত হইলাম।

* * * *

আর আপনার 'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকে আপনার যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় পাওয়া গেল। এ বিষয়ে আমি বিশেষ

আলোচনা করি নাই, তজ্জন্য আমার নিজের মত দিতে পারিলাম না।

ভবদীয়

শ্রীযাদবেশ্বর শর্ম্মা তর্করত্ন।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

ভদ্রেশ্বর ৭ই কার্ত্তিক

অশেষ গুণালঙ্কৃত

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল মল্লিক

মহাশয় সদাশয়েষু

মহাশয়।

আপনার প্রেরিত চারিখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া আদ্যন্ত পাঠ করতঃ সাতিশয় আনন্দানুভব করিলাম। পুস্তক গুলি যে অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। * * * * * * *

আশীর্ব্বাদক

শ্রীগোপালচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ চূড়ামণেঃ।

এবং বহুলম্।

ইংরাজী ১৯০১ শালের "সেন্সস্ অব্ ইণ্ডিয়া" বা ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বিবরণ ৬ষ্ঠ ভলুম, বাঙ্গালা প্রদেশ।

এই বিবরণ পুস্তক খানি রাজপুরুষ ই, এ, গেট সাহেব মহোদয়ের সঙ্কলিত। তিনি ইহার সংকলন কার্য্যে তাহার ভূয়সী গবেষণা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত পুস্তকের পরিশিষ্ট A খণ্ডের ত্রয়োদশ টেবলে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জেলার সুবর্ণবণিক্ জাতির (স্ত্রী ও পুরুষ) সমগ্র জনসংখ্যার যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি একটি ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ উড়িষ্যা বিভাগে স্বর্ণকার বা সোনারি জাতি সুবর্ণবণিক্ জাতির সহিত একত্রে গণিত হইয়াছে। তজ্জন্য উড়িষ্যা বিভাগের সুবর্ণবণিক্ গণের প্রকৃত সংখ্যা জানিবার উপায় গিয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য জেলার উক্ত তালিকাটি এই —

কলিকাতা ..	২৩,১১৯	বীরভূম ...	৫,০২৯
বাঁকুড়া ...	১০,০১৬	চট্টগ্রাম ...	৪,৯৯৯
মেদিনীপুর ...	৯,৫৭৮	বর্দ্ধমান ...	৪,৯৭৫
মানভূম ...	৭,৭৭৪	নদীয়া ...	৪,২৮০
হুগলী ...	৬,৮১৮	২৪পরগণা ..	৪,২১৪
ঢাকা	৬,২৩১	যশোহর ...	৩,৯২৩

ফরিদপুর	... ৩,৯০৭	দিনাজপুর	... ...	২৪৭
মুরশিদাবাদ	... ৩,৮৭১	মালদা	... ...	১৯১
খুলনা...	... ৩,৩৭২	রাঁচি	... ...	১৬০
হাবড়া	... ২,৬৯৭	রংপুর	... ...	১২১
ময়মনসিং	... ১,৮৮৬	জলপাইগুড়ি	...	১০৭
নোআখালি	... ১,৫৮৭	ভাগলপুর	... ...	৬৭
পাবনা...	... ১,৪২০	মুঙ্গের	... ...	৬৪
সাঁওতালপরগণা	১,২৬১	কুচবিহার	... ...	২৩
ত্রিপুরা	... ৯৬০	দারজিলিঙ্গ	... ...	১৮
বাখরগঞ্জ	... ৭৪৮	পালামৌ	... ...	১৪
রাজসাহী	... ৭৩৯	পাটনা	... ...	৯
সিংহভূম	... ৫৪৯	সাহাবাদ	... ...	৪
বোগরা	... ২৭১	লোহারডাগা	...	০
			সমষ্টি	১,১৫,২৫১

দশ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮৯১ শালের জনসংখ্যা বিবরণে উড়িষ্যা বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য জেলার জনসংখ্যা ৯৬, ১১৮, উড়িষ্যার ৭৭২, ও উড়িষ্যা করদ রাজ্যের ১,৪২২ মাত্র ছিল।

'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকের আদ্য খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠায় বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলার সুবর্ণবণিক্ জাতির ১৮৯১ সালের জনসংখ্যা প্রদত্ত রহিয়াছে। তত্তুলনায় সেই

সেই স্থানের আধুনিক সংখ্যার বৃদ্ধি ও হ্রাস এই এই রূপ—

বৃদ্ধি

কলিকাতা...	... ৩,৪৮৪	ত্রিপুরা...	...	...	৩৩৯
বর্দ্ধমান ...	... ৩,৩৫৬	২৪পরগণা	...	...	৩২২
মানভূম ...	... ২,৮২৮	ফরিদপুর	...	...	২৩৩
বাঁকুড়া ...	... ২,৬২৪	রাঁচি ...	...	...	১৬০
ঢাকা... ...	... ২,১৭৯	দিনাজপুর	...	...	৯৫
বীরভূম ...	... ২,১১৪	ভাগলপুর	..	...	৬৭
মেদিনীপুর ...	... ১,২৭৪	মুঙ্গের	.	...	৬২
মুরশিদাবাদ...	.. ৬০২	মালদা	..	...	৪৮
পাবনা ...	... ৫৭৩	রংপুর	...	..	৪০
সাঁওতালপরগণা ...	৫৫২	বোগরা	...	...	১৫
খুলনা... ...	... ৫৪৩	পালামৌ	...	...	১৪
রাজসাহী ...	... ৪১০	পাটনা	...	..	৯
সিংহভূম ...	... ৩৭২	সাহাবাদ	...	...	৪
				সমষ্টি	২২,৩০৮

হ্রাস

হুগলী ...	... ১০১৯	চট্টগ্রাম ...	...	২৩২
নদীয়া ...	... ৯৩৪	ময়মনসিং	...	১৮৩
যশোহর ...	... ৩৭৭	হাবড়া ...	...	১৫৯

নোআখালি ...	১১৪	লোহারডাগা ...	১৭
কুচবিহার ...	১০৩	দার্জ্জিলিং ...	৫
জলপাইগুড়ি ...	৪০	বাখরগঞ্জ ...	২
		সমষ্টি	৩,১৮৫

সুতরাং দশবৎসরে বৃদ্ধ্যাতিরেক ১৯,১৩১ জন।

বিদ্যাশিক্ষা ও বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে গেট মহোদয় অধী-য়ান ও শিক্ষিত গণকে একত্রে গণনা করিয়া উক্ত পরিশিষ্ট A খণ্ডের নবম টেবলে সুবর্ণবণিকের এই প্রকার তালিকা দিয়াছেন ;

বাঙ্গালা ভাষায় পুরুষ	৬,৯৩৬,	স্ত্রী	৯০৭,	জন	৭,৮৪৩
হিন্দী " "	২১৮,	"	১০,	"	২২৮
উড়িয়া " "	৩৯,	"	০	"	৩৯
অন্যান্য " "	১৬,	"	০	"	১৬
শিক্ষিত সমষ্টি "	৭,২১৯,	"	৯১৭	"	৮,১৩৬
অশিক্ষিত " "	৬,৬৭৮,	"	১১,৩৭৬	"	১৭,০৫৪
সর্ব্বসমষ্টি "	১৩,৮৯৭,	"	১১,২৯৩	"	২৫,১৯০

শিক্ষিত গণের মধ্যে

ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ	৩,৭৩১,	"	৮৪,	"	৩,৮১৫

এই শিক্ষিতগণের প্রধানাংশই কলিকাতাবাসী, এবং অন্য দুই একটি স্থান ভিন্ন মফস্বলের অন্যত্র তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দশ

বৎসর পূর্ব্বে সুবর্ণবণিকের মোট সংখ্যার পঞ্চমাংশের অধিক লোক কলিকাতা রাজধানীতে বাস করিতেন, এবং তাঁহাদের পুরুষগণের প্রায় অর্দ্ধেক অংশই অধীয়ান ও শিক্ষিত ছিলেন। এক্ষণে তথায় তাঁহাদের সংখ্যা মোট সংখ্যার প্রায় পঞ্চমাংশ মাত্র, কিন্তু বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে পুরুষগণ এক্ষণে অর্দ্ধাংশাধিক শিক্ষিত।

শিক্ষা ও বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে গেট মহোদয় আর একটি ক্ষুদ্র তালিকায় কতকগুলি উচ্চ জাতির তুলনা দেখাইয়াছেন, তাহা প্রতি সহস্র জন মধ্যে এইরূপ—

		দেশীয় ভাষায়			ইংরাজী ভাষায়			
বৈদ্য	...	পুরুষ ৬৪৮,	স্ত্রী	১৫৯,	পুরুষ	৩০১,	স্ত্রী	৮.৫
ব্রাহ্মণ (বাঙ্গালী)	„	৬৩৯,	„	৫৬,	„	১৫৭,	„	০.৫
„ (বিহারী)	„	২৭৩,	„	০	„	০	„	০
কায়স্থ (শুদ্ধ)	„	৫৮০,	„	৮০,	„	১৪৭,	„	৩.৩
করণ	„	৫২৮,	„	০	„	০	„	০
সুবর্ণবণিক্	„	৫১৯,	„	৮১,	„	২৬৮,	„	৭.৪
গন্ধবণিক্	„	৫১০,	„	৬১,	„	১৭৫,	„	৩.৯
আগুরী	„	৪৬৭.						

ইনি এতদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

488. * * * The educational status

of the other high castes is comparatively low. * * * The high position of the Subarna banik and Gandhabanik castes * * * has already been noticed.

489. * * * The large number of females who are literate amongst the converts * * is note-worthy, and so too is the high place held by Subarnabanik females.

491. The statistics of education by caste throw light on some of the claims, which have been set up by certain castes to a higher rank than that which they occupy in the recognised scale of social precedence. The Subarnabaniks, for example, have almost the same proportion of literate males as the Karans and a far larger one than the Bábhans and Rajputs.

অর্থাৎ—অন্যান্য উচ্চ জাতীয় গণের বিদ্যাবত্তার অবস্থা ইহাদিগের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। * * * এ বিষয়ে সুবর্ণবণিক্ ও গন্ধবণিক্ গণের উৎকৃষ্টতা পূর্ব্বেই অবধারিত হইয়াছে। * * ধর্ম্মান্তরদীক্ষিত স্ত্রীলোকগণ মধ্যে বিদ্যাবতীর সংখ্যা প্রচুর, * * তদ্রূপ সুবর্ণবণিক্ জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যাও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিতে হইবে। * * * সামাজিক প্রচলিত শ্রেণী অপেক্ষা

যে সকল জাতি উচ্চতর শ্রেণীর যোগ্য, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে জাতিগত বিদ্যাবত্তার তুলনাচক্র অনেক তথ্য প্রদর্শন করে। যথা, শিক্ষিত জন সংখ্যায় সুবর্ণবণিক্ জাতীয় পুরুষগণ করণ জাতীয় পুরুষগণের সহিত প্রায় সমান এবং বাভন ও রাজপুত জাতীয় অপেক্ষা অনেক অধিক।

সুবর্ণবণিকের জাতীয় বৃত্তি ও ব্যবসায় সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইয়ুরোপীয় লেখকগণ যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছেন, গেট মহোদয় তদ্বিপরীত বা তদতিরিক্ত কিছু বলেন নাই। কেবল রাজকীয় কর্ম্মের উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পদ ও বিবৃত্তি অধুনা যতগুলি সুবর্ণবণিকের অবলম্বিত হইয়াছে, তিনি তাহারই একটি তালিকা ১৬শ টেবলের পরিশিষ্টে দিয়াছেন, যথা—

রাজকীয় উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পদে		...	১৭	জন
ক্লার্ক, ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি	„	..	৪৯৭	„
স্থানীয় ক্লার্ক ..	„	..	৩১	„
খাজনা আদায় ...	„	...	৯৪০	„
জমিদারী গোমস্তা ...	„	...	৪৫	„
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অধ্যক্ষ	„	...	১৮	„
অধ্যাপক শিক্ষক প্রভৃতি	„	...	১৫৪	„
ওকালতি ...	„	...	৭৯	„
চিকিৎসা ...	„	...	১৬০	„
		সমষ্টি	১৯৪১	জন

ইঁহারা পাটনা ও ছোটনাগপুর ভিন্ন অন্যান্য সকল বিভাগেই কর্ম্ম করিতেছেন, বিশেষতঃ কলিকাতা ও বর্দ্ধমান বিভাগেই অধিকাংশ জন আছেন।

যাহা হউক সত্যান্বেষী গবেষণাপ্রিয় গেট মহোদয়ের ইত্যাকার মন্তব্য সকলে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বল্লাল নিপীড়িত সুবর্ণবণিক্ জাতি বঙ্গদেশীয় সাধারণ জনসমাজে স্বপদভ্রষ্ট ও নীচজাতীয় বলিয়া গণ্য বা অনুমিত হইলেও, তাঁহাদের অন্তরে উচ্চজাতীয় বীজ নিহিত রহিয়াছে। সকল পদার্থই বীজাবস্থায় অস্ফুট থাকে, এবং সেই অস্ফুটাবস্থায় বহুদিন থাকিলেও বীজটি নষ্ট হয় না। নষ্ট হইলে সে বীজের আর প্ররোহ হয় না। কিন্তু অস্ফুটাবস্থায় বহুদিনের নিহিত বীজও কালে প্রসন্ন-বারি সিঞ্চনে অঙ্কুরিত হয়, এবং যথাসময়ে পূর্ব্ববৎ ফল প্রসব করে। সুবর্ণবণিক্ ও তাঁহাদিগের যাজক ব্রাহ্মণ-দিগের প্রকৃত উৎকৃষ্ট বীজ এতদিন রাজার আক্রোশে যত্নবিরহিত হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল। হিন্দুজাতি স্বভা-বতই রাজতন্ত্রানুরক্ত, রাজাকে তাঁহারা দেবতার ন্যায় মান্য করেন, এবং রাজপূজা তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্ম্যানুষ্ঠানের একটি প্রধান ও অপরিত্যজ্য অঙ্গ। পাশ্চাত্য সভ্য জাতি-গণের ন্যায় তাঁহারা প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী বা পরিচিত পর্য্যন্ত নহেন। তদানীন্তন পালবংশীয় রাজগণের

সহিত ব্যবসায সম্বন্ধে সুবর্ণবণিকের সংস্রব থাকার জন্যই হউক, বা পুনঃ পুন ঋণ যাচমান বল্লালসেনের তদ্বিষযে প্রত্যাখ্যান জন্যই হউক, অথবা তাঁহার স্বজাতিবর্গকে উৎকৃষ্ট পদবী প্রদানাভিপ্রাযে বৈশ্যজাতিকে অগত্যা অধঃপাতিত করিবার অবশ্যকর্ত্তব্যতা জন্যই হউক, কিংবা অন্য যে কোন কারণ বশতই হউক, প্রবল গর্বাক্রান্ত নিগ্রহপ্রবণ ভূপতি বল্লালসেন যখন আক্রোশ পূর্ব্বক সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব ভ্রষ্ট করিবার ও তাহাদিগের যাজক ব্রাহ্মণগণকে পাতিত করিবার জন্য কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিলেন, তদবধি সেই দুরন্ত রাজাকে সন্তোষিত করিবার নিমিত্তই আপামর সাধারণ তাঁহাদিগকে ইচ্ছাবশতই হউক বা অনিচ্ছাবশতই হউক, অগত্যা ধিক্কার ও ঘৃণা করিতে অভ্যাস করিল, নহিলে তাদৃশ দাম্ভিক নৃপতির নিকট আর কাহারও রক্ষা ছিল না। বণিক্ ও বণিকের ব্রাহ্মণগণ আর সাধারণ চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন জন্য প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেন না, আপনাদিগের মধ্যে যথাসাধ্য বিদ্যাচর্চ্চা করিতে পারিতেন মাত্র। রাজপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইলে, রাজভক্ত ও রাজতন্ত্রানুরক্ত প্রজাগণের কতই না অধোগতি হয়! সুবর্ণবণিক্ ও তাঁহাদিগের যাজকগণের সেই দশাই ক্রমে ঘটিতে লাগিল। সুতরাং সাধারণে এই উভয় জাতীয় ব্যক্তিগণই ক্রমশঃ মূর্খ বলিয়া অনুমিত

পরিগণিত ও হেয় হইতে লাগিলেন। কিন্তু বীজমাহাত্ম্যের অমোঘ প্রভাব কে লোপ করিতে পারে? সময়ে কোন না কোন সূত্রে প্রযত্নবারি সিঞ্চিত হইলেই পুনরায় তাহার অঙ্কুরোদ্গম হয়। এই প্রায় আট শত বর্ষ কাল সুবর্ণবণিকের যাজক ব্রাহ্মণগণ সাধারণে অনাদৃত ও ধিক্কৃত হইয়া থাকিলেও, পঠন পাঠনার প্রকৃত সুযোগ না পাইলেও, তাঁহাদিগের উচ্চ বংশীয় পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষগণের অমোঘ বীজ-মাহাত্ম্য কোথায় যাইবে? এতাবৎ কাল তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানের, শাস্ত্রানুশীলনের বা ক্রিয়াকুশলতার অত্যন্তাভাব বা অস্তিত্বলোপ কখনই হয় নাই। অধুনাও ইঁহাদিগের মধ্যে তাদৃশ বহুতর শাস্ত্রজ্ঞ ও কার্য্যকুশল ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন। অনেকেই জানেন, পঞ্চাশদধিক বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত ন্যায়ালঙ্কারোপাধিক রূপচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে কেমন প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। তৎকালে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা জন্য যখন অধ্যাপক নির্ব্বাচনের পরীক্ষা হয়, তখন এই রূপচাঁদ ন্যায়ালঙ্কারই প্রথম ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন দ্বিতীয় রূপে নির্ণীত হয়েন। কিন্তু তদানীন্তন অধ্যক্ষ রামকমল সেন মহাশয়ের আপত্তিতে সুবর্ণবণিকের যাজক বলিয়া রূপচাঁদ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় উক্ত ন্যায়াধ্যাপনা পদলাভে

প্রত্যাখ্যাত হইলেন, উহা তর্কপঞ্চানন মহাশয়কেই প্রদত্ত হইল। তখন ঐ পদের মাসিক বেতন ৯০\ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় অভীষ্টলাভে ভগ্নমনোরথ হইয়া তৎসিদ্ধি জন্য স্বর্গীয় রামগোপাল মল্লিক মহাশয়ের নিকট গবর্ণমেণ্টকে সুপারিস করণার্থ প্রার্থনা করেন। মল্লিক মহাশয় মনঃক্ষুণ্ণ অধ্যাপককে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিবার জন্য বলেন যে, ম্লেচ্ছাধীনে দ্বাদশবর্ষ বেতন ভোগ করিলে ভবাদৃশ পণ্ডিত জনের পাতিত্য হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং তজ্জন্য আমি সুপারিস করতে অসম্মত। নব্বুই টাকা আয়ের জন্য যদি মহাশয় হতাশ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি একশত টাকা বৃত্তিতে আমার সভা-পণ্ডিত হইয়া থাকুন ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তাহাই স্বীকার করত সাধারণে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। ভিন্ন-শ্রেণীক অনেক কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণও তাঁহার ছাত্র হইয়া-ছিলেন। হালিসহর নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও নর্ম্মাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের জনৈক টীকাকর্ত্তা গঙ্গাধর তর্কবাগীশ প্রভৃতি অনেকে তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্নও বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িক, এবং সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ভবতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের সহাধ্যায়ী

ছিলেন। "কালো হি সর্ব্বৌষধম্" কালই সকল রোগের উপশম কারী ঔষধ; এক্ষণে আবার সেই স্বর্গীয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের কৃতবিদ্য পৌত্র সেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফরাশডাঙ্গা নিবাসী রামকিশোর তর্করত্ন মহাশয় বিশ্ববিখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহাধ্যায়ী ছিলেন। কথিত আছে, এক সময়ে কোন ধনাঢ্যভবনে অধ্যাপকগণের নিমন্ত্রণ হয়; জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে নিমন্ত্রণ কালীন, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, উক্ত সভায় রামকিশোর তর্করত্ন মহাশয়কে আহ্বান করা হইয়াছে কি না? পরে যখন শুনিলেন যে, সুবর্ণবণিকের যাজক বলিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, সে সভায় তর্কের জন্য তাঁহার সমকক্ষ কেহ না থাকায় তিনি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ও মহাপ্রাণ অধ্যাপকের নিকট নিমন্ত্রণ রাহিত্যের সে প্রকার যুক্তি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় বোধ হইয়াছিল। পরিশেষে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সম্মাননা জন্য কর্ম্মকর্ত্তাকে অগত্যা উক্ত রামকিশোর তর্করত্ন মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিতে হইয়াছিল, এবং সভাস্থলে তাঁহাদিগের উভয়ের বিদ্যাবত্তার পরিচয়ে তাঁহাকে আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছিল।

পঞ্চাশদধিক বর্ষপূর্ব্বে যখন প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন মল্লিক মহাশয় স্বগৃহে রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত ও অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাৎকালিক অনেকগুলি বিদ্বান্ গোস্বামী সেই সকল পাঠের ব্রতিত্ব প্রার্থনা করিয়াছলেন, কিন্তু উদার-চিত মল্লিক মহাশয় তাঁহাদিগকে এই মিষ্টবাক্যে আপ্যা-য়িত করেন যে, যেসকল ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহে সর্ব্বদাই নিত্য নৈমিত্তিক যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন, একার্য্যে তাঁহাদিগকেই উৎসাহ দান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি তদনন্তর যেসকল যাজক ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের কতিপয়ের নাম ও পরিচয় এই এচ :— পূর্ব্বোক্ত রূপচাঁদ ন্যায়ালঙ্কার। চৌদারবংশজ নীলমণি সরস্বতী, বৈয়াকরণ ও পৌরাণিক , চক্রবর্ত্তীবংশজ ভুবনমোহন বেদান্তবাগীশ, "তত্ত্ববোধ" নামক একখানি বেদান্ত সারসংগ্রহের প্রণেতা , ফোর্টউইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহাধ্যায়ী, মুখোপাধ্যায়বংশজ রাধাকান্ত বিদ্যালঙ্কার, ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন , ফরাশডাঙ্গা নিবাসী পৌরাণিক গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী , চৌদারবংশজ কেশব-চন্দ্র বিদ্যারত্ন, বৈয়াকরণ স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক , ত্রিলো-চন ন্যায়ালঙ্কার নৈয়ায়িক পৌরাণিক ও বৈয়াকরণ ,

মাধবচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, পৌরাণিক ; জজপণ্ডিতের পরী-ক্ষোত্তীর্ণ, এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়দ্বয়ের সহাধ্যায়ী বিশ্বনাথ স্মৃতিরত্ন ; রূপচাঁদ ন্যায়ালঙ্কারের কৃতবিদ্য পুত্র রাজনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৌরাণিক ; ইত্যাদি। এই পুরাণপাঠ শ্রবণের নিমন্ত্রণে একদিবস স্বর্গীয় রাজা স্যর্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর আগ-মন করিয়া পাঠকগণের পাঠ ও ক্বচিৎ ক্বচিৎ ব্যাখ্যা শ্রবণ করত আপ্যায়িত হইয়া কর্ম্মকর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া সকলের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, রামমোহন বাবু আপনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমরা আপনার অনেক পশ্চাতে রহিয়াছি।

এতদ্ভিন্ন ঐ সময়ে পৌরাণিক রাধামোহণ শিরোমণি, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য ন্যায়ভূষণ, ইন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য; গৌর-হরি বিদ্যালঙ্কার, ব্যোমকেশ পাঠক, হেয়ারস্কুলের হেড-পণ্ডিত রাজবল্লভ বিদ্যারত্ন, নরহরি হালদার, কিশোরী-মোহন হালদার প্রভৃতি অনেক পৌরাণিক, আলঙ্কারিক ও কর্ম্মকাণ্ড কুশল সুপ্রসিদ্ধ সুবর্ণবণিগ্ যাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

সুবর্ণবণিক্গণ মধ্যেও পূর্ব্বে বিদ্যাবত্তার অত্যন্তাভাব বা অসদ্ভাব ছিল না। ইতিপূর্ব্বেই জানা গিয়াছে যে, বল্লালসেনের পুত্র ধর্ম্মপ্রাণ ও ধীমান্ লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-কালে তাঁহার সভায় কবিবর জয়দেব গোস্বামী, গোবর্দ্ধন

আচার্য্য, শরণ দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহিত বণিক্‌কুলোদ্ভব কাঞ্জিলাল ধরের পুত্র উমাপতি ধর এবং ভবেশ দত্তের পুত্র কৃষ্ণ দত্ত কবিত্বগুণে তাঁহার বিখ্যাত সভাসদ্‌ ছিলেন। তবে, তাঁহাদিগকে স্বদেশ ছাড়িয়া তৎকালে মিথিলায় বিদ্যাধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। প্রায় শতাব্দ গত হইল, "জগন্নাথমঙ্গল"নামক একখানি বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা বিশ্বম্ভর পাইনও "গীতগোবিন্দ" গ্রন্থের অনুকরণে "সঙ্গীতমাধব" নামক একখানি সংস্কৃত গীতিকাব্য গ্রন্থের রচনা করেন, তাহা মুদ্রিত হইয়া এখনও প্রকাশিত রহিয়াছে। পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতা নিবাসী পূর্ব্বোক্ত শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, পারসী প্রভৃতি ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত রূপচাঁদ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন, এবং শতশ্লোকাত্মক একটি দুর্গাস্তব রচনা করেন। তদ্ভিন্ন তিনি 'পতিতোদ্ধার' প্রভৃতি পুস্তকও প্রণয়ন করেন। বণিক্‌কুলে ও তদ্‌যাজককুলে আরও যে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না, বা নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

অনাদরে কত পুষ্প যায় গড়াগড়ি।
কত রত্ন সিন্ধুদরে রহিয়াছে পড়ি॥
কে জানে সৌরভ কত ছিল সে পুষ্পের।
সুকোমল কান্তি কত সেই বা রত্নের॥

রাজার আক্রোশে এবং সাধারণের অনাদরে সুবর্ণ-বণিক্‌গণের তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা অকপট সত্য যে, উৎকৃষ্ট বীজ ভিন্ন কোন জাতির উৎকর্ষতা কখনই প্রস্ফুটিত হয় না। ব্রাহ্মণ বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ-জাতির ঔৎকর্ষ এই বীজ মাহাত্ম্যেই হইয়া থাকে। সুবর্ণবণিক্‌গণেরও তাদৃশ উচ্চ বীজ এতদিন প্রচ্ছন্ন থাকিলেও তাহা নষ্ট হয় নাই; ইদানীন্তন গুণগ্রাহী রাজপুরুষগণের প্রযত্নবারির অভিষেক পাইয়া তাহা পুনরায় অঙ্কুরিত হইয়াছে, এবং এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে গেট মহোদয়ের বিবৃত ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্র ও ইতিহাসের সহিত প্রকৃতি দেবী স্বয়ং সাক্ষ্য দিতেছেন যে, সুবর্ণবণিক্ জাতি নীচ বা পতিত নহে, প্রত্যুত প্রকৃত বৈশ্য, এবং তাঁহাদিগের যাজক ব্রাহ্মণগণ বল্লালের আদেশে পতিত বলিয়া প্রখ্যাত হইলেও, বা আধুনিক ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক 'একজেতে' 'বর্ণ ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি অবাচ্য ও অসত্য বাদে অভিহিত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা উচ্চবংশসম্ভূত, ব্রহ্মণ্য-পরায়ণ, অশূদ্রযাজী ও বৈশ্যযাজক ব্রাহ্মণ মাত্র। বিবরণ পুস্তকের ৩৪৮ পৃষ্ঠায় গেট মহোদয় 'বর্ণব্রাহ্মণ' সম্বন্ধে যে পরিচয় লিখিয়াছেন যে, তাহারা নিকৃষ্ট জাতির যাজক ও তাহা-দিগেরই সহিত কন্যা আদান প্রদান করে, সে প্রকার

রীতি কস্মিন্ কালে ও কুত্রাপি সুবর্ণবণিকের যাজক ব্রাহ্মণ-
গণের মধ্যে নাই। অথবা বল্লাল প্রদত্ত কৌলীন্যাভি
মানী ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ভত্তৃত্বদায়শূন্য বহুবিবাহ জন্য,
বা স্বীয় কন্যাদিগকে আজীবন অনূঢ়াবস্থায় রাখিয়া
মন্বাদ শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য জন্য তাঁহাদিগকে পাপ পঙ্কে
লিপ্ত হইতে হয় না।

কিন্তু এ সকল প্রত্যক্ষতঃ সত্য বিষয় সত্বেও "লোকা-
পবাদো দুর্নিবারঃ" এই ন্যায়ে আমাদিগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ
রাজপুরুষ বহুদর্শী গেট মহোদয় সুবর্ণবণিকের জাতিগত
আধুনিক শ্রেণী নিরূপণে ভগবান্ রামচন্দ্রের নীতি অব
লম্বন করিয়া প্রজাবৎসল হওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।
অর্থাৎ, তিনি যেমন সীতাদেবীকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ও আদর্শ
সতী জানিয়াও লোকরঞ্জনার্থ তাহার অগ্নিপরীক্ষা
করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে কতিপয় সামান্য অর্বাচীন
প্রাকৃত জনের মুখে পুনরায় সেই লাঞ্ছিতা সতীর মিথ্যা
পবাদ শুনিয়া তাহাকে জন্মের মত বর্জ্জন করিতেও পরা-
ঙ্মুখ হয়েন নাই, গেট মহোদয়ও বল্লালচরিতাদি গ্রন্থ পাঠে
এবং বহুতর গবেষণায় সুবর্ণবণিকের প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম
করিয়া এবং ভূয়োভূয়ঃ তাহা নিজ মন্তব্যে প্রকাশ করি
য়াও 'সাধারণ জনবাদে ইহারা জলাচরণীয় নহে' এই মাত্র
কারণে এতৎপূর্ব্ব সেন্সস্ বিবরণ পুস্তকে নির্দ্ধারিত

বৈশ্য-শ্রেণীক সুবর্ণবণিককে পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত করিতে অগত্যা বাধ্য হইয়াছেন। অথচ, বহুবিধ ব্রাহ্মণগোস্বামী (যাঁহারা সমাজে অচল নহেন, তাঁহারা) ইঁহাদিগের জল ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত নহেন, ইহাও বলিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। এতদ্দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিতেছেন, যে ইঁহারা শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত নীচ অন্ত্যজ বা অস্পর্শীয় জাতির ন্যায় হেয় নহেন, কেবল বল্লালসেনের আক্রোশমাত্রে সাধারণে এই প্রকারে বিবেচিত হইতেছেন। অথচ, তিনি আরও বলেন যে, এইরূপ সাধারণ জনবাদ চিরস্থায়ী নহে, সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়। আবার, চাসীকৈবর্ত্ত জাতিকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কৈবর্ত্ত মাত্রে প্রতিপন্ন করিয়াও, বল্লালসেনের আজ্ঞায় তাহারা 'জলাচরণীয' হইয়াছে বলিয়া, তাহাদিগকে চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন; অথচ, পূর্ব্ব বঙ্গের স্থানে স্থানে তাহারা এখনও শাস্ত্রমতে জলাচরণীয় নহে, ইহাও বলিতে ত্রুটি করেন নাই। ধন্য তাঁহার প্রাকৃতজনবৎসলতা! অথবা, ধন্য তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের প্রতি বৎসলতা! কিন্তু জানিয়া বুঝিয়া সত্যকে অবরুদ্ধ করিতে বাধ্য হওয়াও বিড়ম্বনামাত্র। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, সত্যের জয় হইবেই হইবে, মিথ্যার জয় থাকিবে না, "সত্যমেব জয়তে নাহনৃতম্"।

এক্ষণে পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তি জন্য গেট

সাহেবের উক্তবিধ মন্তব্য সকলের কিয়ৎ কিয়দংশমাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

Page 384 para 620.

* * * They (Subarnabaniks) are a wealthy and well-educated community and there seems to be little doubt but that they occupied a position of great respect until degraded by Ballala Sena on account of their sympathy with the Páls who, like themselves, were Buddhists. If, therefore, the origin of a caste, or its status in the eyes of a foreigner, were to decide its rank, there would be little doubt as to the right of the Subarnabaniks to a place in group II The touch stone, however, is Hindu public opinion at the present day and according to this standard, there is no doubt that the caste ranks below the Nabasákhas. Their Bráhmans are degraded and their water is not taken Their water (however) appears to be taken by the Brahman Goswamis of Kharda, Bágnápárá, Nadia and Faridabad; but this is not the general practice.

Para 621. * * The Gandhabaniks claim to be Vaisyas, and in some respects they

seem superior to the Nabasákhas, but it is in this group that they are placed by Hindu public opinion in Bengal Proper. In Orissa they are generally regarded as Vaisyas and have been entered accordingly in group II.

Page 371, para 591 Group V contains a very heterogeneous collection of castes, who have little or nothing in common with each other, and whose juxtaposition is due to the fact that they all rank below the castes already mentioned, but are generally regarded as superior to the degraded castes of group VI. The village barbar will shave them, but will not ordinarily pare their toe-nails, nor assist at their marriage ceremonies, (but such is not the case with the Subarnabaniks, who have been included in this group) * * The Subarnabaniks owe their low position to the fact that they are Jalábyabahárya, but there seems good reason for supposing that their original rank was much higher than their present one. The story of their alleged degradation will be told further on.

Page 353, Para 556.

* * * In Bengal Proper the term

Banik applies to five groups—Gandha Banik, Kansa Banik, Sankha Banik Tantia Banik and Subarna Banik, of which the first four are clean, and the fifth is looked on as degraded, owing to the enmity of Ballala Sena (Although the cleanliness of Subarnabanik is proverbial and generally accepted Again in colloquial language the Gandhabaniks and Subarnabaniks are called Gandha Benia and Sonar Benia, whilst the other three are never called Kansa Benia, Sankha Benia or Tantia Benia And the authentic shastras never accept them for Baniks)

Para 557

* * The real touch stone, by which a decision is to be arrived at, seems to be the general public opinion at the present time Public opinion is no doubt liable to change * * * The decision must rest with enlightened public opinion, and not with public opinion generally; as it often happens that a Hindu knows or cares but little about any caste other than his own

Page 363, para 572

* * * There are also cases where par-

ticular castes have been degraded, as probably happened to the subarnabaniks, or promoted, as in the case of the Nepal Telis, who were made a pure caste by Jung Bahadur, and the Chási Kaibarttas, who were similarly favoured by Ballala Sena.

Page 365, para 576.

Under the Hindu régime the social precedence of different castes was settled by the monarch himself. * * * There are numerous stories regarding the interference of Ballála Sena in Caste matters, how he degraded the Subarnabaniks and Jugis, and made the Chási-Kaibarttas a clean caste, and how he classified and settled grades of several high castes, including that of the Brahmans themselves. * * * The authority of the Mahárájas of Nadia in caste matters was great and undisputed. It is probable that the king was, as a rule, guided in his decisions regarding caste matters by the advice of the Bráhmans, so long as they offered a sop to his own dignity by conceding to him and his tribe the rank of Kshattriyas.

Page 365 para 578.

The test laid down by the Census Commissioner for fixing the scale of social precedence is not the rank assigned by the pedantry of Pandits but ' Hindu public opinion at the present day." It is very difficult to say precisely what constitutes Hindu public opinion The Hindus as a body are strangely indifferent to the circumstances of castes that do not clash with their own. * * *

Para 579.—But although it is impossible to arrange castes in an order that will command universal acceptance, there are certain well-recognised tests of social position by the consideration of which a fairly accurate scale of social precedence can be drawn up—such as, status of priests taking of water and food, personal uncleanliness ceremonial observance of widow-marriage and asceticism of widows, attitude of the Napit and Dhoba &c.

Para 584. It must not be supposed that these tests are of universal application or that they carry the same weight every where. * * Neither is the status of castes bearing the same name uniform throughout the Province.

' * * This question of personal uncleanliness depends mainly on the convenience of the higher castes, who in the absence of their ordinary domestic servants are perforce obliged to accept the services of castes, not usually held to be clean. ' * The Chási-Kaibartta, who can give water to the higher castes in Central and West-Bengal, is not allowed to do so in the Dacca and Chittagong Divisions. The distribution of castes moreover varies, and some that are well-known in one part of the country are not found at all elsewhere.

Para 585. For the above reasons it is improbable to frame a single caste-precedence list for the whole of Bengal, and it is necessary to deal separately with each of the three large sub-provinces Bengal Behar Orissa &c

Para 551. The so called Barna or caste Brahmans, who minister to the lower castes and frequently intermarry with them, are often merely the members of the caste, who have gradually assumed the designation of the priestly caste of the Hindus. Para 587—* * Barna Brahmans are degraded. They will

eat káchchi food in the houses of their respective jajmáns The higher castes will not take water from them, and they rank below group IV Their rank varies according to the castes whom they serve, but the Vyasokta Brahmans, who are priests of the Chasi Kaibarttas, rank lowest, as their own Jajmans even will not eat in their houses

বাঙ্গালা দেশের হিন্দুগণের জাতীয় ক্রম সম্বন্ধে গেট মহোদয় এইরূপ শ্রেণী নিরূপণ করিয়াছেন।

১ম শ্রেণী—ব্রাহ্মণ। ইহাদিগের অবান্তর ভেদ, এই এই,

রাঢ়ী।

বারেন্দ্র।

বৈদিক, দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য ভেদে দুইপ্রকার।

মধ্যশ্রেণী, ইঁহারা মেদিনীপুরে দৃষ্ট হয়েন।

মৈথিল; বিহার বা মিথিলাবাসী।

কান্নজিয়া, কান্যকুব্জ বা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী।

উৎকল, উড়িষ্যাবাসী।

কামরূপী, উত্তরবঙ্গদেশবাসী।

বর্ণব্রাহ্মণ। অগ্রদানী। আচার্য্য। ভাট। পীরালী।

অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কায়স্থ ও নবশাখের যাজক ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম কিছু অল্প। দাক্ষি-

পাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ শূদ্রযাজন করেন। পূজারী পাচক, ভিয়ানী, রুটী ওআলা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের তত্তৎ কর্ম্মে জাতি যায় না, কিন্তু তাঁহাদের মর্য্যাদা খর্ব্ব হয়। কামরূপী ব্রাহ্মণগণ পতিত নহে, কিন্তু নবশাখ-যাজক ব্রাহ্মণের নিম্ন, তাঁহারা রাজবংশী জাতির যাজকতা করেন। বর্ণব্রাহ্মণেরা নীচ জাতীয়ের যাজক ও পতিত, তাঁহারা স্বীয় যজমান বাটীর সিদ্ধ অন্ন ভক্ষণ করেন, উচ্চ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের জল গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের যজমানের জাতি অনুসারে তাঁহাদের ও মর্য্যাদার তারতম্য হয়। ইঁহারা প্রায়ই যজমান বংশেই বিবাহের আদান প্রদান করেন। চাসী-কৈবর্ত্তের যাজকগণ অতি নীচ, তাহাদিগকে ব্যসোক্ত ব্রাহ্মণ কহে; যজমানেরাও ইহা-দিগের বাটীতে আহার করে না। অগ্রদানী, আচার্য্য ও ভাট ব্রাহ্মণের দ্বিজত্বে অনেকে সন্দেহ করেন; ইঁহারা পতিত বটে, কিন্তু বর্ণব্রাহ্মণের ন্যায় তত নীচ নহেন। ভাটেরা জলাচরণীয়; অগ্রদানীরা সৎশূদ্র পর্য্যন্তের দান গ্রহণ করেন; আচার্য্যেরা সকল জাতিরই কর্ম্ম করেন; কিন্তু বর্ণব্রাহ্মণেরা কেবল মাত্র তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় জাতীয় যজমানেরই যাজকতা করেন। পীরালী ব্রাহ্মণেরা যবনান্নের আঘ্রাণে বা সংস্পর্শে পতিত হইয়াছেন।

২য় শ্রেণী— সৎশূদ্র হইতে উচ্চতর জাতি

(ক্ষত্রিয়) ক্ষত্রী } ইহারা বাঙ্গালাদেশ বাসী নহেন।
রাজপুত বা ছত্রী }

বৈশ্য ; (বাঙ্গালার ভিতর এই জাতি নাই)

আগরওআল, এবং পশ্চিমাঞ্চলবাসী আরও দুই একটি জাতি।

বৈদ্য।

কায়স্থ, (মধ্যশ্রেণী কায়স্থেরা ৩য়-শ্রেণীক)

আগুরী বা উগ্রক্ষত্রিয়।

করণ, (মেদিনীপুর ও বিশেষতঃ উড়িষ্যাবাসী)

আগুরীগণ অনেকের মতে ৩য় শ্রেণীক, ইহাদিগের অনেকে দাস্যবৃত্তি বা পরিচারকের কার্য্য করে, তাহাদিগকে 'জন' কহে। করণের একটি শাখার নাম 'সৃষ্টকরণ'; ইহারা ৩য়-শ্রেণীক মাত্র,

৩য় শ্রেণী—সৎশূদ্র বা নবশাখ।

ইহারা উত্তম ব্রাহ্মণের যজমান এবং উচ্চ ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করেন। ইহারা সকলে কারুক বা শিল্পজীবী। পূর্ব্বে এই শ্রেণী মধ্যে পরাশর (সংহিতা ?) পদ্ধতি মতে নয়টি মাত্র জাতি ছিল, যথা

"গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥"

কিন্তু গোপ বা গোআলা জাতি আর নবশাখ মধ্যে গণ্য

নহে, তাহার স্থলে সদ্গোপ বসিয়াছে। এই নবশাখ জাতির জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একটি ছড়া আছে, তাহা এই—

তেলী মালী তাম্বুলী, গোপ নাপিত গোছালী।
কামার কুমার পাটালী, নবশাকের গাঁথুলী॥

ইংরাজী বর্ণমালানুসারে সে নয়টি জাতি এই—

বারুই	মালাকার	সদ্গোপ
কামার	ময়রা বা মোদক	তাঁতী
কুমার	নাপিত	তেলী বা তিলী

অধুনা এই নবশাখ শ্রেণী মধ্যে আরও অনেকগুলি জাতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; ইংরাজী বর্ণমালানুক্রমে তাহ-দের নাম এই এই—

গন্ধবণিক্	কুরি	শাঁখারী
কলিতা	মধুনাপিত	শূদ্র বা গোলামকায়স্থ
কাঁসারী	পাতিয়াল	তামলী
কান্ত	রাজু	

উপরি উক্ত জাতি সকলের পারম্পর্য্য ক্রম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মত রহিয়াছে। কোন মতে আদি নবশাখ জাতিগুলি পরবর্ত্তী নবশাখ-ভুক্ত জাতি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ; কোন মতে শূদ্র জাতিটি ইহাদের সর্ব্বোচ্চ বা ২য় শ্রেণীর সর্ব্বনিম্ন হইবার যোগ্য; কোন মতে সদ্গোপ জাতি, কোন মতে বারুই জাতি,

এবং কোন মতে তিলী জাতিই শ্রেষ্ঠ। মেদিনীপুরে সদ্গোপকে ২য় শ্রেণীভুক্ত করিবার উপক্রম হয়। অনেকের মতে এই তিলী জাতি তেলী হইতে ভিন্ন ; তাঁহাদের মতে তেলী ও কলু সমান, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গেই তিলী জাতি বিদ্যমান আছে, ঢাকা অঞ্চলে উচ্চ-শ্রেণীক তেলীরা আপনাদিগকে তৈপাল কহে। মেদিনীপুরে তাঁতী জাতির মধ্যে অশ্বিনী তাঁতীই আচরণীয়, অপর শাখা গুলি নিকৃষ্ট। সদ্গোপেরা কখন কখন আপনাদিগকে বৈশ্য, সুতরাং কায়স্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, বলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের উদামটি কষ্টকল্পনাপ্রসূত ও বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। শূদ্র বা গোলাম-কায়স্থগণ আপনাদিগকে অনেক সময় কায়স্থই কহে, ধনবত্তাই ইহার কারণ। এইরূপ পাতিয়াল, বারুই এবং মেদিনীপুর বাসী কাস্ত জাতিরাও আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করে।

৪র্থ শ্রেণী—পতিত যাজক বিশিষ্ট, শুদ্ধ বা জলাচরণীয় জাতিদ্বয়।

গোআলা ও চাসীকৈবর্ত্ত।

কোন কোন স্থানে গোআলার ব্রাহ্মণেরা পতিত নহে, সুতরাং তথায় গোআলা বা গোপজাতির পদ উচ্চতর। ইহাদিগের মধ্যে দাগাগোআলারা পতিত, তাহাদিগের জল আচরণীয় নহে। চাসীকৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত

পতিত, যজমানেরাও তাহাদের বাটীতে আহার করে না। চাসীকৈবর্ত্তেরা জালিয়াকৈবর্ত্ত হইতে ভিন্ন, কিন্তু তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত সুখবোধ্য বা সুসঙ্গত নহে, (বল্লালসেনের কৃপামাত্রেই) তাহারা জলাচরণীয় হইয়া পরিচারকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা জাত্যাচার রক্ষা করে না, এবং অনেক দেশের উচ্চ জাতীয়েরা তাহাদিগের জল স্পর্শ করেন না। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কৈবর্ত্ত ও বাগতীত জাতীর বীজ ও ক্ষেত্র মন্বাদি শাস্ত্রোক্ত নৃত্য গীত নক্ষত্রজীবন ও শস্যরক্ষা বৃত্তি বিশিষ্ট অনুলোম-সঙ্কর মাহিষ্য জাতির বীজ-ক্ষেত্রের ন্যায় বর্ণিত আছে বলিয়া) অধুনা চাসীকৈবর্ত্ত জাতি আপনাদিগকে মাহিষ্য বলিয়া প্রখ্যাত করিতে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে।

৫ম শ্রেণী—ইহারা গোআলা ও চাসীকৈবর্ত্ত হইতে নিম্নতর, এবং ইহাদের জল প্রায়ই অব্যবহার্য্য। গ্রামের নাপিতেরা ইহাদিগের ক্ষৌরকর্ম্ম করে, কিন্তু পদনখ কর্ত্তন করে না, এবং ইহাদের বিবাহ স্থলে আবশ্যকীয় কর্ম্ম করে না। ইংরাজী বর্ণানুক্রমে তাহাদের তালিকা এই—

বৈষ্ণম	লোহাইতকুরি	শুঁড়ি (সাহা)	স্বর্ণকার
ভুঁইয়া	নট	সুবর্ণবণিক্	
যুগী	সুরি	সূরজবংশী	
কাচরু	সরাক	সূত্রধর	

(এই শ্রেণীর পরিভাষার সহিত সুবর্ণবণিকের কতটা ঐক্য আছে, এবং সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে সংগ্রহকর্ত্তার বিবিধ মন্তব্য মতে ঐ জাতির এই শ্রেণীতে সন্নিবেশন কতটা যুক্তি ও কাচসঙ্গত, তাহা সহৃদয় পাঠকমাত্রেরই বিবেচ্য)।

৬ষ্ঠ শ্রেণী—নীচ জাতি, অথচ যাহারা গোমাংসাদি অখাদ্য হইতে বিরত। বাঙ্গালা ধোবা ইহাদের কাপড় কাচে, কিন্তু নাপিতেরা কতকগুলি জাতি মাত্রের ক্ষৌর কর্ম্ম করে। ইহাদিগের তালিকা এই—

বাগদী	হাজঙ্	নাবেক
বাগতি (চুনারি)	জালিয়াকৈবর্ত্ত	নমশূদ্র (চণ্ডাল)
বেরুআ	কলু	পলিয়া
ভাস্কর	কান	পাটনি
চাঁই	করঙ্গ	পোদ
চাসাধোবা	কপালী	পুরো
চাসতি	কওআলি	রাজবংশী
দাওআই	কোটাল	কোচ
ধোবা	মালো (ঝালো)	সুকাল
গাঁড়ার	মেচ	তিপর
ঘোবাই	মোরাঙ্গিয়া	তিয়র

৭ম শ্রেণী—অখাদ্য-ভোজী।

ব্রাহ্মণ, ধোবা বা নাপিত ইহাদিগের কার্য্য করে না

বাউরী	হাড়ি	কোরা	শিয়ালগির
চামার	ভুঁইমালী	লোধা	
ডোম	কেওরা	মাল	
গারো	কোনাই	মুচি	

ইহাদিগের মধ্যে ডোম ও হাড়ি সর্ব্বনিম্ন।

যাহা হউক, এই অধুনাতন সেন্সসের জাতীয় ক্রমের বিচিত্রতা ও নবীনতা দর্শনে সুবর্ণবণিক্ মহাশয়গণের উৎকণ্ঠিত বা ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ নাই। যেহেতু তাঁহাদিগের প্রথমতঃ এইটি বুঝা উচিত যে, রূপান্তর ভাবান্তর প্রভৃতি পরিবর্ত্তন সত্য বা সাচ্চা বস্তুর কখন হয় না, তাহা অসত্য বা ঝুটা বস্তুরই হইয়া থাকে। সত্য বা সাচ্চা বস্তু চিরস্থায়ী, এবং ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সময় বিশেষে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও তাহার প্রভাব অবিনশ্বর। জাতিমালা প্রকরণ সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে যে, মন্বাদি ঋষি গণের শাস্ত্রে যে যে জাতির উৎপত্তি বা ক্রম বর্ণিত আছে, তাহা একই প্রকার; রূপান্তর ভাবান্তর প্রভৃতি পরিবর্ত্তন তাহাতে নাই। এবং বল্লালসেন কৃত জাতিবিপ্লবের পর বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, পরাশরপদ্ধতি প্রভৃতি যে যে আধুনিক শাস্ত্রে

বচিত, ও ব্যাসসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুবাণপ্রভৃতি ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রে যে সকল আধুনিক বা কল্পিত শ্লোক ও অধ্যায প্রাক্ষপ্ত হইয়াছে, তদন্তর্গত জাতি সকলেব উৎপত্তি বা বর্ণন সম্বন্ধে কোন ঐক্যতাই দৃষ্ট হয না। ইহাতেই মন্বাদি শাস্ত্রোক্ত জাতিনিচয বর্ণনাব সত্যত্ব, ও অপব গ্রন্থোক্ত জাতিনিচয় বর্ণনাব অসত্যত্ব বা কাল্পনিকত্ব স্পষ্টই প্রমাণি৩ হইতেছে। আমাদেব আধুনিক বাজপুরুষগণের প্রভূত গবেষণা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন সমযের সেন্সসেব জাত-মালার ক্রমও সেইরূপ ভিন্ন ও পবস্পবে এক৩াবর্জ্জিত। ইহাতেও ঐ সকল জাতিমালার অসত্যত্ব ও কাল্পনিকত্ব নিঃসন্দেহে পতীযমান হইতেছে। বিশেষতঃ, আমাদিগেব বাজপুরুষগণ বিদেশবাসী ও বিধর্ম্মাবলম্বী ; যখন স্বদেশবাসী একধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণই জা৩িনিচযেব পকৃত ৩থ্য বিনি-র্ণযে অসমর্থ, এবং স্থলবিশেষে পবস্পবেব প্রতি বিদ্বেষ-পবাযণ, ৩খন সেই বাজপুরুষগণই বা কিপকাবে তাঁহা-দিগেব অধীনস্থ এবং তাদৃশ অতত্ত্বজ্ঞ অসমর্থ ও বিদ্বেষ পবাযণ কর্ম্মচাবিগণ হইতে সত্যমীমাংসা সংগ্রহ কবতে পাবেন ? স গ্রহকর্ত্তা নিজেও পদে পদে এতদ্বিষযিকী স্বকীয়া সন্দিগ্ধচিত্ততা অকৃতকার্য্যতা কঠিনতা সঙ্কটবহুলতা প্রভৃতি ক্রটি স্বীকাব করিযাছেন, এবং একাধিকবাব স্পষ্টা-ক্ষবে বালয়াছেন যে, তাঁহাব উদ্ধৃত এই জাতীয় ক্রমটি

চরম সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অথচ, সুবর্ণ-বণিক্ সম্বন্ধে তিনি স্থানে স্থানে যে সকল তথ্য ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এক সময়ে উচ্চজাতীয় বৈশ্য ছিলেন, অধুনা তাঁহারা পতিত হইলেও তাঁহাদের অন্তরে উচ্চবীজ নিহিত আছে, তাহারই ফলে তাঁহারা পুনরুন্নতি লাভ করিতেছেন, এবং এইরূপে ক্রমশঃ আরও উন্নতি লাভ করিলে, তাঁহারা ভস্মনির্ম্মুক্ত অগ্নির ন্যায় পুনরায় স্বপ্রভাব প্রাপ্ত হইবেন এবং সাধারণ জনবাদের নিন্দানিগড় হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। অতএব, হে সুবর্ণবণিক্ মহাশয়গণ! আপনারা যেমন এতাবৎকাল অনসূয়ক স্বদেশিগণের নিকট আপনাদের ভগবদ্ভক্তি শৌচাচার ও শিষ্টতার জন্য প্রসিদ্ধ, ও নীরবে বিদ্যানুশীলনের জন্য আধুনিক সেন্সস রিপোর্টে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, তেমনই আপনারা উত্তরোত্তর ঐ সকল সদ্‌গুণে আরও উন্নত হইয়া ক্রমে জনসাধারণের সহানুভূতি অধিকতর রূপে লাভ করিতে থাকুন। আপনাদের দানশীলতা শুদ্ধমাত্র পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে ও পুত্রকন্যার বিবাহোৎসবে ভূরি ভূরি রাজসিক কার্য্যে নিয়োজিত না হইয়া, স্বীয় স্বীয় যাজকব্রাহ্মণের বিদ্যার্থী সন্তানগণের উৎসাহ ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সম্মান বর্দ্ধনাদি সাত্ত্বিক ক্রিয়াতেও প্রসারিত হউক, এবং আপনাদিগের বৃত্তান্ত

সমন্বিত এবং বিধ 'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকাদি সমগ্র বঙ্গদেশের অধ্যাপক ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিসকলের নিকট প্রচারিত হউক। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলেই শীঘ্র বা অনতিবিলম্বে শেঠ মহোদয় প্রদর্শিত সাধারণ জনবাদ বা নিন্দাবাদ হইতে ক্রমশঃ প্রমুক্ত হইয়া আপনারা পূর্ব্ব গৌরব পুনরায় লাভ করিবেন। তাহাতে আপনারা নিজেও ধন্য হইবেন এবং আপনাদের ক্ষুব্ধ ও অবমানিত পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাকে সন্তোষিত করিয়া শাস্ত্রোক্ত পিতৃতর্পণের যথার্থ ফল প্রাপ্ত হইবেন। অথবা, শেঠসঙ্কলিত এই জাতিমালাটি আপনাদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্যই প্রকাশিত হইয়াছে। যদি এখনও বৈশ্যত্ব আপনাদিগের শিরায় শিরায় বহমান থাকে, যদি এই বহু দিনের পতিতাবস্থাতেও সেই উচ্চবীজ আপনাদের অন্তরে নিহিত থাকে, যদি ব্রাহ্মণদিগের জন্য অতিপূজ্য পূর্ব্বপুরুষগণের অবমাননা এখনও আপনাদের স্মৃতিফলকে অঙ্কিত থাকে, যদি বর্ণমাহাত্ম্য ও বংশমাহাত্ম্য এখনও আপনাদিগের অন্তরে জাগরূক থাকে, যদি পুনঃসংস্কার জন্য শাস্ত্রসকলের ব্যবস্থা ও আশ্বাসবাক্যে আপনাদের আস্থা বিশ্বাস ও রুচি থাকে; তবে আসুন, মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করুন, অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য প্রবুদ্ধ হউন, সেই অযথা জনবাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ ও আপনাদিগের যথার্থ গৌরব

রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হউন, সকলেই যথাসাধ্য আপন আপন কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান্ হউন, এবং এইরূপে আপনাদিগের অবশ্যম্ভাবিনী ভাবিউন্নতির ভিত্তিকে দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করুন। — আর যদি আলস্য পরতন্ত্র হইয়া এখনও কূট-যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট থাকিতে ইচ্ছা করেন, ও সামান্য সামান্য বাক্যমাত্রের ছল ধরিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তবে চিরকালই পতিত থাকিয়া স্ব স্ব কাপুরুষত্বের পরিচয় প্রদান করুন! হা হন্ত নষ্টো নিধিঃ!

চট্টগ্রাম নিবাসিগণের যত্ন ও উদ্যম।

'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকের আদ্যখণ্ড বিতরণের পর চট্টগ্রামের সুবর্ণবণিক্‌গণের জাতীয় পুনরুন্নতি সাধন জন্য যে যত্ন ও উদ্যম জন্মিয়াছে, তাহা নিতান্ত সন্তোষজনক ও উৎসাহপ্রদ। গ্রন্থকারকে মধ্যে মধ্যে তদ্দেশবাসিগণ যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয়ের কিয়ৎ কিয়দংশ পাঠ করিলে, উহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

চট্টগ্রাম, মেখল নিবাসী শ্রীযুক্ত রামাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্রোদ্ধৃত।——"মহাত্মন্! আপনার মুদ্রিত 'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকখানি দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে

নিমগ্ন হইলাম। * * * * সুবর্ণবণিক্ বংশজাত মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র দে মহাশয়ও এই পুস্তক পাঠ করিয়া আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছেন, এবং তাঁহার নিকটবর্ত্তী যত ইতিগ্রাম আছে, নিজে উপস্থিত থাকিয়া সকলকে পুস্তকের বিষয় অবগত করাইতেছেন। এবং এ বিষয়ে যে সকল সুবর্ণবণিকেরা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাহারা জাতীয় ধর্ম্ম (বৈশ্যধর্ম্ম) রক্ষার্থে বিশেষ যত্নবান্ আছেন। কিন্তু জাতীয় গৌরব রক্ষা করা, ঐটি পরের হাতের কাজ, কারণ, চট্টগ্রামে সুবর্ণবণিকের সঙ্গে কায়স্থ বৈদ্যাদিগের পান তামাকের চল আছে, জলাচরণ নাই। অতএব জাতীয় গৌরব পরহস্ত হইতে কি কৌশলে উদ্ধৃত হইতে পারে, তাহার কোন পন্থা পরিলক্ষিত করিতে পারিলে জ্ঞাপন করাইবেন। * * * *"

২৬এ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

তাঁহার দ্বিতীয় পত্রোদ্ধৃত।—— "* * * * আগামী চৈত্রমাসে ফটীকছড়ি ষ্টেশনের অধীনে সুয়াবিল গ্রামে সুবর্ণবণিক্ সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে চট্টগ্রামের অধীনে সর্ব্বস্থানে পত্রাদি প্রেরিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, স্বীয় জাতীয় ব্রাহ্মণেরা এইরূপ মত দিতেছেন, যদি 'দাস' পদ স্থলে 'ভূতি' পদ প্রয়োগ করা হয়, তাহা

হইলে সমস্ত ক্রিয়া কার্য্য বৈশ্য নিয়মানুসারে করিতে হইবে। এরূপ ব্যবহার সত্ত্বে অশৌচ এক পক্ষ গ্রহণ করা চাই, নতুবা দ্বিধা ব্যবহারে সুতরাং কার্য্য বিনষ্ট হইবে। অতএব বণিক্‌গণ এ বিষয়ে আপনাদিগের কি মত, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে। * * *"

২৮।১০।০৯

বোসাঙ্গরি খিরাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ফকিরচাঁদ শীল বণিক্ মহাশয়ের পত্রোদ্ধৃত।—"সমাচার এই গত-কল্য ২রা বৈশাখ সুলতানপুর গ্রামে একটি সভা হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত (১৭) মোজার লোকগুলি সমবেত হই। আমাদের জাতিগত পদ 'ভূতি' ও গায়ত্রী উপাসনা করণে সম্মত হইয়া প্রতিজ্ঞাস্বরূপ লিষ্টবুকে সাক্ষর করিয়াছেন। * * *" ৩রা বৈশাখ ১৩১০

শ্রীযুক্ত বামাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তৃতীয় পত্রোদ্ধৃত। —"বিগত ২রা বৈশাখ তারিখে সুলতানপুর গ্রামে সুবর্ণবণিক্ সভার প্রথমাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তথায় অসংখ্যক বণিক্ উপস্থিত থাকা বশতঃ কার্য্যটি সম্পূর্ণ সম্পাদন হইতে পারে নাই। * * * * উপস্থিত বণিক্‌গণ আপনার পত্রানুসারে বিবাহাদিতে 'ভূতি' শব্দের ব্যবহার ও গোপাল গায়ত্রী গ্রহণ করিতে তাঁহারা সকলে সম্মত হইয়াছেন। * * * কিন্তু অধিকাংশ

বণিকৃগণ অনুপস্থিত থাকা বশতঃ কার্য্যটি সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইতে পারে কি না, আমি ভাবিকালের জন্য ইহা নিতান্ত আশঙ্কা করি। * * * ইহাতে যদ্যপি চট্টগ্রামের বণিকৃগণের উন্নতির জন্য আপনি অনুগ্রহ প্রদান করেন, তাহা হইলে চট্টগ্রামের উন্নতিটি অক্ষুণ্ণভাবে প্রতীয়মান থাকিতে পারে। তবে উন্নতিটি প্রতীয়মান থাকিবার কারণ এই, আমার প্রেরিত টাকার দ্বারায় সুআরল গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত সৃষ্টিধর ভট্টাচার্য্যের নিকট একটি সুবর্ণবণিক পুস্তক ও তৎসঙ্গে অন্যান্য পুস্তক যাহা দিতে হয়, ঐ সকল পুস্তক সহ আপনার হস্তাক্ষর একখানা পত্র, অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় বণিকৃগণকে যাহা করিতে হইবে, এবং দ্বিতীয়াবস্থায় যাহা করিতে হইবে, তদ্বিবরণসহ, অপর আপনার বিবেচনানুসারে যাহা লিখিতে হয়, তাহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ পত্রখানা পার্শেলের সঙ্গে প্রেরণ করিবেন। কারণ, সুবর্ণবণিকের পুরোহিতের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রধান জমিদার, বিশেষতঃ ইহার অনেক শিষ্য আছে। এবং তদতিরিক্ত উক্ত সুআরিল গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত রাম কিশোর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত উমাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত গোলোকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এই তিন জনের নামে একখানা পত্র উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পার্শেলের মধ্যে প্রেরণ করিলে বিশেষ সুবিধা বোধ করি। কারণ, চট্টগ্রাম ও

নোআখালি এই দুই জেলাতে স্নুবর্ণবণিকের মোট তৃতীয়াংশ সংখ্যার মধ্যে প্রায় দ্বিতীয়াংশ তাঁহারা চারিজনের শিষ্য হইবে। " * * শ্রীযুত ডাক্তার হরচন্দ্র দে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর হইতেই আপনার মতানুযায়ী কার্য্যেই নিয়ত ব্যাপৃত আছেন।" ২০।৩।১০

চট্টগ্রাম, গুজরা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ ধর মহাশয়ের পত্রোদ্ধৃত।— "* * * আমি আপনার 'স্নুবর্ণবণিক্' পুস্তকখানি অন্যের নিকট প্রার্থিত হইয়া কথেক বিবরণ জানিতে পারিয়া স্বপ্নপ্রায় স্বীকার করিলাম। পরে বন্ধুবান্ধবগণে বলিতে লাগিলাম, সকলে পুস্তক পাঠ করিয়া জাগ্রত হউন, যেন আমাদিগের বংশ উদ্ধার করিতে পারা যায়। আমি ইতিপূর্ব্বেও আমাদিগের জাতির গৌরব রক্ষার্থে নানা প্রকার স্নুবিধা ও কৌশল স্থাপন করিতেছিলাম, কিন্তু নির্গুণ বশতঃ উচিত স্নুবিধার ফল লাভ করিতে পারি নাই। চট্টগ্রাম এলাকাধীনে, নয়াপাড়া প্রধান স্থান বলিয়া পরিণত আছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভদ্রলোকের অধিকাংশ বাসস্থান, এবং জমিদারগণও অধিক পরিমাণে থাকায় চট্টগ্রামের আদি স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেকানেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বড় বড় লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা সংস্থাপন করিয়া সমাদরের পাত্র হইয়া

রহিয়াছি। সময়ে, তাঁহাদের অনুগ্রহে নানাপ্রকার সম্মান লাভ করিতেছি। * * * পূর্ব্ববাঙ্গালার বণিক্-বাটীতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থেরা আহার ব্যবহার করেন না, কেবলমাত্র হুঁকা ব্যবহার করিয়াছেন, অনেক স্থানে তাহারও বাঞ্চত আছে। এ হতভাগা * * * ভক্তিযুক্ত নানাপ্রকার কার্য্য কারণ দ্বারা তাঁহাদের সঙ্গে প্রণয় সংস্থাপন করিয়া, * * * তাঁহাদের অনুগ্রহে অধীনের বাটীতে প্রকাশ্যে তাঁহারা আহার ব্যবহার করিতেছেন। * * * * ইতিমধ্যে মহাশয়ের কৃত কয়েকখানি পুস্তক অন্যান্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া, আমার বন্ধু বান্ধব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বড় বড় লোকের নিকট প্রদান করিয়া বিচারে বাধ্য করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে তাঁহারা আমার জন্য যত্ন সহকারে নানা স্থানে নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া আমাদিগের বৈশ্যত্ব স্বীকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং নির্দ্দোষী বলিয়া জলাচার করিতে সম্মতি লইতেছেন। আমাকে প্রকাশ্যে সকল বিবরণ বলিয়া দিয়াছেন। * * * * ব্রাহ্মণগণ * * অনেকানেক আছেন, তাঁহাদিগকে * * বাধ্য করিতে হইবে, এবং কেহ কেহ যুক্তিবাধ্য হইয়া উচিত বিচারের স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে * * টাকা

বায় স্বীকারে কার্য্য চালাইতেছি। * * * *”
২৭এ আষাঢ় ১৩১০

তাঁহার আর একখানি পত্রোদ্ধৃত।——“* * * গত ২৪এ শ্রাবণ তারিখের আপনার একখণ্ড স্নেহমাখা পত্র প্রাপ্ত হইয়া, তদ্বর্ণিত বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় উৎসাহিত ও আনন্দিত হইলাম। যে (চণ্ডীরহস্যখণ্ড ও বল্লালচরিত) দুইখানি গ্রন্থ পাঠাইয়াছেন, প্রাপ্ত হওয়া মাত্র চট্টগ্রাম নয়াপাড়া নিবাসী সুবিজ্ঞ শাস্ত্রদর্শী শ্রীল শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঠচ্ছলে আমা হইতে হস্তগত করিযাছেন। আমিও আমার উপকারার্থে তিনিকে অর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে তিনি সে পুস্তকগুলা উপাদেয় বোধ করিয়া প্রতি স্থানে স্থানে সুবিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট বিচার করিতে-ছেন, এবং আপনার যথোচিত ধন্যবাদ দিতে আছেন। * * * ” ১৩ই ভাদ্র ১৩১০

চট্টগ্রাম, মেখলবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দে মহাশয়ের পত্রোদ্ধৃত।——“* * * মহাশয় যে পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যগুণে সুবর্ণবণিকাদি ৪ খানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকানেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কায়স্থ ভদ্র বিস্মিত হইয়াছেন। এখন যাঁহারা অহিংস্রক উদারচরিত, তাঁহারা সুবর্ণবণিক্‌কে বৈশ্যপদ অস্বীকার

করেন না, কিন্তু বলেন বহুকালাবধি যে নিগ্রহস্বরূপ আছে, তাহা বল্লাল রাজার কৃত। তবে আপন আপন জাতির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেই ভাল।

আমাদের চট্টগ্রামে সুলতানপুর গ্রামে ২রা বৈশাখ, এবং মেখল গ্রামে ৫ই শ্রাবণ তারিখে সুবর্ণবণিক্‌গণ সমাগত হইয়া একটি বৃহতী সভা হইয়াছিল। তাহাতে আপনার প্রণীত 'সুবর্ণবণিক্' ও 'সুবর্ণবণিক্ সভায় পাঠ্য পুস্তক' দুইখানি পড়া হইয়াছিল। বণিক্‌গণ তাহা শ্রুত হইয়া বিশেষ সন্তোষের সহিত ঈশ্বরের নিকট আপনার ধন্যবাদ দিতেছেন। * * * * আপনি বিদ্যাবুদ্ধির কৌশলে অশেষ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় দ্বারা যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা অনায়াসে সম্পূর্ণ হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই; তবে ক্রমসাধ্য। আপনার পত্রাদির মর্ম্মানুসারে বণিক্‌গণকে উপদেশ দেওয়া হইল, এবং সভাস্থ বণিক্‌গণ তাহাও সম্মতি দান করিলেন। কিন্তু কালসাপেক্ষ।

বণিক্‌গণ বলে, এখন এক প্রকার কায়স্থভদ্রের সঙ্গে গোপন ভাবে খাওয়া দাওয়াও চলে। * * * * এখন এতদ্দেশে কথেকে বৈশ্যগায়ত্রী জপ ও ক্রিয়াদিতে 'দাস' স্থলে 'ভূতি' পদ উচ্চারণ করিতেছে, এবং ভবিষ্যতেরও উদ্যোগে আছে। আমরা, জাতি উন্নতির জন্য,

শ্রীযুক্ত বামাচরণ চক্রবর্ত্তী, আমি হরচন্দ্র ডাক্তার, গুজরা-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ ধর ও হরমোহন ডাক্তার, আর ও পৃষ্ঠ-পোষকতার ২।৪ জন কার্য্য উপযোগী লোক কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইয়া নানা দেশে ভ্রমণ করতঃ সুবর্ণবণিক্‌গণকে স্বপন্থা অবলম্বনের উদ্যোগ করিতেছি। এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং কায়স্থ ভদ্রের সঙ্গে পরামর্শ চলিতেছে। তাঁহারা ও একপ্রকার সম্মতি দান দিতেছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বিশেষ সম্মানী চাই তবে আমরা সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমুদয় চট্টগ্রামবাসী সুবর্ণবণিক্‌গণের নিকট বসিদ বহি দেওয়া যাইতেছে। বাসিদের দ্বারা টাকা উঠাইয়া একটি ফণ্ড স্থাপন করা হইবে। সেই ফণ্ড হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সম্মানী দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। শ্রোত্রিয় তন্ত্রের দুই জন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র স্মৃতিরত্ন ও দুর্গাকিঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়েরা বণিক্‌গণকে বৈশ্যত্বে পরিণত করিয়া যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত শেষ করা এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কায়স্থ ভদ্রগণের সঙ্গে আচরণ করা সঙ্কল্প করিয়া গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেছেন। * * * * আপনাদের অঞ্চলে যে সভার জন্য প্রস্তাব ছিল, তাহা সমাধা হইয়াছে কি না? হইয়া থাকিলে, কিরূপ হইল, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইয়া সুখী করিবেন। * * * *” ২১এ ভাদ্র ১৩১০

চট্টগ্রাম, সুলতানপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ডাক্তার শশি-কুমার ধর মহাশয়ও ৩০এ ভাদ্রের একখানি সুদীর্ঘ পত্রে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয় সকল বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে সুলতানপুরের সভায় প্রায় তিন শত বণিগ্‌যাজক ব্রাহ্মণ ও ৩০ জন প্রধান প্রধান উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের চেষ্টা ও যত্নে এক্ষণে সমগ্র চট্টগ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক সুবর্ণবণিক্ 'ভূতি' পদ ব্যবহার ও বৈশ্যগায়ত্রী জপ করিতেছেন।

ফলতঃ, জাতীয় উন্নতি সাধন জন্য চট্টগ্রাম নিবাসী বণিক্ ও বণিগ্‌যাজক ব্রাহ্মণগণের ঈদৃশী চেষ্টা সর্ব্বথা ধন্যবাদার্হা এবং সমগ্র বঙ্গদেশবাসী বণিক্ ও বণিগ্‌যাজক গণের সযত্নে অনুকরণীয়। যত্ন ও চেষ্টা দ্বয়ে পরি-চালিত হইলে শুভফল লাভের সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবিনী। যেমন পূর্ব্বসীমান্ত চট্টগ্রামে অগ্রে সূর্য্যোদয় হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত বঙ্গদেশকে কিরণজালে উদ্ভাসিত করে, তেমন জাতীয় নির্য্যাতন তৎসন্নিকটেই প্রথমতঃ সংঘটিত হইয়া-ছিল, তদ্রূপ চট্টগ্রামে সমুদ্ভূত এই জাতীয় পুনরুত্থানের চেষ্টাস্রোতও সমগ্র বঙ্গদেশকে ক্রমশঃ প্লাবিত করিয়া শাস্ত্রসঙ্গত চাতুর্ব্বর্ণ্যের বৈশ্যত্ব রক্ষা করুক।

উপসংহার।

এই 'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকের আদ্যখণ্ড এবং এই দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা হইতে এতাবৎ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পাঠক-বর্গের জানিতে আর কিছুই বাকি রহিল না যে, শাস্ত্র ইতিহাস ও আচারব্যবহার অনুসারে সুবর্ণবণিক্‌গণ বৈশ্য; এবং শাস্ত্র যুক্তি ও বহুতর শাস্ত্রদর্শী ও নিরপেক্ষ অধ্যাপক ও বিদ্বজ্জনগণের মতে তাঁহাদিগের অগত্যাজনিত ব্রাত্যতা-দোষ সংস্কার্য্যই। সুতরাং সুবর্ণবণিক্ মহাশয়গণের আর এখন আলস্য বা ঔদাস্য পরতন্ত্র হইয়া জাতীয় সংস্কার বা পুনরুন্নতি সাধন সম্বন্ধে নিরস্ত হইয়া থাকা উচিত নহে। তবে, কি কি সদুপায়ে ক্রমশঃ সেই সংস্কার সুচারুরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, এক্ষণে তাহারই পরামর্শ আবশ্যক।

কোন বিষয় পরামর্শ করিতে হইলে, বা জাতীয় ভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, অগ্রে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে একত্র সমবেত হইতে হয়। তজ্জন্য স্থানে স্থানে বা নগরে নগরে এক একটি সভা আহ্বান করিয়া সমবেত ব্যক্তিগণের সেই সকল বিষয় স্থির ও ধীর ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। এবং তখন যে পথটি অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা সুকর বা দুষ্কর, ন্যায্য বা অন্যায় ইত্যাদি বিচার পূর্ব্বক তাহার মীমাংসা করিতে হয়। শেষে সেই মীমাং-

সিত পথে তাঁহারা নিজে চলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, এবং সাধারণে সেই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া তাহাদিগকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ ও উৎসাহ দিবেন। অতএব সভা আহ্বানের পর স্থির করিতে হইবে যে,জাতীয় সংস্কার বা পুনরুন্নতি সাধনের প্রণালী তিন প্রকার; ব্যক্তিগত, সমবেত ও সামাজিক।

ব্যক্তিগত সংস্কারে প্রথমতঃ প্রতিজনের ও সকলের বিদ্যাশিক্ষা ও চরিত্র উন্নয়নে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। সৌভাগ্যবশতঃ বিগত সেন্সস্ রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বিদ্যাশিক্ষায় সুবর্ণবণিক্‌গণ যথেষ্ট উন্নতির লক্ষণ দেখাইতেছেন। এবং চরিত্র বিষয়েও সুবর্ণবণিক্‌-গণের শৌচ সদাচার ভক্তি ও ভগবন্নিষ্ঠা চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং এই দুইটি বিষয়ে তাঁহাদিগের উত্তরোত্তর সমধিক যত্নই বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ ঈর্ষা বা কৌতুক পরতন্ত্র হইয়া তাঁহারা যেন অন্য কোন জাতীয়ের প্রতি কটাক্ষ বা বিদ্রূপ প্রকাশ না করেন। সৌজন্যগুণে সকলের প্রীতি আকর্ষণ করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

ব্যক্তিগত সংস্কারের দ্বিতীয়পন্থা, প্রতিজনের আহ্নিক পূজার সময়ে তাঁহার নিয়মিত অনুষ্ঠানের সহিত বৈশ্য-গায়ত্রীটি জপ করা। ইহা ‘সুবর্ণবণিক্’ পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ২৩শ পৃষ্ঠায় অর্থসহ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং এই

খণ্ডের ভূমিকার ১১শ পৃষ্ঠায় মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত ইহার বীজের বিশেষ তথ্য প্রকটিত হইয়াছে। প্রথমখণ্ডের প্রচারের পর যদৃচ্ছাক্রমে জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা সহরের তিন চারিটি সম্ভ্রান্তবংশের ব্যক্তিগণ পুরুষানুক্রমে এই গায়ত্রীটি গুরুমুখে প্রাপ্ত হইয়া নিত্য জপ করিয়া থাকেন। অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় জানা যাইতে পারে যে, আরও অনেক বংশে ইহা সেইরূপ অনুষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং, বর্ত্তমান অবস্থায় উপনয়ন সংস্কারের অভাবে বা তাহার পূর্ব্বে পারম্পরিক প্রথাক্রমে অপরক্ষভাবে এই গায়ত্রী মন্ত্রটি প্রতি সুবর্ণবণিক্ জপ করিতে পারেন; এবং তজ্জন্য তাঁহারা স্ব স্ব গুরু বা পুরোহিতের মুখ হইতে ইহা গ্রহণও করিতে পারেন। ভারতবর্ষের অন্য সর্ব্বত্র বৈশ্য-গণ এই গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন, এবং ইহা বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত "বৈশ্যসন্ধ্যা" পুস্তক হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে।

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রীটি পূর্ণাঙ্গ ত্রিপাদ্ কিন্তু বৈদিকী নহে, তান্ত্রিকী। সম্প্রতি একটি অধ্যাপকের নিকট জানিলাম যে, ব্রাহ্মণগণ যে গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন, তাহা বৈদিকী ও পূর্ণত্রিপাদ্। ক্ষত্রি-য়ের জাপ্য এ গায়ত্রীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদমাত্র, এবং বৈশ্যের জাপ্য কেবলমাত্র উহার তৃতীয় পাদ, অর্থাৎ—

"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এই এক পাদমাত্র। সুতরাং সুবর্ণবণিক্‌গণের সমগ্র ত্রিপাদ্ তান্ত্রিকী গায়ত্রীটি জাপ্য, বা একপাদমাত্র বৈদিকী গায়ত্রীটি জাপ্য, ইহা তাঁহাদিগের স্ব স্ব গুরূপদেশ সাপেক্ষ।

ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ ও আদেশ এই যে, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, স্বস্ত্যয়ন, সঙ্কল্প প্রভৃতি অনুষ্ঠানকালে ব্যক্তি সকলের স্বীয় স্বীয় নামের পূর্ব্বে তাহাদের গোত্র ও প্রবর নাম, এবং শেষে বর্ণনাম উল্লেখ করিতে হয়। বল্লালনিগ্রহের পর হইতে সুবর্ণবণিকগণ শূদ্রাচারে বাধ্য হইয়া বর্ণনাম স্থলে শূদ্রজাতীয় 'দাস' পদ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ব্যক্তিগত সংস্কার সাধনের তৃতীয় পন্থা এই যে, শূদ্রজাতীয় সেই 'দাস' পদ স্থলে বৈশ্যজাতীয় 'ভূতি' পদ ব্যবহার করা। এতদ্‌বৃত্তান্ত 'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকের আদ্যখণ্ডের ১৩০ হইতে ১৩৬ পৃষ্ঠায় সম্যক্ বিবৃত রহিয়াছে। কেহ কেহ এমন মনে করিতে পারেন যে, আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত, এবং দাস্যভক্তি ও দৈন্য প্রদর্শন বৈষ্ণবগণের প্রার্থনীয়, সেজন্য 'দাস' পদ ব্যবহার আমাদিগের পক্ষে নিন্দনীয় বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু, তাহা হইলে এই টুকু বুঝিতে হইবে যে, এই 'দাস' পদটি আর বর্ণনামে ব্যবহৃত হইল না, ভক্তিসূচকেই ব্যবহৃত হইল। এবং তাহা হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণগণ ও

গোস্বামিগণও তাদৃশ অনুষ্ঠান কালে অসঙ্কোচে 'কৃষ্ণদাস' 'শিবদাস' 'কালিদাস' প্রভৃতি ব্যক্তিগত নামের ন্যায় বর্ণ-নামেও 'দাস' পদ ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র; সেমতে প্রতিজনের স্ব স্ব শাস্ত্রোক্ত বর্ণনাম ব্যবহার করা অলঙ্ঘনীয় ও অবশ্য কর্ত্তব্য।

অতঃপর সমবেত সংস্কার; অর্থাৎ, সকলের একত্র-ভাবে ও ঐক্যমতে সংস্কার কার্য্য সাধন। সুতরাং ইহা ক্রমসাধ্য; কারণ, সকলের রুচি সমান নহে। এজন্য ঐ সকল বিষম রুচিকে সমভাবে পরিণত করা অগত্যা সময় ও সাধন সাপেক্ষ। কিন্তু ইহা বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগত সংস্কার সকল অনায়াসসাধ্য ও প্রকৃত সংস্কারের মূল ও ভিত্তিস্বরূপ হইলেও, উহা সাধারণের দৃষ্টি-পথে প্রচ্ছন্ন ভাবেই থাকে। এবং তদুপরিন্যস্ত সমবেত সংস্কারের কার্য্যগুলিই সুদৃঢ় ও পরিপক্ক ভাবে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং তজ্জন্য জাতীয় ব্যক্তিগণের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করে। অতএব এই সমবেত সংস্কারের উপযোগিতা এত অধিক, অথচ ইহা নিতান্ত সাবধানে ও সতর্কে সাধন করাই কর্ত্তব্য। সেই সমবেত সংস্কারের প্রথম পন্থাটি বৈশ্যবর্ণোচিত অশৌচকাল স্বীকরণ। ভিতরে ভিতরে জানা গিয়াছে যে, সুবর্ণবণিকগণ মধ্যে নবীন প্রবীণ, ধনবান মধ্যবিত্ত, জ্ঞানবান্ প্রাকৃত, প্রভৃতি অনে-

কেরই ইহা অনুমোদনীয়। কিন্তু কেহই ইহা স্বয়ং প্রকাশ করিতে অগ্রসর নহেন। অথচ, সভাসীন হইয়া সকলে সমবেত ভাবে ইহা স্বচ্ছন্দে প্রকাশ অনুমোদন ও স্বীকার করিতে পারেন। মন্বাদি শাস্ত্রসকলে বৈশ্যের অশৌচ-কালের নির্দ্দেশ পঞ্চদশ দিবস মাত্র। সুতরাং, আপনা-দিগকে বৈশ্যবর্ণসম্ভূত জানিয়া শাস্ত্রোক্ত এই অশৌচকাল সঙ্কোচনে তাঁহাদিগের গৌরব ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা ভিন্ন নিন্দা বা পাপ হইতে পারে না। কেহ কেহ এই আপত্তি উত্থা-পন করিতে পারেন যে, উপনয়ন সংস্কার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে গায়ত্রীমন্ত্র জপের ন্যায় অশৌচ-সংস্কার সমীচীন হইতে পারে না। সত্য! সর্ব্বাঙ্গীণ বা পূর্ণাঙ্গ সংস্কারই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা নিতান্ত দুর্ঘট। সকল প্রকার সংস্কা-রই ক্রমসাধ্য। শাস্ত্র সকলে এজন্য বিবিধ অপকর্ষ অনু-ষ্ঠানের বিধি আছে। দেশকালভেদে প্রকৃত উপকরণের অভাব হইলে, অপকৃষ্ট উপকরণেও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান চলে। মৃত্যুর পর পিতৃপুরুষের প্রেতত্ব বর্ষকাল-ভোগ্য হইলেও অবরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে অসময়ে ও অপকর্ষভাবে তাঁহার সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়। সুতরাং অপকর্ষ অনুষ্ঠান সকল সমীচীন না হইলেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। অতএব নিযাতিত ও অনামতঃপতিত বৈশ্যগণের এক্ষণে উপনয়ন সংস্কার পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে,

তাঁহাদিগের স্ববর্ণোচিত গায়ত্রীমন্ত্র জপে ও স্ববর্ণোচিত অশৌচকাল স্বীকারে কোন দোষ বা প্রত্যবায় হইতে পারে না, প্রত্যুত এই অর্দ্ধশতাব্দীকাল সংস্কার-চেষ্টার ইহা একটি সুখময় আনন্দজনক উৎসাহবর্দ্ধক ও ধ্রুব ফল হইবে।

সমবেত সংস্কারের দ্বিতীয় পন্থাটি চরম সাধন, এবং পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি সংস্কার সিদ্ধ বা ফলবান্ না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে এইটি হইতে পারে না। এইটির নাম উপনয়ন সংস্কার; ইহা সাধন হইলেই সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব বা দ্বিজত্ব সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ তখন শাস্ত্রমতে দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে। তজ্জন্য প্রথমতঃ কতিপয় সুবিজ্ঞ স্মার্ত্ত অধ্যাপককে সাদরে নিয়োজিত করিয়া বৈশ্যোচিত বিবিধ সংস্কারাদির স্বতন্ত্র একখানি পদ্ধতি পুস্তক প্রণয়ন করাইতে হইবে। এবং তখন সকলকে সেই পদ্ধতির বিধি অনুসারে আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিতে হইবে। এই চরম সংস্কারটি বর্ত্তমান সময়ে সাধিত হওয়া দুরূহ, কিন্তু সেই দিকে লক্ষ্য রাখিলে কালে তাহা সংসাধিত হইবে।

জাতীয় সংস্কারের তৃতীয় প্রণালীটি সামাজিক সংস্কার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ, বঙ্গদেশের সাধারণ হিন্দু-সমাজে সুবর্ণবণিকগণ যে হতাদর ও বিকৃত ভাবে রহি-

যাছেন, তাহা হইতে ক্রমে উদ্ধার পাইবার উপায় পরম্প-
রার উদ্ভাবন। এ বিষয়ে এখন হইতেই চেষ্টা করা উচিত।
এই সকল উপায়ের মধ্যে একটি উপায় এই যে, জাতীয়
তথ্যপূর্ণ এবংবিধ সুবর্ণবণিকাদি পুস্তক বঙ্গদেশের অধ্যাপক
ও কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমণ্ডলীতে বিতরণ। তাহা হইলে
তাঁহারা ক্রমে সুবর্ণবণিকের জাতিগত প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে
সমর্থ হইবেন, এবং তজ্জন্য তাহাদিগের পূর্ব্বতন ভ্রান্ত
সংস্কার ও বিদ্বেষভাব ক্রমশঃ তিরোহিত হইবে। পূর্ব্ব
প্রকাশিত পত্র সকলই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ক্রমে সাধা
রণ জনগণের মধ্যেও ঈদৃশভাব প্রসারিত হইবে। এই
কার্য্যে গ্রন্থকার পূর্ব্ব হইতেই ব্রতী হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য
সমর্থবান্ স্বজাতীয় মহাত্মগণের সাহায্যও প্রার্থনীয়।

সামাজিক সংস্কারের দ্বিতীয় পন্থাটি এই যে, বঙ্গদেশস্থ
চতুষ্পাঠী সকলে সাহায্যদান ও তত্রত্য অধ্যাপকগণকে
সময়ে সময়ে মর্য্যাদা দানে সম্মানিত করণ। এ বিষয়ে
কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সুবর্ণবণিককে পতিতজ্ঞানে
অধ্যাপকেরা তাঁহাদের দান গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং
তাঁহাদিগকে দান করিবার চেষ্টায় লাভ কেবল অবমাননা
মাত্র, অতএব ইহাতে নিরস্ত থাকাই উচিত। কিন্তু
সে সিদ্ধান্তটি সমীচীন নহে, কারণ, প্রকৃত পক্ষে
বা শাস্ত্রমতে সুবর্ণবণিক্ পতিত নীচ বা অন্ত্যজ জাতি

নহে। কেবল একটি আগন্তুক কারণ মাত্রে, তাঁহারা এই প্রায় আটশত বর্ষকাল এইরূপে আচরিত ও উপেক্ষিত হইতেছেন মাত্র। সুতরাং এই আগন্তুক কারণ, অন্যান্য আগন্তুক উপদ্রবের ন্যায়, শীঘ্র বা বিলম্বে তিরোহিত হইবেই হইবে। এবং এখনই তাহার অনেক লক্ষণ ও প্রমাণ দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহাতে সুবর্ণবণিক্‌গণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ হইবে, এবং এতদ্দ্বারা জাতীয় উন্নতির পথ ক্রমশঃ সরল ও প্রশস্ত হইবে।

সামাজিক সংস্কারের অপর একটি পন্থা এই যে, আপনাদিগের যাজক ব্রাহ্মণের বিদ্যার্থী বালকগণকে টোলের রীতিতে বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা দিবার উপায় উদ্ভাবন। তজ্জন্য চাঁদা বা ফণ্ড সংগ্রহ পূর্ব্বক স্থানে স্থানে এক একটি চতুষ্পাঠী সংস্থাপন নিতান্ত কর্ত্তব্য। সমর্থ-বান্ সুবর্ণবণিক্‌গণের এ বিষয়ে যত্ন ও সমবেত চেষ্টাই আবশ্যক।

উদ্যম ও চেষ্টা ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। এবং কার্য্যের আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা বোধে উদ্যম ও চেষ্টার হয়। অপরিত্যজ্যতা ও অবশ্যকর্ত্তব্যতা অবধারিত হইয়া থাকে। আমাদিগের জাতির বল্লালনিগ্রহ জন্য অযথা ও অকামতঃ পাতিত্যের মোচন ও আমাদিগের জাতিগত লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধার আমাদিগের একটি অবশ্যকর্ত্তব্য

কর্ম্ম। তজ্জন্য আমাদিগের প্রতিজনেরই সে বিষয়ে যথাসাধ্য বদ্ধপরিকর হওআ উচিত।

দৈব সাধন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উপক্রমকালে আত্মীয়স্বজনের বিনাশাশঙ্কায় অর্জ্জুনের মোহ উপস্থিত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে সকল অমৃতময় উপদেশ প্রদান করত তাঁহার তাৎকালিক অক্ষত্রিয়োচিত মোহের অপনোদন করিয়াছিলেন, তাহাই ভগবদ্গীতা নামে প্রসিদ্ধ, এবং তাহা সমুদায় আর্য্য হিন্দুগণের নিকট প্রামাণ্য ও আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। তদ্রূপ, সেই লোমহর্ষণ যুদ্ধে সিদ্ধিলাভ নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরপি অর্জ্জুনকে সর্ব্বদা পাঠ করিবার জন্য যে আদিত্যহৃদয় নামক স্তোত্রটি নিজমুখে শ্রবণ করাইয়াছিলেন, তাহাও আর্য্যগণ মধ্যে প্রামাণ্য ও আপ্তবাক্য বলিয়া গৃহীত হয়। ইহার ১০ম শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই স্তোত্রটি সূর্য্যোপস্থানের উপযোগী। সূর্য্যোপস্থানটিও দ্বিজজাতিত্রয়ের সন্ধ্যাবন্দনার একটি প্রধান অঙ্গ। পরন্তু ১১, ১৩, ৯১, ৯৯, ১০৩, ১৪৪ ও ১৭১ সংখ্যক শ্লোকে তিনি ইহাকে

সর্ব্বপাপ-প্রণাশন-ক্ষম বলিয়া বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ১০১ ও ১০২ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ে ব্রহ্মহত্যা সুরাপান প্রভৃতির উল্লেখে ইহাকে মহাপাতকেরও মোচনকারী বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং, এই স্তোত্র শ্রবণে বা পাঠে যে উপপাতকাদি বিদূরিত হয়, তাহার আর সন্দেহমাত্র নাই। ভগবান তজ্জন্য গোহত্যা ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি কতিপয় উপপাতকেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এবং পারব্ধ কার্য্যের সিদ্ধিলাভ জন্য এই স্তোত্রটি যে বিশেষ উপযুক্ত, তাহাও তিনি ১৬, ৯৮, ১৪২ ও ১৪৮ সংখ্যক শ্লোকে **পুনঃপুনঃ** ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব বল্লালদিগের অকারণতঃপতিত বৈশ্য সুবর্ণবণিক্‌গণের অগত্যাসম্ভূত ব্রাত্যতারূপ উপপাতক মোচনে, তাঁহাদিগের পুনরুন্নতি সাধন চেষ্টা সাফল্যপ্রদানে ও তাহাদিগের অনুষ্ঠিত সন্ধ্যাবন্দনার অঙ্গভূত উপযোগস্থানে ইহা নিতান্ত উপযুক্ত বলিয়া, এই স্তোত্রটি কবচাদি সহ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। অতঃপর সুবর্ণবণিক্‌গণ স্ব স্ব অধিকার রুচি ও অবকাশ ভেদে ইহা সমগ্র বা অংশতঃ পাঠ করিতে পারেন।

অথ

শ্রীসূর্য্যকবচম্।

—::—

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীসূর্য্য উবাচ।

সাম্ব সাম্ব মহাবাহো শৃণু মে কবচং শুভম।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্। ১
যজ্ জ্ঞাত্বা মন্ত্রবিৎ সম্যক্ ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
যদ্ ধৃত্বা চ মহাদেবো গণানামধিপো হ্ভবৎ। ২
পঠনাদ্ ধারণাদ্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বেষাং পালকঃ সদা।
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ। ৩

কবচস্য ঋষির্ব্রহ্মা ছন্দো হনুষ্টুবুদাহৃতঃ।
শ্রীসূর্য্যো দেবতা চাত্র সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ। ৪
যশ আরোগ্য মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ৫

প্রণবো মে শিরঃ পাতু ঘৃণি মে পাতু ভালকম্।
সূর্য্যো হব্যান্নয়নদ্বন্দ্ব মাদিত্যঃ কর্ণযুগ্মকম্। ৬
অষ্টাক্ষরো * মহামন্ত্রঃ সর্ব্বাভীষ্ট-ফল-প্রদঃ।
হ্রীং বীজং মে মুখং পাতু হৃদয়ং ভুবনেশ্বরী †। ৭

---

* ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য। † হ্রীং।

চন্দ্রবিম্বং * বিসর্গাঢ্যং পাতু মে গুহ্যদেশকম্।
ত্র্যক্ষরো † হংসৌ মহামন্ত্রঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ। ৮
শিবো ‡ বহ্নি § সমাযুক্তো বামাক্ষী ** বিন্দুভূষিতঃ।
একাক্ষরো †† মহামন্ত্রঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রকীর্ত্তিতঃ। ৯
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরো মন্ত্রো বাঞ্ছাচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ।
শীর্ষাদি পাদপর্য্যন্তং সদা পাতু মনূত্তমঃ। ১০

ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
শ্রীপদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্য-বিবর্দ্ধনম্। ১১
কুষ্ঠাদি-রোগ-শমনং মহাব্যাধি-বিনাশনম।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যা মরোগী বলবান্ ভবেৎ। ১২
বহুনা কিমিহোক্তেন যদ্ যন্মনসি বর্ত্ততে।
তত্তৎ সর্ব্বং ভবেত্তস্য কবচস্য চ ধারণাৎ। ১৩
ভূত-প্রেত পিশাচা শ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ।
ব্রহ্মরাক্ষস-বেতালা ন দ্রষ্টু মপি তং ক্ষমাঃ। ১৪
দূরাদেব পলায়ন্তে তস্য সঙ্কীর্ত্তনাদপি।
ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য রোচনাহগুরু কুঙ্কুমৈঃ। ১৫
রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
ধারয়েৎ সাধকশ্রেষ্ঠঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রিয়ো ভবেৎ। ১৬

* স। † হ্রাং হ্রীং সঃ। ‡ হ। § র। ** ঈ। †† হ্রীং।

ত্রিলোহ-মধ্যগং কৃত্বা ধারয়েদ্ দক্ষিণে করে।
শিখায়া মথবা কণ্ঠে সোঽপি সূর্য্যো ন সংশয়ঃ। ১৭
ইতি তে কথিতং সাম্ব ত্রৈলোক্যমঙ্গলাভিধম্।
কবচং দুর্লভং লোকে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্। ১৮
অজ্ঞাত্বা কবচং দিব্যং যো জপেৎ সূর্য্য মুত্তমম্।
সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি। ১৯

ইতি শ্রীব্রহ্মযামলে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম
শ্রীসূর্য্যকবচং
সম্পূর্ণম্

— —

অথ সূর্য্যমন্ত্রাঃ।

ওঁ স ,
১। তারো ঘৃণি ভৃগুঃ পশ্চাদ্ বামকর্ণ-বিভূষিতঃ।
র য আ ি দ ত্য
বহ্ন্যাসনো মরুৎ শেষঃ শনেত্রো হ্রদ্র স্ত্য পঞ্চমঃ॥
ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য।

হ র া ং হ্রীং
২। আকাশ মগ্নি দীর্ঘেন্দু-সংযুতং ভুবনেশ্বরী।
ঃ স
সর্গান্বিতো ভৃগু র্ভানো স্ত্র্যক্ষরং হ্যয়ং সমীরিতঃ।
হ্রাং হ্রীং সঃ।

হ র ী ং

৩। শিবো বহ্নিসমাযুক্তো বামাক্ষী-বিন্দু-ভূষিতঃ।
একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রকীর্ত্তিতঃ॥

(অথবা)

র হ ী ং

ক্ষতজং ক্ষত মাকাশং নেত্র-বিন্দু-বিভূষিতম্।
বিদারীভূষিত ঞ্চৈব বীজং বৈবস্বতো দৃকম্॥
হ্রীং।

অথ আদিত্যমন্ত্রঃ।

প্রণবং চাম্বরং লক্ষ্মী র্ব্যোমবীজং তথৈব চ।
বীজতূর্য্যং শিরো জ্ঞেযং ততঃ পল্লব মুদ্ধরেৎ।
গ্রহাধিরাজায তত আদিত্যায তথৈব চ।
অন্তং পযস্ত বিজ্ঞেযং মনুর্ব্বষ্টাক্ষরঃ স্মৃতঃ।
ওঁ হ্সৌং শ্রীং আং গ্রহাধিরাজায আদিত্যায স্বাহা।

অথ

আদিত্যহৃদয়-স্তোত্রম্ ।

—:-:—

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

শতানীক উবাচ ।

কথ মাদিত্য মুদ্যন্ত মুপতিষ্ঠেদ্ দ্বিজোত্তম ।
এতন্মে ব্রূহি বিপ্রেন্দ্র প্রপদ্যে শরণং তব । ১

সুমন্ত রুবাচ ।

ইদমেব পুরা পৃষ্টঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
প্রণম্য শিরসা দেব মর্জ্জুনেন মহাত্মনা । ২
কুরুক্ষেত্রে মহাবাহু প্রবৃত্তে ভারতে রণে ।
কৃষ্ণনাথং সমাসাদ্য প্রার্থয়িত্বা ব্রবীদিদম । ৩

অর্জ্জুন উবাচ ;

জ্ঞান ঞ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং তথা ।
ময়া কৃষ্ণ পরিজ্ঞাতং বাঙ্ময়ং সচরাচরম্ । ৪
সূর্য্যস্তুতিময়ং ন্যাসং বক্তু মর্হসি মাধব ।
ভক্ত্যা পৃচ্ছামি দেবেশ কথয়স্ব প্রসাদতঃ । ৫
সূর্য্যভক্তিং করিষ্যামি কথং সূর্য্যং প্রপূজয়েৎ ।
তদহং শ্রোতু মিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদেন যাদব । ৬

শ্রীভগবানুবাচ।

রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ সর্ব্বৈঃ পৃষ্টেন কথিতং ময়া।
বক্ষ্যেঽহং সূর্য্যবিন্যাসং শৃণু পাণ্ডব যত্নতঃ ৭

অস্মাকং যৎ ত্বয়া পৃষ্টমেকচিত্তো ভবার্জ্জুন।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি আদি-মধ্যাবসানকম্। ৮

অর্জ্জুন উবাচ।

নারায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ পৃচ্ছামি ত্বাং মহাযশাঃ।
কথমাদিত্য মুদ্যন্ত মুপা...ষ্ঠঃ সনাতনম ৯

শ্রীভগবানুবাচ।

সাধু পার্থ মহাবাহো বুদ্ধিমানসি পাণ্ডব
যন্মাং পৃচ্ছস্যুপস্থানং তৎ পবিত্রং বিভা...। ১০

সর্ব্বমঙ্গল-মাঙ্গল্যং সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্।
সর্ব্বরোগ-প্রশমন মায়ুর্বর্দ্ধন মুত্তমম্। ১১

অমিত্রদমনং পার্থ সংগ্রামে জয়বর্দ্ধনম্।
বর্দ্ধনং ধন-পুত্রাণা মাদিত্যহৃদয়ং শৃণু। ১২

যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্ ১৩

দেবদেবং নমস্কৃত্য প্রাতরুত্থায় চার্জ্জুন।
বিঘ্নান্যনেকরূপাণি নশ্যন্তি স্মরণাদপি। ১৪

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সূর্য্য মাবাহয়েৎ সদা।
আদিত্যহৃদয়ং নিত্যং জাপ্যং তচ্ছৃণু পাণ্ডব। ১৫

যজ্জপান্মুচ্যতে জন্তু র্দাবিদ্র্যা দাশু চস্তবাৎ।
লভতে চ মহাসিদ্ধিং কুষ্ঠব্যাধি-বিনাশিনীম্। ১৬
অস্মিন্মন্ত্রে ঋষি শ্ছন্দো দেবতা শক্তিরেব চ।
সর্ব্বমেব মহাবাহো কথয়ামি তবাহগ্রতঃ। ১৭
ময়া তে গোপিতং ন্যাসং সর্ব্বশাস্ত্র-প্রবোধিতম্:
অথ তে কথয়িষ্যামি উত্তমং মন্ত্র মেব চ। ১৮

(অথ আদিত্যহৃদয়স্তোত্রমন্ত্রপ্রযোগঃ)

ওঁ অস্য শ্রীআদিত্যহৃদয়স্তোত্রমন্ত্রস্য শ্রীকৃষ্ণ ঋষিঃ, শ্রীসূর্য্যাত্মা ত্রিভুবনেশ্বরো দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, হরিত-হয়ং রথং দিবাকরং * ঘৃণ বিতি বীজম্, ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায় নমঃ। ইতি কীলকম্, ওঁ নমো ভগবতে জিত বৈশ্বানর-জাতবেদসে। ইতি শক্তিঃ, ওঁ অগ্নিগর্ভ দেবতা ইতি মন্ত্রঃ,

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্য মাদিত্যায় নমো নমঃ।
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ-প্রীত্যর্থং জপে বিনিযোগঃ।

(অথ ন্যাসঃ)

ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ।
ওঁ হ্রূং মধ্যমাভ্যাং নমঃ।
ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং নমঃ।

---

* ১৩৯ শ্লোকস্থং। † ৪৩, ১১৪ শ্লোকযোঃ। ‡ ১২৫ শ্লোকে।

ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ওঁ হ্রঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ওঁ হ্রাং হৃদযায নমঃ।
ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা।
ওঁ হ্রূং শিখাযৈ বষট্।
ওঁ হ্রৈং কবচায হুং।
ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রায বৌষট্।
ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায ফট্।

(অথ দিগ্‌বন্ধঃ)

ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ।

(অথ ধ্যানম)

ভাস্বদ্রত্নাঢ্যমৌলিঃ স্ফুরদধররুচা রঞ্জিত শ্চারুকেশো
ভাস্বান্ যো দিব্যতেজাঃ করকমলযুতঃ স্বর্ণবর্ণঃ প্রভাভিঃ।
বিশ্বাকাশাবকাশগ্রহপতিশিখরে ভাতি য শ্চোদয়াদ্রৌ
সর্ব্বানন্দপ্রদাতা হরিহর-নমিতঃ পাতু মাং বিশ্বচক্ষুঃ। ১৯

(অথ যন্ত্ররচনা)

পূর্ব্ব মষ্টদলং পদ্মং প্রণবাদি-প্রতিষ্ঠিতম্।
মাযাবীজং দলাষ্টাগ্রে যন্ত্র মুদ্ধারযেদিতি। ২০
আদিত্যং ভাস্করং ভানুং রবিং সূর্য্যং দিবাকরম্।
মার্ত্তণ্ডং তপন ঞ্চেতি দলেষ্বষ্টসু যোজযেৎ। ২১

দীপ্তা সূক্ষ্মা জয়া ভদ্রা বিভূতি বিমলা তথা।
অমোঘা বিদ্যুতা চেতি মধ্যে শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী। ২২
(অথ নমস্কারঃ)
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগশ্চৈব সর্ব্বকারণ-দেবতা।
সর্ব্বেশং সর্ব্বহৃদয়ং নমামি সর্ব্বসাক্ষিণম্। ২৩
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বকর্ত্তা চ সৃষ্টি-জীবন-পালকঃ।
হিতঃ স্বর্গাহ্পবর্গশ্চ ভাস্করেশ নমো হস্তু তে। ২৪
(অথ প্রার্থনা)

নমো নমস্তে হস্তু সদা বিভাবসো
সর্ব্বাত্মনে সপ্তহয়ায় ভানবে।
অনন্তশক্তি র্মণিভূষণেন
দদস্ব ভুক্তিং মম মুক্তি মব্যয়াম॥ ২৫

(অথ ন্যাসঃ)
অর্কন্তু মূর্দ্ধি বিন্যস্য ললাটে তু রবিং ন্যসেৎ।
বিন্যসেন্নেত্রযোঃ সূর্য্যং কর্ণযোশ্চ দিবাকরম। ২৬
নাসিকায়াং ন্যসেদ্ ভানুং মুখে বৈ ভাস্করং ন্যসেৎ।
পর্জন্য মোষ্ঠযো শ্চৈব তীক্ষ্ণং জিহ্বান্তরে ন্যসেৎ। ২৭
সুবর্ণরেতসং কণ্ঠে স্কন্ধযো স্তিগ্মতেজসম।
বাহ্বোস্তু পূষণ ঞ্চৈব মিত্রং বৈ পৃষ্ঠতো ন্যসেৎ। ২৮
বরুণং দক্ষিণে হস্তে ত্বষ্টারং বামতঃ করে।
হস্তা বুষ্ণকরঃ পাতু হৃদয়ং পাতু ভানুমান্। ২৯

উদরে তু যমং বিন্দ্যা দাদিত্যং নাভিমণ্ডলে।
কটাস্তু বিন্যসেদংসং রুদ্র মূর্দ্ধাস্তু বিন্যসেৎ ৩০
জান্বোস্তু গোপতিং ন্যস্য সবিতারন্তু জঙ্ঘয়োঃ।
পাদয়োশ্চ বিবস্বন্তং গুল্ফয়োশ্চ দিবাকরম। ৩১
বাহ্যতস্তু তমোধ্বংসং ভগ মভ্যন্তরে ন্যসেৎ
সর্ব্বাঙ্গেষু সহস্রাংশুং দিগ্বিদিক্ষু ভগং ন্যসেৎ। ৩২

(অথ ন্যাসমাহাত্ম্যম)

এষ আদিত্যবিন্যাসো দেবানামপি দুর্লভঃ।
ইমং ভক্ত্যা ন্যসেৎ পার্থ স যাতি পরমাং গতিম। ৩৩
কামক্রোধকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
সর্পাদপি ভয়ং নৈব সংগ্রামেষু পথিষ্বপি। ৩৪
রিপুসংঘট্টকালেষু তথা চোর-সমাগমে।
ত্রিসন্ধ্যং জপতো ন্যাসং মহাপাতক-নাশনম। ৩৫
বিস্ফোটক-সমুৎপন্নং তীব্রজ্বর সমুদ্ভবম।
শিরোরোগং নেত্ররোগং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্। ৩৬
কুষ্ঠব্যাধি স্তথা দক্রুরোগাশ্চ বিবিধাশ্চ যে।
জপমানস্য নশ্যন্তি শৃণু ভক্ত্যা তদর্জ্জুন। ৩৭

(অথ আদিত্যপ্রশংসা)

আদিত্যো মন্ত্রসংযুক্ত আদিত্যো ভুবনেশ্বরঃ।
আদিত্যান্নাপরো দেবো হ্যাদিত্যঃ পরমেশ্বরঃ। ৩৮

আদিত্য মর্চ্চয়েদ্ ব্রহ্ম শিব আদিত্য মর্চ্চয়েৎ।
যদাদিত্যময়ং তেজো মম তেজ স্তদর্জ্জুন। ৩৯
আদিত্যং মন্ত্রসংযুক্ত মাদিত্যং ভুবনেশ্বরম্।
আদিত্যং যে প্রপশ্যন্তি মাং পশ্যন্তি ন সংশয়ঃ। ৪০
ত্রিসন্ধ্যা মর্চ্চয়েৎ সূর্য্যং স্মরেদ্ ভক্ত্যা তু যো নরঃ।
ন স পশ্যতি দারিদ্র্যং জন্মজন্মানি চার্জ্জুন। ৪১
এতত্তে কথিতং পার্থ আদিত্যহৃদয়ং ময়া।
শৃণ্বন্ মুক্তশ্চ পাপেভ্যঃ সূর্য্যলোকে মহীয়তে। ৪২
(অথ আদিত্য-নামানি)
নমো ভগবতে তুভ্য মাদিত্যায় নমোনমঃ।
আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্। ৪৩
সুবর্ণঃ স্ফটিকো ভানুঃ স্ফুরিতো বিশ্বতাপনঃ।
রবি বিশ্বো মহাতেজাঃ সুবর্ণঃ সুপ্রবোধকঃ। ৪৪
হিরণ্যগর্ভ স্ত্রিশিরা স্তপনো ভাস্করো রবিঃ।
মার্ত্তণ্ডো গোপতিঃ শ্রীমান্ কৃতজ্ঞশ্চ প্রতাপবান্।
তমিস্রহা ভগো হংসো নাসত্য শ্চ তমোনুদঃ।
শুদ্ধো বিরোচনঃ কেশী সহস্রাংশু র্মহাপ্রভুঃ। ৪৬
বিবস্বান্ পূষণো মৃত্যু র্মিহিরো জামদগ্ন্যজিৎ।
ঘর্ম্মরশ্মিঃ পতঙ্গশ্চ শরণ্যো মিত্রহা তপঃ। ৪৭
দুর্বিজ্ঞেয়গতিঃ শূর স্তেজোরাশি র্মহাযশাঃ।
শম্ভু শ্চিত্রাঙ্গদঃ সৌম্যো হব্যকব্যপ্রদায়কঃ। ৪৮

অংশুমানুত্তমো দেব ঋগ্ যজুঃসাম এব চ।
হরিদশ্ব স্তমোদারঃ সপ্তসপ্তি র্মরীচিমান্। ৪৯
অগ্নিগর্ভো হদিতেঃ পুত্রঃ শম্ভু স্তিমিরনাশনঃ।
পূষা বিশ্বম্ভরো মিত্রঃ সুবর্ণঃ সুপ্রতাপবান্। ৫০
আতপী মণ্ডলী ভাস্বাং স্তপনঃ সর্ব্বতাপনঃ।
কৃতবিশ্বো মহাতেজাঃ সর্ব্বরত্নময়োদ্ভবঃ। ৫১
অক্ষরশ্চ ক্ষর শ্চৈব প্রভাকর-বিভাকরৌ।
চন্দ্র শ্চন্দ্রাঙ্গদঃ সৌম্যো হব্যকব্যপ্রদায়কঃ। ৫২
অঙ্গারকো হগদো হগস্ত্যো রক্তাঙ্গ শ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ।
বুধো বুদ্ধাসনো বুদ্ধি র্বুদ্ধাত্মা বুদ্ধিবর্দ্ধনঃ। ৫৩
বৃহদ্ভানু র্বৃহদ্ভাসো বৃহদ্ধামা বৃহস্পতিঃ।
শুক্ল স্ত্বং শুক্লরেতা স্ত্বং শুক্লাঙ্গঃ শুক্লভূষণঃ। ৫৪
শনিমান্ শনিরূপ স্ত্বং শনৈ র্গচ্ছসি সর্ব্বদা।
অনাদি রাদি রাদিত্য স্তেজোরাশি র্মহাতপাঃ। ৫৫
অনাদি রাদিরূপ স্ত্ব মাদিত্যো দিক্পতি র্যমঃ।
ভানুমান্ ভানুরূপ স্ত্বং স্বর্ভানু র্ভানুদীপ্তিমান্ ৫৬
ধূমকেতু র্মহাকেতুঃ সর্ব্বকেতু রনুত্তমঃ।
তিমিরাবরণঃ শম্ভুঃ স্রষ্টা মার্ত্তণ্ড এব চ। ৫৭
(অথ নমস্কারঃ)
নমঃ পূর্ব্বায় গিরয়ে পশ্চিমায় নমোনমঃ।
নমোত্তরায় গিরয়ে দক্ষিণায় নমোনমঃ। ৫৮

নমোনমঃ সহস্রাংশো হ্যাদিত্যায নমোনমঃ।
নমঃ পদ্মপ্রবোধায নমস্তে দ্বাদশাত্মনে। ৫৯
নমো বিশ্বপ্রবোধায নমো ভ্রা জষ্ণু-জিষ্ণবে।
জ্যোতিষে চ নমস্তুভ্যং জ্ঞানার্কায নমোনমঃ। ৬০
প্রদীপ্তায প্রগলভায যুগান্তায নমোনমঃ।
নমস্তে হোতৃপতয়ে পৃ থবীপতয়ে নমঃ। ৬১
নমোঙ্কার বষট্ কার সর্ব্বযজ্ঞ নমোঽস্তু তে।
ঋ'গ্বদায যজু'র্বদ সামবেদ নমোঽস্তু তে। ৬২
নমো হাটকবর্ণায ভাস্করায নমোনমঃ।
জযায জযভদ্রায হারদশ্বায তে নমঃ। ৬৩
দিব্যায দিব্যরূপায গ্রহাণাং পতয়ে নমঃ।
নমস্তে শুচযে নত্যং নমঃ কুরু কুলাত্মনে। ৬৪
নম ত্রৈলোক্যনাথায ভূতানাং পতযে নমঃ।
নমঃ কৈবল্যনাথায নমস্তে দিব্যচক্ষুযে। ৬৫
ত্ব জ্যোতি স্ত্বং দ্যুতি ব্র্হ্মা ত্বং বিষ্ণু স্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমেব রুদ্রো রুদ্রাত্মা বাযু বগ্নি স্ত্বমেব চ। ৬৬
যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বে চ যোজনে।
একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমাণ নমো হস্তু তে। ৬৭
নব যোজন লক্ষাণি সহস্র দ্বিশতানি চ।
যাবদ্ ঘটীপ্রমাণেন ক্রমমাণ নমোঽস্তু তে ৬৮
অগ্রতশ্চ নমস্তুভ্যং পৃষ্ঠতশ্চ সদা নমঃ।

পা'শ্বত শ্চ নমস্তভ্যং নমস্তে চা'হস্তু সৰ্ব্বদা । ৬৯

নমঃ সুরারিহন্ত্রে চ সোম সূর্য্যাগ্নি চক্ষুষে ।

নমো দিব্যায় ব্যোমায় সৰ্ব্বতন্ত্রময়ায় চ । ৭০

নমো বেদান্ত বেদ্যায় সৰ্ব্ব কৰ্ম্মাদি-সাক্ষিণে ।

নমো হরিতবর্ণায় সুবর্ণায় নমোনমঃ । ৭১

(অথ মাসভেদেন দ্বাদশাদিত্যনামানি)

অরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা ।

চৈত্রমাসে তু বেদাঙ্গো ভানু বৈশাখতাপনঃ । ৭২

জ্যৈষ্ঠমাসে তপেদিন্দ্র আষাঢে তপতে রবিঃ ।

গভস্তিঃ শ্রাবণে মাসি যমো ভাদ্রপদে তথা । ৭৩

ইষে সুবর্ণরেতাশ্চ কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ ।

মার্গশীর্ষে তপেন্মিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ । ৭৪

পুরুষ স্ত্বধিকে মাসে মাসাধিক্যে তু কল্পযেৎ ।

ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । ৭৫

(অথ আদিত্যমাহাত্ম্যম্)

উগ্ররূপা মহাত্মান স্তপন্তে বিশ্বরূপিণঃ ।

ধৰ্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং প্রস্ফুটা হেতবো নৃপ । ৭৬

সৰ্ব্বপাপহরঞ্চৈব মাদিত্যং সংপ্রপূজযেৎ ।

একধা দশধা চৈব শতধা চ সহস্রধা । ৭৭

তপন্তে বিশ্বরূপেণ সৃজন্তি সংহরন্তি চ ।

এষ বিষ্ণুঃ শিব শ্চৈব ব্রহ্মা চৈব প্রজাপতিঃ । ৭৮

মহেন্দ্র শ্চৈব কালশ্চ যমো বরুণ এব চ।
নক্ষত্র গ্রহ তারাণা মধিপো বিশ্বতাপনঃ। ৭৯
বায়ু বহ্নি র্ধনাধ্যক্ষো ভূতকর্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ।
এষ দেবো হি দেবানাং সর্ব্ব মাপ্যায়তে জগৎ। ৮০
এষ কর্ত্তা [illegible] ভূ[illegible]না[illegible] [illegible] রক্ষক স্তথা।
এষ লোকাহনুলোক শ্চ সপ্তদ্বীপাশ্চ সাগরাঃ। ৮১
এষ পাতালসপ্তস্থ দৈ[illegible] দানব [illegible]সা।
এষ ধাতা বিধাতা চ বীজং ক্ষেত্রং প্রজাপতিঃ। ৮২
এষ এব প্রজা [illegible] [illegible] [illegible] বর্শ্ম [illegible]
এষ যজ্ঞঃ স্বধা স্বাহা হ্রী শ্রীশ্চ পুরুষোত্তমঃ ৮৩
এষ ভূতাত্মকো দেবঃ সূক্ষ্মোহব্যক্তঃ সনাতনঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ। ৮৪
কালাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা বেদাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।
জন্ম মৃত্যু-জরা ব্যাধি-সংসার ভয় নাশনঃ। ৮৫
দারিদ্র্য ব্যসন ধ্বংসী শ্রীমান্ দেবো দিবাকরঃ।
বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ। ৮৬
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লোঁকচক্ষু গ্রহেশ্বরঃ।
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা। ৮৭
তপন স্তাপন শ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ।
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মণ্যঃ সর্ব্বদেব নমস্কৃতঃ। ৮৮
আয়ু রারোগ্য মৈশ্বর্য্যং নরা নার্য্যশ্চ মন্দিরে।

যস্য প্রসাদাৎ সন্তুষ্টি রাদিত্যহৃদয়ং জপেৎ। ৮৯
ইত্যেতৈ র্নামভিঃ পার্থ আদিত্যং স্তৌতি নিত্যশঃ
প্রাত রুত্থায় কৌন্তেয় তস্য রোগভয়ং নহি। ৯০
পাতকান্ মুচ্যতে পার্থ ব্যাধিভ্য শ্চ ন সংশয়ঃ।
একসন্ধ্যং দ্বিসন্ধ্যং বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৯১
ত্রিসন্ধ্যং জপমান স্তু পশ্যেচ্চ পরমং পদম্।
যদহ্নাৎ কুরুতে পাপং তদহ্নাৎ প্রতিমুচ্যতে। ৯২
যদ্রাত্রাৎ কুরুতে পাপং তদ্রাত্রাৎ প্রতিমুচ্যতে।
দদ্রু-স্ফোটক-কুষ্ঠানি মণ্ডলানি বিষূচিকা. ৯৩
সর্ব্বব্যাধি-মহারোগ ভূতবাধা স্তথৈব চ।
ডাকিনী শাকিনী চৈব মহারোগভয়ং কুতঃ। ৯৪
যে চাহন্যে দুষ্টরোগাশ্চ জ্বরাহতিসারকাদয়ঃ।
জপমানস্য নশ্যন্তি জীবেচ্চ শরদাং শতম্। ৯৫
সংবৎসরেণ মরণং যদা তস্য ধ্রুবং ভবেৎ।
আশীর্ষাং পশ্যতি চ্ছায়া মহোরাত্রং ধনঞ্জয়ঃ। ৯৬
যস্ত্বিদং পঠতে ভক্ত্যা ভানো র্বারে মহাত্মনঃ।
প্রাতঃস্নানে কৃতে পার্থ একাগ্রকৃতমানসঃ। ৯৭
স্বর্ণচক্ষু র্ভবতি ন চাহন্ধস্তু প্রজায়তে।
পুত্রবান্ ধনসম্পন্নো জায়তে চাহরুজঃ সুখী।
সর্ব্বসিদ্ধি মবাপ্নোতি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। ৯৮
আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সূর্য্যনাম-বিভূষিতম্।

শ্রুত্বা চ নিখিলং পার্থ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৯৯
অতঃ পরতরং নাস্তি সিদ্ধিকামস্য পাণ্ডব
এতজ্জপস্ব কৌন্তেয় যেন শ্রেয়ো হ্যবাপ্স্যসি। ১০০
আদিত্যহৃদয়ং নিত্যং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
ভ্রূণহা মুচ্যতে পাপাৎ কৃতঘ্ন ব্রহ্মঘাতকঃ। ১০১
গোঘ্নঃ সুরাপো দুর্ভোজী দুষ্প্রতিগ্রহকারকঃ।
পাতকানি চ সর্ব্বাণি দহত্যেব ন সংশয়ঃ। ১০২
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং জপেদ্ বাপি সমাহিতঃ।
সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে। ১০৩
অপুত্রো লভতে পুত্রান্ নির্ধনো ধন মাপ্নুয়াৎ।
কুরোগী মুচ্যতে রোগাদ ভক্ত্যা যঃ পঠতে সদা। ১০৪
য স্ত্বাদিত্যদিনে পার্থ নাভিমাত্রজলে স্থিতঃ।
উদয়াচল মারূঢং ভাস্করং প্রণতঃ স্থিতঃ। ১০৫
জপতে মানবো ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্ বাপি ভক্তিতঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ। ১০৬

(অথ আভিচারিক প্রয়োগঃ)

অমিত্রদমনং পার্থ যদা কর্ত্তুং সমারভেৎ।
তদা প্রতিকৃতিং কৃত্বা শত্রো শ্চরণ-পাংশুভিঃ। ১০৭
আক্রম্য বামপাদেন হ্যাদিত্যহৃদয়ং জপেৎ।
এতন্মন্ত্রং সমাহূয় সর্ব্বসিদ্ধিকরং পরম্। ১০৮

ওঁ হ্রীং হিমালীঢং স্বাহা।

ওঁ হ্রীং নিলীঢং স্বাহা।

ওঁ হ্রীং সমালীঢং স্বাহা। (ইতিমন্ত্রঃ)

ত্রিভিশ্চ রোগী ভবতি জ্বরী ভবতি পঞ্চভিঃ।
জপৈস্তু সপ্তভিঃ পার্থ রাক্ষসাং স্তম্ভ মাবিশেৎ। ১০৯

রাক্ষসেনাভিভূতস্য বিকারান্ শৃণু পাণ্ডব।
গীযতে নৃত্যতে নগ্ন আস্ফোটয়তি ধাবতি। ১১০

শিবারুতঞ্চ কুরুতে হসতে ক্রন্দতে পুনঃ।
এবং সংপীড়্যতে পার্থ যদ্যপি স্যান্মহেশ্বরঃ। ১১১

কিং পুন র্মানুষঃ কশ্চিচ্ছৌচাচার বিবর্জ্জিতঃ।
পীড়িতস্য ন সন্দেহো জ্বরো ভবতি দারুণঃ ১১২

(অথ আনুগ্রহিক প্রয়োগঃ)

যদা চানুগ্রহং তস্য কর্ত্তুমিচ্ছেচ্ছুভঙ্করম্।
তদা সলিল মাদায় জপেন্মন্ত্র মিমং বুধঃ। ১১৩

"নমো ভগবতে তুভ্য মাদিত্যায নমো নমঃ।
জযায জযভদ্রায হরিদশ্বায তে নমঃ"। ১১৪

স্নাপযেৎ তেন মন্ত্রেণ শুভং ভবতি নান্যথা।
অন্যথা চ ভবেদ্ দোষো নশ্যতে নাত্র সংশযঃ। ১১৫

(অথ পূজার্থং যন্ত্রলেখনম)

অতস্তে নিখিলঃ প্রোক্তঃ পূজাঞ্চৈব নিবোধ মে।
উপলিপ্তে শুচৌ দেশে নিযতো বাগ্‌যতঃ শুচিঃ। ১১৬

বৃত্তং বা চতুবস্রং বা লিপ্তভূমৌ লিখেচ্ছুচিঃ।
ত্রিধা তত্র লিখেৎ পদ্ম মষ্টপত্রং সকর্ণিকম্। ১১৭
অষ্টপত্রং লিখেৎ পদ্মং লিপ্তগোময-মণ্ডলে।
পূর্ব্বপত্রে লিখেৎ সূর্য্য মাগ্নেয্যাস্তু রবিং ন্যসেৎ। ১১৮
যাম্যাযাঞ্চ বিবস্বস্তং নৈঋর্ত্যাং তু ভগং ন্যসেৎ।
প্রতীচ্যাং বরুণং বিন্দ্যাদ্ বাযব্যাং মিত্র মেব চ। ১১৯
আদিত্য মুত্তরে পত্রে ঈশান্যাং মিত্র মেব চ।
মধ্যে তু ভাস্করং বিন্দ্যাৎ ক্রমেণৈব সমর্চ্চয়েৎ। ১২০
অতঃ পরতরং নাস্তি সিদ্ধিকামস্য পাণ্ডব।
মহাতেজঃ সমুদ্যস্তং প্রণমেৎ সকৃতাঞ্জলিঃ। ১২১
(অথ পূজাবিধিঃ)
সকেশরাণি পদ্ম নি করবীরাণি চার্জ্জুন।
তিল-তণ্ডুল-যুক্তানি কুশ গন্ধোদকানি চ। ১২২
রক্তচন্দনমিশ্রাণি কৃত্বা বৈ তাম্রভাজনে।
ধৃত্বা শিরসি তৎপাত্রং জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃশেৎ। ১২৩
মন্ত্রপূতং গুড়াকেশ চার্ঘ্যং দদ্যাৎ গভস্তয়ে।
সাযুধং সরথঞ্চৈব সূর্য্য মাবাহযাম্যহম। ১২৪
স্বাগতো ভব, সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব, সন্নিধো ভব,
সন্নিহিতো ভব, সম্মুখো ভব, (ইতি পঞ্চমুদ্রাঃ।)
স্ফুটযিত্বা হৃদয়েৎ সূর্য্যং, ভুক্তিং মুক্তিং লভেন্নরঃ।
ওঁ শ্রীং বিদ্যা কিলি কিলি কটকেষ্ট সর্ব্বার্থসাধনায স্বাহা

২০

ওঁ শ্রীং হ্রীং হ্রূং হং সঃ সূর্য্যায নমঃ স্বাহা।

ওঁ শ্রীং হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ সূর্য্যমূর্ত্তযে স্বাহা।

ওঁ শ্রীং হ্রীং খং খঃ লোকায সর্ব্বমূর্ত্তযে স্বাহা।

ওঁ হ্রূং মার্ত্তণ্ডায স্বাহা।

(অথ অর্ঘ্যদানম্)

নমোঽস্তু সূর্য্যায সহস্রভানবে
নমোঽস্তু বৈশ্বানর জাতবেদসে।
ত্বমেব চার্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণ দেব
দেবাধিদেবায নমো নমস্তে॥ ১২৫

নমো ভগবতে তুভ্যং নমস্তে জাতবেদসে।
দত্ত মর্ঘ্যং মযা ভানো ত্বং গৃহাণ নমোঽস্তু তে। ১২৬

এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয মাং দেব গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে। ১২৭

নমো ভগবতে তুভ্যং নমস্তে জাতবেদসে।
মমেদ মর্ঘ্যং গ্রহ্ণ ত্বং দেব দেব নমোঽস্তু তে। ১২৮

সর্ব্বদেবাধিদেবায আধি-ব্যাধি বিনাশিনে।
ইদং গৃহাণ মে দেব সর্ব্বব্যাধি বিনশ্যতু। ১২৯

নমঃ সূর্য্যায শান্তায সর্ব্বরোগ-বিনাশিনে।
মমেপ্সিতং ফলং দত্ত্বা প্রসীদ পরমেশ্বর। ১৩০

ওঁ নমো ভগবতে সূর্য্যায স্বাহা।

ওঁ শিবায স্বাহা।

ওঁ সর্ব্বাত্মনে সূর্য্যায় নমঃ স্বাহা।

ওঁ অক্ষয্য তেজসে নমঃ স্বাহা।

(অথ প্রার্থনা)

সর্ব্বসঙ্কট দারিদ্র্যং শত্রুং নাশয় নাশয়।

সর্ব্বলোকেষু বিশ্বাত্মন্ সর্ব্বাত্মন সর্ব্বদর্শক। ১৩১

নমো ভগবতে সূর্য্য কুষ্ঠরোগান্ বিখণ্ডয়।

আয়ু রারোগ্য মৈশ্বর্য্যং দেহি দেব নমোঽস্তু তে। ১৩২

নমো ভগবতে তুভ্য মাদিত্যায় নমো নমঃ

ওঁ অক্ষয্যতেজসে নমঃ, ওঁ সূর্য্যায় নমঃ,

ওঁ বিশ্বমূর্ত্তয়ে নমঃ।

(অথ স্তুতিঃ)

আদিত্যঞ্চ শিবং বিন্দ্যাচ্ছিব মাদিত্যরূপিণম

উভয়ো রন্তরং নাস্তি আদিত্যস্য শিবস্য চ। ১৩৩

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পুরুষো বৈ দিবাকরঃ

উদয়ে ব্রহ্মণো রূপং মধ্যাহ্নে তু মহেশ্বরঃ। ১৩৪

অস্তমানে স্বয়ং বিষ্ণু স্ত্রিমূর্ত্তিশ্চ দিবাকরঃ।

নমো ভগবতে তুভ্যং বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে। ১৩৫

মমেদ মর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণ দেব

দেবাধিদেবায় নমো নমস্তে।

শ্রীসূর্য্যায় সাঙ্গায় সপরিবারায়

শ্রীসূর্য্য নারায়ণায়েদ মর্ঘ্যম্। ১৩৬

হিমঘ্নায তমোঘ্নায রক্ষোঘ্নায চ তে নমঃ।
কৃতঘ্নঘ্নায সত্যায তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ। ১৩৭

(অথ সপ্তাশ্বনামানি)

জযো জযশ্চ বিজযো জিতপ্রাণো জিতশ্রমঃ।
মনোজবো জিতক্রোধো বাজিনঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ।১৩৮

(পুনঃ স্তুতিঃ)

হরিত-হযরথং দিবাকরং
কনকমযাম্বুজরেণু পিঞ্জরম্।
প্রতিদিন সমুদযে নবং নবং
শরণ মুপৈমি হিরণ্যরেতসম্। ১৩৯

(অথ স্তোত্র মাহাত্ম্যম্)

ন তং ব্যালাঃ প্রবাধন্তে ন ব্যাধিভ্যো ভযং ভবেৎ।
ন নাগেভ্যো ভযং চৈব নচ ভূতভযং ক্বচিৎ। ১৪০
অগ্নি-শত্রু-ভযং নাস্তি পার্থিবেভ্য স্তথৈব চ।
দুর্গতিং তরতে ঘোরাং প্রজাঞ্চ লভতে পশূন্। ১৪১
সিদ্ধিকামো লভেৎ সিদ্ধিং কন্যাকামস্তু কন্যকাম্।
এতৎ পঠেৎ স কৌন্তেয ভক্তিযুক্তেন চেতসা। ১৪২
অশ্বমেধ-সহস্রস্য বাজপেয শতস্য চ।
কন্যাকোটি-সহস্রস্য দত্তস্য ফল মাপ্নুযাৎ। ১৪৩
ইদ মাদিত্যহৃদযং যো ঽধীতে সততং নরঃ।
সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীযতে। ১৪৪

নাস্ত্যা ২২দিত্যসমো দেবো নাস্ত্যা২২দিত্যসমা গতিঃ।
প্রত্যক্ষো ভগবান্ বিষ্ণু র্যেন বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম। ১৪৫
নবতি র্যোজনং লক্ষং সহস্রাণি শতানি চ।
যাবদ্ ঘটীপ্রমাণেন তাবচ্চবতি ভাস্করঃ। ১৪৬
গবাং শতসহস্রস্য সম্যগ্ দত্তস্য যৎ ফলম।
তৎফলং লভতে বিদ্বান শান্তাত্মা স্তৌতি যো রবিম্। ১৪৭
যো ২ধীতে সূর্যাহৃদয়ং সকলং সফলং ভবেৎ।
অষ্টানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ লেখয়িত্বা সমর্পযেৎ। ১৪৮
ব্রহ্মলোকে ঋষীণাঞ্চ জায়তে মানুষোঽপি বা।
জাতিস্মরত্ব মাপ্নোতি শুদ্ধাত্মা নাঽত্র সংশয়ঃ। ১৪৯
(অথ নমস্কারাঃ)

অজায লোকত্রয-পাবনায
ভূতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায।
সূর্য্যায সর্ব্বপ্রলযান্তকায
নমো মহাকারুণিকোত্তমায॥ ১৫০
বিবস্বতে জ্ঞানভৃদন্তরাত্মনে
জগৎ-প্রদীপায জগদ্ধিতৈষিণে।
স্বযম্ভুবে দীপ্ত-সহস্র-চক্ষুষে
সুরোত্তমাযাঽমিততেজসে নমঃ॥ ১৫১
সুরৈ রনেকৈঃ পরিসেবিতায
হিরণ্যগর্ভায হিরণ্মযায।

মহাত্মনে মোক্ষপদায নিত্যং
নমোঽস্তু তে বাসর-কারণায ॥ ১৫২

(অথ আদিত্য-মাহাত্ম্যম্)

আদিত্য শ্চার্চ্চিতো দেবো হ্যাদিত্যঃ পরমং পদম্ ।
আদিত্যো মাতৃকো ভূত্বা আদিত্যো বাঙ্ময়ং জগৎ । ১৫৩
আদিত্যং পশ্যতে ভক্ত্যা মাং পশ্যতি ধ্রুবং নরঃ ।
নাদিত্যং পশ্যতে ভক্ত্যা ন স পশ্যতি মাং নরঃ । ১৫৪
ত্রিগুণঞ্চ ত্রিতত্ত্বঞ্চ ত্রযো দেবা স্ত্রযো ঽগ্নযঃ ।
ত্রযাণাঞ্চ ত্রিমূর্ত্তি স্ত্বং তুরীয স্ত্বং নমোঽস্তু তে ।১৫৫

(পুনর্নমস্কারাঃ)

নমঃ সবিত্রে জগদেক-চক্ষুষে
জগৎ-প্রসূতি স্থিতি-নাশ-হেতবে ।
ত্রযীমযায ত্রিগুণাত্ম-ধারিণে
বিরিঞ্চি-নারাযণ-শঙ্করাত্মনে ॥ ১৫৬
যস্যোদযেনেহ জগৎ প্রবুদ্ধ্যতে
প্রবর্ত্ততে চাঽখিল কর্ম্ম-সিদ্ধযে ।
ব্রহ্মেন্দ্র-নারাযণ-রুদ্র-বন্দিতঃ
স নঃ সদা যচ্ছতু মঙ্গলং রবিঃ ॥ ১৫৭
নমোঽস্তু সূর্য্যায সহস্র-রশ্মযে
সহস্র-শাখান্বিত-সম্ভবাত্মনে ।

সহস্র-যোগোদ্ভব-ভাব-ভাগিনে

সহস্র সংখ্যাযুধ-ধারিণে নমঃ ॥ ১৫৮

(অথ মণ্ডল-মাহাত্মাম)

যন্মণ্ডলং দীপ্তিকরং বিশালং

রত্নপ্রভং তীব্র মনাদিরূপম্ ।

দারিদ্র্য-দুঃখক্ষয়-কারণঞ্চ

পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম ॥ ১৫৯

যন্মণ্ডলং দেবগণৈঃ সুপূজিতং

বিপ্রৈঃ স্তুতং ভাবন-মুক্তি কোবিদম ।

তং দেবদেবং প্রণমামি সূর্য্যং

পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণাম ॥ ১৬০

যন্মণ্ডলং জ্ঞানঘনং ত্বগম্যং

ত্রৈলোক্য- পূজ্যং ত্রিগুণাত্ম-রূপম ।

সমস্ত তেজোময়-দিব্যরূপং

পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম ॥ ১৬১

যন্মণ্ডলং গূঢ়মতি-প্রবোধং

ধর্ম্মস্থ বৃদ্ধিং কুরুতে জনানাম ।

যৎ সর্ব্ব-পাপ ক্ষয়কারণঞ্চ

পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণাম্ ॥ ১৬২

যন্মণ্ডলং ব্যাধি-বিনাশ দুঃখং

যদ্ ঋগযজুঃসামসু সংপ্রগীতম ।

প্রকাশিতং যেন চ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ ১৬৩

যন্মণ্ডলং বেদবিদো বদন্তি
গায়ন্তি যচ্চারণ-সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ।
যদ্ যোগিনো যোগজুষাঞ্চ সঙ্ঘাঃ
পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ ১৬৪

যন্মণ্ডলং সর্ব্বজনেষু পূজিতং
জ্যোতিশ্চ কুর্য্যাদিহ মর্ত্তালোকে ।
যৎ কালকালাদি মনাদি রূপং
পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ ১৬৫

যন্মণ্ডলং বিষ্ণু-চতুর্ম্মুখাখ্যং
যদক্ষরং পাপহরং জনানাম্ ।
যৎকাল কল্প-ক্ষয-কারণঞ্চ
পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ । ১৬৭

যন্মণ্ডলং বিশ্বসৃজা প্রসিদ্ধ
মুৎপত্তি-রক্ষা-প্রলয-প্রগল্ভম্ .
যস্মিন্ জগৎ সংহরতে হখিলঞ্চ
পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ ১৬৭

যন্মণ্ডলং সর্ব্বগতস্য বিষ্ণো-
রাত্মা পরং ধাম বিশুদ্ধতত্ত্বম্ ।

সূক্ষ্মাত্তবৈ র্যোগপথানুগম্যং
পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ ১৬৮
যন্মণ্ডলং ব্রহ্মবিদো বদন্তি
গায়ন্তি যচ্চারণ-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ ।
যন্মণ্ডলং বেদবিদঃ স্মরন্তি
পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম ॥ ১৬৯
যন্মণ্ডলং বেদবিদোপগীতং
যদ যোগিনাং যোগ-পথানুগম্যম ।
তৎ সর্ব্ববেদং প্রণমামি সূর্য্যং
পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম ॥ ১৭০
মণ্ডলাষ্টমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ ।
সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে । ১৭১

(অথ ধ্যানম)

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল- মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ ।
কেয়ূরবান্ মকর-কুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপু র্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ ১৭২
সশঙ্খচক্রং রবিমণ্ডলে স্থিতং
কুশেশয়াক্রান্ত মনন্ত মচ্যুতম ।
ভজামি বুদ্ধ্যা তপনীয়মূর্ত্তিং
সুরোত্তমং চিত্র-বিভূষণোজ্জ্বলম্ ॥ ১৭৩

এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং বিভুম্। ১৭৪
বেদ-বেদাঙ্গ-শরীরং দিব্য-দীপ্তিকরং পরম্।
রক্ষোঘ্নং রক্তবর্ণঞ্চ সৃষ্টি-সংহার-কারকম্। ১৭৫
একচক্ররথো যস্য দিব্যঃ কনকভূষিতঃ।
স মে ভবতু সুপ্রীতঃ পদ্মহস্তো দিবাকরঃ। ১৭৬

(অথ দ্বাদশাদিত্য-নামানি)

আদিত্যঃ প্রথমং নাম দ্বিতীয়ন্তু দিবাকরঃ।
তৃতীয়ং ভাস্করঃ প্রোক্তং চতুর্থন্তু প্রভাকরঃ। ১৭৭
পঞ্চমন্তু সহস্রাংশুঃ ষষ্ঠ ঞ্চৈব ত্রিলোচনঃ।
সপ্তমং হরিদশ্ব শ্চ অষ্টমন্তু বিভাবসুঃ। ১৭৮
নবমং দিনকৃৎ প্রোক্তং দশমং দ্বাদশাত্মকঃ।
একাদশং ত্রয়ীমূর্ত্তি র্দ্বাদশং সূর্য্য এব চ। ১৭৯
দ্বাদশাদিত্য-নামানি প্রাতঃকালে পঠেন্নরঃ।
দুঃস্বপ্ন নাশনঞ্চৈব সর্ব্বদুঃখঞ্চ নশ্যতি। ১৮০
দদ্রু-কুষ্ঠ-হরঞ্চৈব দারিদ্র্যং হরতে ধ্রুবম্।
সর্ব্বতীর্থপ্রদঞ্চৈব সর্ব্বকাম-প্রবর্দ্ধনম্। ১৮১
যঃ পঠেৎ প্রাত রুত্থায় ভক্ত্যা নিত্য মিদং নরঃ।
সৌখ্য মায়ু স্তথাহহরোগ্যং লভতে মোক্ষ মেব চ। ১৮২

(অথ নমস্কারাঃ)

"অগ্নিমীলে" নমস্তুভ্য "মিষেত্বোর্জ্জে"স্বরূপিণে।
"অগ্ন আযাহি বীত" স্তং নমস্তে জ্যোতিষাং পতে। ১৮৩
"শন্নো দেবি" নমস্তুভ্যং জগচ্চক্ষু র্নমোঽস্তু তে।
পঞ্চমাযোপদেবায নম স্তুভ্যং নমো নমঃ। ১৮৪
পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভ সমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বরথ-সংযুক্তো দ্বিভুজঃ স্যাৎ সদা রবিঃ। ১৮৫
আদিত্যস্য নমস্কারং যে কুর্ব্বন্তি দিনে দিনে।
জন্মান্তর-সহস্রেষু দারিদ্র্যং নোপজাযতে। ১৮৬

উদযগিরি মুপেতং ভাস্করং পদ্মহস্তম।
নিখিল ভুবন নেত্রং রত্নরত্নোপমেযম্।
তিমির-করি-মৃগেন্দ্রং বোধকং পদ্মিনীনাং
সুরবর মভিবন্দে সুন্দরং বিশ্ববন্দ্যম্॥ ১৮৭

ইতি শ্রীভবিষ্যোত্তর পুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
আদিত্যহৃদয-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।